বারোমাস্যা

চিত্ত সিংহ

সৃজনী ৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ ঃ চিত্ত সিংহ

প্রথম প্রকাশ ঃ
২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

প্রকাশক ঃ
সজনীর পক্ষে ঃ অসীম রায়
৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা-৪

মুদ্রক ঃ
সজনী প্রেসের পক্ষে ঃ হরিপদ মান্না,
পোঃ প্রফুল্ল কানন, কলিকাতা-৫৯

চিত্ত সিংহের পরবর্তী উপন্যাস ঃ পিতা-পুত্র

সত্যরঞ্জন সিংহ
কল্যাণীয়েষু ॥

প্রসঙ্গ-কথা

যদি সত্য হয় কোন এক সময়ে এক মহামহিম ঈশ্বর গড়েছেন এই সৌরজগৎ ; পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী ; তাহলে ঈশ্বরের গড়া সব কিছুর মতো মানুষের জন্যেও নিশ্চিত একটি নিয়মের ব্যবস্থা তিনি রেখেছিলেন, —যে নিয়মে পৃথিবীর সূর্যাবর্ত, গ্রহ-নক্ষত্রের নিত্য পরিক্রমা, ঋতুচক্র, দিন-রাত্রির ক্রম আবর্তন। কিন্তু মানুষ, ঈশ্বরেরই পুত্র কিছু মানুষ—স্বার্থান্ধ, কূট, খল, ছল, বুদ্ধিমান, প্রমত্ত মানুষ ; ঈশ্বরীয় ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে তছনছ করে গড়েছে লক্ষ কোটি দেব-দেবী, পীর-পয়গম্বর, সাধু-সন্ত, ধর্মাধর্ম,[1] পাপ-পুণ্য, ন্যায়ান্যায় ; অন্তহীন নিদানে-বিধানে-নিয়মে জট-জটিল, ঈশ্বরের নিয়মের প্রতিদ্বন্দ্বী এক শ্বাসরোধী ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ মানুষমাত্র নয়, অসম অসংখ্য শ্রেণীর প্রতিনিধি মাত্র—ধনী-নির্ধন, সৎ-অসৎ, মালিক-শ্রমিক, বৈরাগী-লোভী, সাধারণ-অসাধারণ, সুন্দর-অসুন্দর, ভদ্র-অভদ্র। এই অস্বাস্থ্যকর অব্যবস্থার হাত ধরে এসেছে কালী-ফুলি, পল্টু-দীপু, চতুর্দিকের থিক থিক করা মানুষ আর মানুষ ; এসেছে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার মৌরসী দায়-দায়িত্ব নিয়ে সিপাই-ছোট-মেজ বড় বাবুর দল, সাজানো আইনের খবরদারীর হর্তাকর্তা মুহুরী-উকিল-ব্যারিষ্টার ; সর্বোপরি নিরপেক্ষ দণ্ডদাতা মনুষ্য-কায়াধারী ন্যায়াধীশেরা।

অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ নিম্নস্তরের কালী-ফুলিরা লোকযাত্রার পুরুষ পরম্পরায় এটুকুমাত্র জেনে আসে, পাপের মূল্য যন্ত্রণাময় মৃত্যু, পুন্যের বিনিময় সর্তহীন সুখ, শান্তি,—এমন অমল বিশ্বাসকে ওরা ঈশ্বরীয় মনে করে, স্বর্গীয়। মানুষী অব্যবস্থাজাত দুঃখকে পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল মেনে নিজেকে ধিক্কার দেয়, তবু কদাপি অবস্থান সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয় না, বিদ্রোহী ত নয়ই। যদি হঠাৎ কোন লৌকিক সংঘটন অলৌকিকের বিস্ময় নিয়ে ওদের ঠেলে বের করে দেয় আজন্ম বিশ্বাসের বৃত্তের বাইরে, তখন শিকড়-চ্যুত ওরা দিকভ্রষ্ট ; ক্রমে এগিয়ে যায় সেই বুদ্ধিমান মানুষ

কর্তৃক পাতা কঠিন ফাঁদের দিকে, যেখানে সর্বনাশ সর্বগ্রাসী, যে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচতে, বাঁচাতে, ফুলিকে মানত করতে হয় কালো এলোচুল, উষ্ণ বুকের রক্ত, যৌবনদীপ্ত শরীর, এমন কি একবারের জন্য হাত ধরা অমূল্য জীবনও। এবং অবশেষে নিজেকে ক্রমাগতদের মধ্যে বিলোতে বিলোতে পল্টুদের ছায়ায় ছায়ায় আসতে হয় নিরন্তর উচ্চারণে উজ্জ্বল সেই ধর্মাধিকরণে যেখানের বিচার নিরপেক্ষ, বিচারক ঈশ্বরের প্রতিনিধি, না, ধর্মাবতার স্বয়ং মনুষ্যরূপী ঈশ্বর-ই।

হয়ত মহামহিম ঈশ্বরেরও ঈর্ষা আছে, নইলে অশিক্ষিতা, গ্রাম্য ফুলি কি করে 'ও তুমি!' বলে ওই মহান ন্যায়াধীশের মহাসনের দিকে অবলীলায় ছুঁড়ে দেয় তার ঘৃণা, ঘেন্নায় চোখ তুলে ধরে আরো ঊর্ধ্বে, যেখানে অমল নীলাকাশ,—ফুলিদের আজন্মের বিশ্বাস যেখানে তাদের করুণাময় ঈশ্বরের অবস্থান!

বলা বাহুল্য, মৃত্যু পূর্বেই ফুলিরা জেনে যায়, তারা নষ্ট, ভ্রষ্ট, পাপী; তাদের অসুখ, দুঃখ, যন্ত্রণা নিয়তিনিয়ন্ত্রিত, অথবা নিজ পূর্বজন্মার্জিত কর্মের-ই সমূহ পরিণাম। এবং ওরা কিছুতেই জানে না, জানতে পারে না,—কূট ছল-ছলনায় উজ্জ্বল খল মানুষের গড়া মানুষী ব্যবস্থা ডিঙিয়ে মহামহিম ঈশ্বরের ঈশ্বরীয় করুণা কখনো তাদের মত মন্দভাগ্যদের মস্তকোপরি বর্ষিত হয় কিনা!

....

সবিনয়ে স্বীকার করি, এ-গ্রন্থের কেন্দ্রেও মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-সূত্র ও মানুষ। 'কালী-ফুলি' 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর কালকেতু-ফুল্লরারই আধুনিক অস্তিত্ব, চণ্ডীর স্বর্ণ তথা অর্থপ্রলোভনে যারা শিকড়-ছিন্ন, স্ব-স্বভাবচ্যুত, সর্বস্বান্ত।

পশ্চিমীয়ানা-তাড়িত ঊনিশ শতকের বাংলায় কি ঐ পৌরাণিক উপাখ্যানেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল? হয়ত! যার পরিণাম একালের সর্বক্ষয়ে অবসন্ন সর্বরিক্ত বাঙালী॥

চিত্ত সিংহ

বারোমেস্যা

প্রথম পর্ব

……………………………………জল সিঁড়িটির পাশে ঘাসে
শাখাগুলো নুয়ে আছে বহুদিন ছন্দোহীন বুনো চালতার :
জলে তার মুখখানা দেখা যায়—ডিঙিও ভাসিছে কার জলে,
মালিক কোথাও নাই, কোনদিন এই দিকে আসিবে না আর ;
ঝাঁঝরা ফোঁপরা, আহা, ডিঙিটিরে বেঁধে রেখে গিয়েছে হিজলে…

রূপসী বাংলা / জীবনানন্দ দাশ

১

অসংখ্য বোলের দেখা মাঘেই দিয়েছিল। ফাল্গুনে গুটি ধরার কথা। তা ফাল্গুনের শুরুতে ভীষণ কুয়াশা হওয়াতে বোলগুলো জ্বলে গিয়েছিল। গুটি তেমন ধরেনি। বলতে গেলে অনেক গাছে কোন চিহ্নই ছিল না। বছরান্তিক ফলে মড়ক লাগল।

মড়ক কি শুধু গাছে ?

অবশ্য কুয়াশা পর পর ক'দিন ঝাঁকিয়ে বসতেই ফুলি বলেছিল, গাছে জল ছিটোতে। কালী গা করেনি। তার ফুরসুৎ কোথায় ? চৌপহর দিন পরের জন্য গতর বাঁধা দিয়ে যেটুকু জোটে তারপরে দম বলতে কিচ্ছু থাকে না। তখন মনে হয়, পুরো রাত্তিরটা মড়ার মতো ঘুমোয়।

ওই কালঘুমে ওর সব খেল। ফুলির সঙ্গে যে রাত্তিরে একটু রয়ে সয়ে ফুর্তি করবে সেটুকু তাগদও তার থাকত না। অথচ কালটা বসন্তকাল, গাছে নতুন পাতা, ডালে হরেক পাখী, বাতাসে মৌ মৌ গন্ধ। রাতে আকাশের চাঁদটা যেন ফেটে-ফুটে তছনছ করে ছাড়বে দুনিয়াটাকে। কিন্তু কালীর চোখের বালাই, মনের বালাই। ফলে ফুলির অনেক রাত্তির

কালীর নাকডাকা শুনেই ফুরোয়। ফলে তিন-তিন বচ্ছর বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও ফুলির বিয়োনোর নামগন্ধ নেই।

o

বাপু হে! পেটে হলে ত বিয়োব না কি! তা পেটে কিচ্ছু নাই ত বিয়োনোর কথা ওঠে কোত্থেকে? তা সত্ত্বেও আশপাশের বউ-ঝি, বুড়ো-বুড়িরা ন্যাকাড়া করতে কম যায় না। ওদের বেশীর ভাগই বছর পোয়াতি কিনা! বলে, কালীর বউটা নিঘ্ঘাত বাঁজা।

বটে! বটে!

সোয়ামী মাগের সঙ্গে ঠিকমতো শুলে তবেই না বিয়োনোর ধকল?

তা পোড়ারমুখীরা, আগেভাগে খবর নে মাগকে ঠিকমতো সোহাগ করে কিনা? তা না, শুধু খেউর, মাগী বিয়োয় না কেন?

আরে বাপু! খেটে-খুটে আসা সোয়ামী যে চৌপ'র রাত্তির নাক ডাকে সে খবর কি তোরা রাখিস? তাছাড়া সব সোয়ামী ত আর এক রকম নয়। ও একটু ঘুম-ন্যাওটা। তাছাড়া আমারও কোমরে তলপেটে ব্যথা, শূল—কত কি! সব কি বোঝানো যায়, না কেউ ঠিক ঠিক বোঝে?

কেউ বোঝে না গো আমার দুঃখু, শুধু খোঁচায়। বড় মুখ করে বলি কি করে সোয়ামীর আমার ফুরসুৎ নাই। ওর যে দম ফুরোয় পরের কাজে গতর খাটাতে। ওই খেটে-খুটে-আসা মানুষটাকে আমার শখ-সুখের জন্যে কি করে বলি, হ্যাঁ গা, এট্টু সোহাগ-টোহাগ করো। কদ্দিন তো গায়ে গা ঠেকিয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর কোন গ্রাহ্যিই নাই। লোকে তো গরমের ছ্যাঁকা লাগলে এট্টু চমকায়ও। তা ও-মানুষের সেটুকু শোথবোধও গেছে। যেন মড়া। মাদুর গা পেতেছে কি আর খেয়াল নাই। নাকের ডাকে আর কাকের ডাকে ভোর। অথচ মাসটা পোড়া ফাগুন, গাছে কচি পাতা, ডালে ডাকে কোকিলা বাতাসে ফুলের সুবাস, রাতে চাঁদটা পারলে ঘরে এসে ঢোকে এমনই বেয়াড়া বায়না। অথচ ওর কানের বালাই, চোখের বালাই। যদি একবারটি চোখ মেলে তাকাত!

তা একেবারে আদর-আত্তি করে না এ ঠিক না। মাঝে মধ্যে করে। তা আদরের জোর না থাকলে আমিই বা কি করি! অবশ্যি বাঁজা কথাটা মিথ্যে মিথে। সেই শুরুতে একটা জানান দিয়ে পেটে এয়েছিল বৈ কি, যেবার ও বাপের বাড়ী রেখে আসল। সেখানে গা গুলোনোর ধকল সইতে সইতে চার মাসের মাথায় সব গেল। সেই যে বাপের বাড়ীর পেছনের পুকুরের তালগাছের খাঁচকাটা ঘাটে কাদা পায়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পাটি বেতের ঝোপে পড়ে রক্তারক্তি হল—সে কী যমে-মানুষে টানাটানি। সেই যে গেল আর নাম-গন্ধটি নাই। কত জলপড়া খেয়েছি, কত মাদুলি-কবচ বেঁধেছি—বিশ্বাস না হয় তো কোমরে হাত দিয়ে দেখ। গলায়ও ষষ্ঠীর লালসুতো তিনপরত করে বাঁধা, চোখে পড়ে না? তারপরও কম করিনি ' বাবার মাথায় জল ঢেলেছি, কালীর থানে পুজো দিয়েছি, ষষ্ঠী তলার বট গাছে ইঁট বেঁধেছি, বাবার থানে গাছা হয়েছি, দণ্ডী খেটেছি। তাও বা কেন পীরনগরের পীরের থানের পানিপড়া খেয়েছি, মহাদেবপুরের ঠাকুরের ওষুধ। কিছুতে কিচ্ছু হল না।

হচ্ছে না ত হচ্ছে না, বেশ আছি। হলে খাওয়াতাম কি? দু'-পেট চলতেই গলদঘর্ম, তার উপরে আরো পেট! শেষে ফেনও না জুটুক।

এই দ্যাখো, কি বলতে কি বলছি। আরে বাপু, হচ্ছে না তাই : হলে কি আর ফেলে দিতাম। কষ্টে-সৃষ্টে ঠিকই চালাতাম। কথায় আছে না, প্রাণ দেবেন যিনি, অন্ন দেবেন তিনি। আমার আর কি !

ত হচ্ছেই না। অবিশ্যি সময় ত বয়ে যায় নাই। বয়েস কত আর। এই ত এক কুড়ি। বাহ্, কুড়ি মানেই ত বুড়ি ! মেয়ে মানুষের—

বললেই হল। ওসব হল গিয়ে কথার কথা। কুড়ি হলেই বুড়ি। আরে কুড়ি ত সবে শুরু।

বটে ! বটে !

নয়ত কি !

তবে হ্যাঁ, সেই মহাদেবপুরের ঠাকুর বলেছিল, বাধকের দোষ আছে। ওষুধ খা। তা অনেক খেয়েছি। কে এক জিতেন কোবরেজ ত একটা সালসাই দিলে। যদ্দিন খাই তদ্দিন ভাল। কোমরের ব্যথা কমে, হাত-পায়ের জ্বালা, মাথার যন্তরনা। মাস ঠিকই হয়। যেই না ওষুধ বন্ধ অমনি আবার যেই সেই ! যন্তরনায় কুকুর পাগল। কিন্তু সোয়ামীকে বলি সে সাহস কৈ ? কোত্থেকে দিনকে দিন ওষুধ জোগাবে ? তাছাড়া গরমে-বাদলায়-শীতে ও-লোকটারও শরীর-গতিক কেমন কেমন। জ্বরজারী হয় মাঝে মধ্যে, কাসেও। ওষুধ খায় না-খাওয়ার মতন। মাঝে ক'দিন চিরতা ভেজা জল খেয়েছে, তুলসী-বাসকের রস। ওই পর্যন্ত। সে কদ্দিন। আহা রে ! খাটুনীর শরীর। চামড়া এরই মধ্যে কুঁকড়ে যাচ্ছে যেন ! এটু যে তেল মালিশ করব তারও কি উপায় রেখেছে পোড়ারমুখোরা। নিত্যিদিন দাম বাড়াচ্ছে। আজ পাঁচ ত কাল সাত। মালপত্তরের দাম ক্ষণে ক্ষণে বাড়ছে, কিন্তু গতরের দাম ? সেই যে না সেই। ক্বচিৎ বাড়ল ত এ সিকি কি দু' সিকি। তার উপর ধার-বাকি। বলে কিনা রোজের পুরো টাকা আজ দিয়ে দিলে কাল যদি তুই কাজে না আসিস্ ?

দেখোসে কেমন বে-আক্কেলে মিনসেরা ! একি মানুষের কথা হল ?

o

শুয়োরের বাচ্চারা ! আজ বাঁচলে তবে না কাল ? তা কাল যে শরীর জুৎ থাকবে সে কথা হলপ করে বলে কে ? গতর যদি বিগড়োয় তাহলেও আমাকে যেতে হবে ? কেন রে শালা, আমি কি তোর বিয়ে করা মাগ যে ধুকতে ধুকতেও জোগান দিতে হবে ? এ বোঝাব কাকে ? যদি পুরো রোজ না দেয় দু'চারটে কথা বলতে পারি, তা বলে হাতাহাতি ত করতে পারি নে। এই ত সেদিন নন্দীবাবু কাজ করালে, টাকা দিলে অর্ধেক। বললাম, এ কেমন হল ? বলে কিনা আজ হাতে টাকা নেই. কাল ত কাজে আসবি তখন নিয়ে নিস্। বাহ্ বাহ্, বোঝ কথা ! তা বললাম, কাল যদি শরীর জুৎ না থাকে। যেন আকাশ থেকে পড়লে। বল্লে, সে কি রে ! শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবি তাই-ই সয়। বটে ! বটে ! মনে মনে বললাম, কদ্দিন মাঠের রোদ্দুরে আপন শরীরটা লাগিয়ে দেখ না বাপ্ তখন আর আমাকে পয়সা দিতে লাগবে নাই। মুখে বললাম, শরীর গতিক ভালো নয়, ওষুধ কিনব। ব্যস্, উট্‌কো কথা কাটাকাটি। শেষে রেগে-মেগে বলে কিনা ; যেদিন শরীর বইবে সেদিন এসে নিয়ে যাস্। আজ নেই।

বোঝ ব্যাপার ! বলি ট্যাকের হিসেব না করে লোক লাগানো কেন ? আমি কি ফাঁকি

দিয়ে পয়সা চাইছি ? এরপরে তোমরাই বলো, কোন শালা গা-গতর খাটিয়ে কাজ করবে ? তুমি বাবু কাজ করিয়ে ঠিকমত পয়সা দেবে না ত, আমি কেন জান-পরান দিয়ে কাজ ওঠাব ? ফলে কথায় কথা বাড়ে। তা বাড়ুক।

মান্যিগন্যি তোরা, যদি ভাবিস্ ধমক দিয়ে পার পাবি, না হে না, সে গুড়ে বালি। সে আর হবে নাই। তুই যদি বাপ গলা চিরিস্, আমি কি আর হাঁক দিতে পারি না। যদি লোক জমে যায়, যদি উট্‌কো কথায় হল্লা বাড়ে, তখন তোর মান্যিতা থাকবে কোথায় ? মানের ভয়ে তখন ঠিকই দিবি। বাপু হে, এদ্দিনে সার জেনেছি, যদি সোজা না ওঠে, বেঁকে টেনে আনো। জানি, পয়সায় পারব না, আইনেও না, কিন্তু মুখে ? তুই ভদ্দর লোক, তুই আর ক' জনকে শোনাবি, মানে লাগবে না ? আমি কিন্তু জনে জনে বলব। গরীবের কথা বাবুরা উড়িয়ে দেবে এ ত জানা কথা, কিন্তু আমার ভাই-বেরাদররা ! ওরা নিশ্চয়ই আমার কথা কানে তুলবে। ওরা যে তোদের ধাত চেনে। তখন গাঁ-গেরামে মুখ দেখাবার জো থাকবে ? তাও বা কেন ? অতশত শোনার পরে কেউ তোর ধার মাড়বে ? তখন কাজ ওঠাবি কাকে দিয়ে ?

তা বলে শেষ কি ওখানেই ? না হে না।

তুই শালা আবার হন্যে হয়ে কাজ ওঠবার লোক খুঁজবি, আমি ভিখিরীর বাচ্চা আবার মাথা নুইয়ে তোর দোরেই যাব, যেতেই হবে, নইলে খাব কি ?

হাঃ হাঃ এই পোড়া পেটের অনেক জ্বালা। সেকি আর ন্যায়-অন্যায় ধুয়ে খাবে ? তার যে থালা ভর চাই, মোটামুটি, গোটাগুটি। মুঠোয় মুঠোয় তুলে খাবে।

বলি, তেজে মাটি দাপাতে পার, কিন্তু পেট ! সে অতশতর ধার ধারে না, তার ঘেন্না-পিত্তি বড় অল্প। বলতে গেলে, নাই-ই।

o

যেখানে ফুলিরা থাকে, অর্থাৎ ফুলি-কালীর বসত, সেটা কালীর ঠাকুর্দার। সাকুল্যে বিঘে দেড়েক জমি। জমিদাররা গতর খাটার বদলে বন্দোবস্তীর পাট্টা দিয়েছিল। বলে, বিনি পয়সায়।

o

হ্যাঁ হ্যাঁ মিনি-মাঙনাই দিয়েছিল ! কেনরে বাওয়া, ঠাকুর্দার গতরের কি দাম নাই ? ঠাক্‌মার ? কি না নিয়েছিস্ ? শুনি ত অনেক কিছু, বলতে মুখে বাধে। তা আমার মুখ আটকানো, মানে বিশ্ব-সংসারের মুখে কুলুপ দেয়া নয়। কান পাতলেই কানে আসে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। তোদের ওসব মিনি-মাঙনার মুখে মুতি। সে আমার ঢের জানা হয়ে গেছে। তা বলে কি ভিটে ছেড়ে পালাব ? সেটি হচ্ছে না। ঠাকুর্দা-ঠাক্‌মা ওদের দিনে বাঁচার জন্যে কি করেছে না করেছে তাতে আমার কি ? দশে বলছে ! আরে ছোঃ ছোঃ। দশে কত কি বলে ! দিক্ না একবার নিজের পোঁদে হাত, লেপটানো গু ঠিকই হাতে ঠেকবে। ওসবে কান দিয়ে কাজ নাই ! আমার হিস্যা আমি বুঝি। জানিস্ নে সেই খগা নায়েবের কেচ্ছা ?

সে সেই বিয়ের বছরে।

ওরে শালা, তুই হলে সরকারী নায়েব, সে খুব ভাল কথা ! কিন্তু খাজনা আদায়ের নামে মিছিমিছি পাড়ায় ঘোরা কেন ? কেন এটা-ওটা চাইবি ? কেন বউ-ঝির পিছু নিবি ?

জমিদারের হাত-ধরা নয়-ছয়ের পুরানো অভ্যেস বুঝি ছেড়েও ছড়েছে না। তা শালাকে এমন টঙ্ করেছি না, আর পাড়ামুখো হয় না। অবশ্যি ভোগান্তেও কম যায় নাই। বলে কিনা, তোর যে বন্দোবস্তী তার কবুলিয়ত-পাট্টা কৈ ? বললাম, ওসব উইয়ের পেটে গেছে। এই পুরচা আছে খাজনার, ওতে দাগ, তৌজি, মৌজা, খতিয়ান সব আছে। ও দেখে আজ্ঞে এদ্দিন চলল ত এখন পাট্টা-ফাট্টা চাই কেন ? বউয়ের গা ঘেসতে দিইনি বলে ?

যেন বাজ পড়ল ?

খাজনা দিতে আসা লোকজন এ ওর মুখ দেখছে। রা-টি নেই। ভাবটা এই, হরির বেটার হলটা কি ? হবে আবার কি ? তোরা শালারা সব হিজড়ের ও অধম। মার খাবি তবু রা-টি করবি নে। তাতেই লাই পেয়ে এখন ঘাড়ে। তা এখন কি সেদিন আছে ? তবু তোদের ভাবটা এই, যেন কারো সাতে-পাঁচে নাই। ঠিক আছে, থাক তোরা নাকে মুখে তুলো গুজে, থাক বোবা হয়ে, দেখি কদ্দিন চলে। যখন ফাঁদে পড়বি তখন—

শালার নায়েব লাফিয়ে উঠে তেড়েই আসে আর কি ! তেমনি বসে থেকে হাতের তেল চকচকে লাঠিটা টেনে নিয়ে বললাম, আর এক পা এগোলে এখানে লাস পড়ে থাকবে কত্তু। জেলফাঁসিতে আমার ভয়ডর নাই। আমি আমার বাপ নই'যে তোমার পায়ে হাত বুলাব।

ব্যস্ ঠাণ্ডা। ঠিক ঠিক খাজনা নিয়ে পুরচা দিলে। তা বলে ক্ষেমতাবান মানুষের রাগ ! ও কি সহজে মেটে ? যেন তুষের আগুন, ধিকির ধিকির জ্বলে। তাল খোঁজে ঢিট করার। হলও তাই।

জরিপের সময় শালা লেগেই রইলে যাতে জরিপে নামটা খারিজ হয়। আরে শালা, তুই বুনো ওল ত আমি বাঘা তেঁতুল। কাজ-কাম শিকেয় তুলে জরিপদারের পায়ে পায়ে ছায়া হয়ে লেগে রইলাম। কানু মাস্টার, এনায়েৎ চাচা বড় সাহায্য করলে। কিচ্ছু করতে পারে নাই। নাম বহাল রইল।

থুক্ ! থুক্ ! শালাদের চক্ষুলজ্জারও বালাই নাই, এমনই অমানুষ ! বয়স তিন কুড়ি পার, তবু নোলা কত ?

আচ্ছা, কদ্দিন আর বাঁচবি ? জনমভর ত এই-ই করলি ! বল, এতে কি তোর দু'খানা পাখা গজিয়েছে ? না হে না. পাখা গজায় নাই। ওই তো তোর সংসার, অষ্টপহর অশান্তি আর অশান্তি।

বড় ছেলে বউ নিয়ে ভেন্ন। আর গুলো ত দিব্যি ধম্মের ষাঁড়। এ-পাড়া ও-পাড়া জরিপ করে ফিরছে। না শিখল লেখা-পড়া, না সহবৎ। অবশ্যি তার দরকারও কি ! তোর পরের মাথায় হাত বুলানোর কায়দা-কানুন ঠিক ঠিক শিখিয়ে দিলে ঠিকই চলে যাবে। দূর, দূর, অতশত শেখাতেই বা হবে কেন ? ওতো তোরই রক্ত ! দেখে দেখেই ঠিক শিখে যাবে।

তবে হ্যাঁ, মেয়ে দুটো ভালো ঘরে-বরে দিয়েছিস্, সত্যি ভাল। কিন্তু তোর বউ ? অমন খান্ডর মেয়েমানুষ ভু-ভারতে কেউ দেখেছে ? বাপরে বাপ ! কি করে যে এদ্দিন ঘর করলি তাই ভাবি। সামলাস কি করে ? সত্যি বলছি, অন্যে হলে এদ্দিনে গলায় দাড় দিত। বিবাগী হত এই ধুত্তোরি সংসার-টংসার ফেলে। আর তুই এখনও তক্কে

তক্কে ফিরছিস্ কি করে আরো কিছু গুছনো যায়।

জমিদারের আমলে লোক ঠকিয়ে অনেক ত করেছিস্। সম্বচ্ছরের খোরাক হয়েও বাঁচে, তারপরেও এত লোভ? ভাবছিস্, তোর পুত-নাতীরা শুয়ে বসে খাবে, তোর বংশের হাঁকে-ডাকে পাড়া কাঁপবে, তুই নিশ্চিন্তি হয়ে চোখ বুজবি?

মরে যাই! মরে যাই!

বয়স তিন কুড়ি পার করেও যখন তোর দুশ্চিন্তে ঘুচল নাই তখন ধরে নে, এ জন্মে সে আর হবার নয়। তাছাড়া তুই-ই দেখ, এখন তোর যা আছে তাতেই এত অশান্তি, আরো বাড়লে—। দূর, দূর, তুই শালাদের ত ঝঞ্ঝাটেই সুখ। থাক্ তোরা তোদের সুখ নিয়ে, আমরা ভাগে দাঁত বসাতে যাবি ত দাঁত খসিয়ে ছাড়ব, হ্যাঁ?

না, মিথ্যে বলে কাজ নাই। ভগমান অরাজী হবেন। নায়েববাবু আর এগোয় নি। ফলে ঐ সম্বলটুকু রইল। এখন আমার বলতে ওই জমি আর ফুলি। আর কিচ্ছু নাই।

O

সে কী? শুধু ভিটে আর আমি? না গো না, আরো অনেক আছে তোমার।

সে কী?

কেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা আছে, ঠাকুর আছে, ঠাকরান। গাছ-গাছালি, দিন-রাত্তির, সুখ-দুঃখু। নাই কি? অমন কথা বড় মুখ করে বলতে নাই। ভগমান নারাজ হবেন।

O

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ত অনেক আছে। কুমড়োর ঝাড়, ঝিঙের মাচান, বারোমেসে লঙ্কা-বেগুন, আম-আমড়া, কাঁঠাল-কলা, পেঁপে, আনারস, নারকেল, পেয়ারা, সরবোঁটা, আতা, লেবু, তাল, সুপুরী, সজনে নাই কি! এই ভিটে-মাটি, ঘর-দোর, বাসন-কোসন—নাই নাই বলতে অনেক আছে গো। এ কম কি? ফুলি রে গদের মুখে মুখ ফস্কে ভুল বলেছি। এই নাকে খত, কানে খত।

তা এরই মধ্যে কুয়াশার দাপটে আমের বংশ ধ্বংস। কাঁঠালে এঁচোড় আসে কি না কে জানে! অবশ্য সরবোঁটা ফলেছে ভাল, লেবু, পেঁপেও। সবই ওই ফুলির হাতযশ। সারাক্ষণ এ-গাছ, ও-গাছ; এর তলা ওর তলা। কারো ফাঁকি দেবার জোটি নেই। নতুন পাতাটা বেরোল কি, নতুন ফুলটা ফুটল কি, কোন গাছে ফল ফলল সবই ঠিক ঠিক চোখে পড়বে ফুলির। খুশিতে দিক ঢাকবে। যেন ওর গতর চিরে ফুটছে, ফলছে,—ভাবটা-সুখটা এমনি।

O

সেই বিয়ের বাছরে ডাহুকীর রথের মেলা থেকে হিমসাগর আমের কলম কিনে এনেছিল কালী। বেশ বড়-সড়, ডাগর-ডোগর। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চারায় বোল এল। ফুলির সে কি ফুর্তি! চার মাসের পেট খসার দুঃখু বউলের রকম দেখে সে ভুলেছিল। কত জল, কত যত্ন। নিত্যিদিন একবার ঝুঁকে পড়ে দেখা, গাছকে ঘিরে ঘোরা। তা গুটি ধরো ধরো সে সময়ে কালী মুচড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেললে।

এ কি? এ কি? বলতে বলতে ফুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছে কালীর উপর। কেঁদে-কেটে খামচে এক সা। সে কী মাথা কোটা যন্তরনা তার। পেট খসাতেও এতো দুঃখু পায়নি বুঝি!

কালী তো অবাক, হতবাক ! করে কি মাগী ! মুখে বললে, বলি, হলটা কি ?

হবে আবার কি ? পোড়ার মুখো মিনসে, হাড় বজ্জাতের বংশ, ভাগাড়ের মড়া, আমার গাছের বোল্ ছিঁড়লি যে বড় ?

এই কথা ! কালীর সে কি হো হো শব্দে হাসি। ফুলির হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বললে, হয়েছেটা কি ?

ফলন্ত গাছের গায়ে হাত দিলি, গুটি ছিঁড়লি, আবার শুধোচ্ছিস্ কি হয়েছে ?

বারে ! শুবুর গুটি যে রাখতে নাই ।

কেন নাই ?

ও মা, তাও জানিস্ না ? লে হালুয়া ! শুবুর বোল লোভে পরে রাখলে পরে ফলন হবে নাই যে !

সে কি ? ফুলি অবাক মানে। চোখ বড় হয়। বাপের জন্মেও সে এমনটি শোনেনি।

হ্যাঁ রে, প্রথমটা মা বসুমতীর।

ফুলি জাত চাষার ঘরের মেয়ে হয়েও এটুকু জানত না, লজ্জায় তার মুখ ডালিম ফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছিল। সে পলক মাত্তর। তার পরেই ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, তা আমায় বললি নে কেন ?

বাহা, বাহা, অতো যত্ন যার সে কি পরান থাকতে পারে ? দেখিস্ নাই নারকেলের প্রথম ফুল কেটে দেয় ?

কিন্তু নেবুর ফুল ত খসাও নাই। পেয়ারার না, কলার না, সরবেৎটার না—ফুলি আরো বলতে যাচ্ছিল, কালী কথা থামিয়ে দিয়ে বললে, ওদের লাগে না। মা বসুমতীর নজর মেয়াদী আর সোয়াদী ফলে।

তাহলে তাল, আনারস, কাঁঠাল, ?

কালী ফুলির কথা যেন শুনছে না তেমনি ভঙ্গীতে 'কাজ আছে' বলে বাজারের দিকে চলে গিয়েছিল।

আসলে অতশত কালীও জানে না। বাপ-পিতামহ ঠিক ঠিক বলেনি, শোনার শোনা শোনা।

ফুলির মনে খটকা থেকেই গেল।

এর পরের তিন তিন বছর কলমের গাছ আর কিছু লাগায়নি। এ বছরের রথের মেলার সময় বলেছিল, কিছু কলমের গাছ আনতে, কালী গা করেনি। ফিরতি রথে আবার বলতে কালী খ্যাঁক খ্যাক করে উঠেছিল। বলি, লাগানোর ঠাঁইটা কৈ ? এমনি তে তো ভিটের গায়ে রোদ্দুর লাগে না, ফলবে না হাতি !

তাও ত বটে !

০

ফুলি গত কার্তিকে একটা বাছুর এনেছিল বাপের বাড়ী থেকে। ছোট ভাইটি এসে দিয়ে গিয়েছিল। সাঁঝে কাজ থেকে বাড়ী ফিরে দাওয়ায় বাঁধা বাছুর দেখে কোথায় খুশী হবে তা না, একেবারে খেপে গেল। রেগে মেগে শুধলে, বাঁধবি কেথায় ?

কেন ? দখিনের দাওয়ায়।

দাওয়া ধ্বসে যাবে নাই ?

সে আমার দেখার গো। হালকা গলায় বললে ফুলি
অ! কালী গুম হয়ে গেল।
সেই থেকেই থেকে গেছে।

০

নতুন কাজ বাড়ল ফুলির। ঘাস কাটা, জাবনা দেয়া, ধোয়ামোছা, গোবর কুড়নো, ঘুঁটে দেয়া। দম ফেলার ফুরসুৎ আগেই ছিল না, এখন হাগা-মোতাও মাথায় উঠল। তা উঠুক। হাঁপ ধরবে আর কদ্দিন। দুদিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে, গেলেও।

বলে বটে মানুষে, আমার আজ্ঞে মরার সময় নাই। সে কথার কথা। বলতে হয় বলা। নইলে করব বললে সময়ে টান পড়ে—এ মিথ্যে গো মিথ্যে। তারপরও ঢের সময় থাকে। বিশ্বাস না হয়, হাতে-পাতে করে দেখো। কি গো, ঠিক বলি নাই ?

ফুলির হাত নড়ে, পা নড়ে, শরীরটাও।

আশ-পাশের বউ-ঝিরা ফুরসুৎ পেলেই আসে। চায় ফুলির সঙ্গে বসে একটু গপ্পটপ্প করে। দু-চার-দশটা কথা বলে ; ফুলি ছিটকে উঠে পড়ে। মরণ আর কি! গপ্পে মজে বেলা গড়াক। খেয়ে দেয়ে কাজ নাই।

না বাপু,একবার গপ্পে পেলে কাজে আর মন বসবে ? কিচ্ছুতে না। ফুলি মিনতি করে বলে, দিদিরা গো! খেতে করতে বেলা ভাঙে, গপ্প করি সে কপাল কি আমার! সব-কাজ যে দু'হাতে ওঠাতে হয়। এসব কথাবার্তা শুনে বুড়ো-বুড়িরা বলে, বাঁজা মেয়েমানুষ অমন একটু কোণ ন্যাওটা হয়। লজ্জা বলে একটা কথা আছে না!

মরণ! মরণ! ফুলি রাগে গরগর করে। মুখে ঝাঁটা! মুখে ঝাঁটা! বলেই জিব কাটে। ছি: ছিঃ, ভর সন্ধেয় এ কি কথার রকম ? বুড়ো-বুড়িরা বলেছেন, মান্যিজন, গুরুজন। না, না, ক্রোধ বাপু বড় চণ্ডাল। এই কান মললাম, নাক মললাম ; কানে তুলো, মুখে তুলো। সত্যি, বাঁজা তো! তাহলে ?

তুলসীতলায় পিদিম দিতে দিতে বলে, মাগো! বড় লজ্জা!

০

বছর বছর ভাই আসে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে। প্রথম বছর সেই যে অঘটন ঘটল তারপরে ফুলির আর বাপের বাড়ী যাওয়ার নামগন্ধও নেই। বলে, এত সব কার হাতে দিয়ে যাব ? দেখছিস না লোকটার রকম-সকম, কোনোদিকে যদি খেয়াল থাকে। সারা-ক্ষণ আপন মনে। তুই ই বল, ফেলে-ছেড়ে যাই কি করে ? ব্যস্, বুঝে যায় যে যা বোঝার। জোর করে না।

সেবার বাপ-মা দু'জনাই এল মেলা ঘোরার ছলে। আসলে মেয়েকে দেখে যায়, এই ইচ্ছে। রইল দিন দুয়েক। মা বললে, বাপ বললে, তোর শরীর গতিক ভালো নয়, জামাইয়ের ত আরো খারাপ। চল, দিন কয় ঘুরে আসবি।

ফুলির যেতে সাধ আছে। কিন্তু—। ফলে সেই এক কথা—এত সব ফেলে—

বাপ কি বুঝল বাপ জানে। বুড়ো মুখ টিপে হেসে বুড়ির দিকে তাকালে। বুড়ি চোখ মটকালে। ফুলির নজর এড়াল না। লজ্জায় রাঙা হল তার মুখ। শেষে মনে মনে সেও হাসলে। সোয়ামী সোহাগী তুই, কি কপাল নিয়েই না এয়েছিস্ ? হায়রে!

ওরা চলে যেতেই ফুলি যথারীতি কাজে গা ভাসালে। মেতে রইল গাছ-পালা, ভিটে-

বাড়ী, সোয়ামী আর বাছুর নিয়ে।

এই আমার ধম্ম-কম্ম, এই আমার সুখ-সোহাগ, এই আমার স্বপ্গ-মন্ত, এই আমার উল্‌ক-পুলক, আসর-বাসর, এই, এই। মন যদি বিগড়োতে চায়, ধমকায়। শরীর যদি না টানে তো চোখ রাঙায়। অতশতর পরেও ফুলি বোঝে গড়ানে দিন-রাত্তির ঠিক এক নয়। আসলে এক হলে হবে কি ঢঙে-ঢাঙে ভেন্ন। কোনদিন চড়া রোদের ত, অন্যদিন মরা রোদের। কোনদিন আলোধরা ত, কোনদিন কালোধরা। আর বাতাস? এখন দখিনা। উথাল-পাথাল। বোঝে মাসটা ফাগুন! ডালে হল্‌দ-সবুজ নতুন পাতা, ডগা জুড়ে হরেক রঙের ফুল, ফুলে এক গা সুবাস। ভোমরা গুনগুনায় ত কোকিলা বড় ডাকে। বুক জ্বলে, বুক ফাটে। আর--

পোড়ারমুখী চাঁদনী আমবাগান পার হয়ে, আমড়ার ডাল ছুঁয়ে কলাঝাড়ের পাশ দিয়ে সুপুরীর সরু গা বেয়ে তরতরিয়ে নামা কাঠবেড়ালী যেন! ফুরুৎ করে উঠোন ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে—ও মা! এ কি? পোড়ারমুখী ফুলির মুখ ডাইনে ত পোড়ারমুখো কালীর মুখ বাঁয়ে, মাঝে হাত খানেকের ফারাক।

মরণ! মরণ!

কার?--ফুলি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। চাঁদ ততক্ষণে চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনে। পাশের বাড়ীর মোরগা পহর ডাকে কু-ক্‌-কোঁ-ও-ও।

এই যাহ্‌! ওই বুঝি কাক ডাকে, আকাশ ফর্সা হয়। ফুলি কালীর দিকে চোখ রাখে। লোকটা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ঘুমাক! আহারে! তবু ফুলির ইচ্ছে হয় একবার ডাকে। কিন্তু হাত বাড়াতে গিয়েও হাত সরিয়ে নেয়, কথা বলতে গিয়ে কথা সরে না। কি যেন মনের কথা বলার ছিল। মনে পড়েছে, মনে পড়েছে—

বাহ্‌, মনে পড়ল যদি বলে ফেল্‌।

বলবে? বড় লজ্জা লাগে যে! যদি--

নারকেল ডালে কাক ডাকে! বাছুরের গা ঝাড়ার শব্দ পায়। নাদ পড়ার। ফুলি বিছানা ছাড়ে। বাইরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াতেই বাতাস, উতলা বাতাস আঁচলা ধরে টানে। আহ্‌ মরণ!

পাতায় ফুলে মুখ থুবড়ে পড়া পোড়া ফাগুন কখন শরীরে আগুন ধরিয়ে দিলে ফুলি নিজেই জানে না। গা জ্বলে, বুক জ্বলে। তারপরও মানুষটা একফোঁটা জল ছিটোলে না। আগুন নেবালে না, জ্বলুনি কমালে না।

দূর! দূর! বয়ে গেছে ফুলির।

দূরে কোথায় জোর উলু। ঢাকের শব্দ। শেষ লগনসার বিয়ে সারা হল বুঝি! তবে রে—ফুলি ছুটে গিয়ে বাছুরটার গলা জড়িয়ে ধরে দুই গালে দুই চুমা খেয়ে নিলে। বাছুরটা খুশিতে মুখ গোঁজে ফুলির বুকে।

ফুলি রে—

কে ডাকে গো?

২

এই ভরা চৈত্তিরেও কুয়াশায় বান ডাকলে। একী ! কিছু যে দেখা যায় না। না জন-মানিষ্যি, না গাছ-গাছালি। কি অলুক্ষণে কান্ডরে বাপু ! বাপের জম্মে এমন ত দেখি নাই। গেল মাসের হিমে আমের গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়লে, এ মাসেও তার পিরীতের বহর দেখো। আবার কি নেয় কে জানে ? চৈতের কুয়া !

এ্যাই শুনছ ?

যার শোনার কথা সে তখন চিং হয়ে শুয়ে। ওঠার নামটিও নাই। ফুলি দাওয়া থেকে ঘরে ঢুকে উবু হয়ে বসে ধাক্কা দিতেই কালী পাশ ফিরে হাঁটু কোলে তুলে হাঁটুর ফাঁকে দু-হাত গুঁজে কুণ্ডলী পাকাল।

আজো কাজ নাই ? কি, যাবে নাই ?

কালী চোখ মেলে চোখ বুজল।

হল কি ? বলি আজো--

কালী মাথা নাড়ে।

ফুলির হাত কাঁপে, গা কাঁপে, এই নিয়ে তিন দিন। দেখোসে—ফুলি কালো মুখে দাও-য়ায় আসে।

কুয়াশা যেন আরো চেপে বসেছে। সে উঠোনে নেমে একবার মাথা তুলল।

আজ কি বার গো ?

উ মা ! আজ মঙ্গলবার। নূরপুরের হাট। তাহলে ?

ফুলি তাড়বাড়ি বাছুর এনে বাইরের গাছে বাঁধলে। গোবর মাটি কুড়িয়ে গাদায় ফেললে। গোবর জলের হাঁড়ি নিয়ে ছিটে দিতে দিতে এ-গাছ ও-গাছ।

ও মা, আমার কি হবে ?

ভরা কুয়াশার মধ্যেও পাখী পড়েছে পেয়ারার ডালে, কাঠবেড়ালী। ফুলি সাত তাড়াতাড়ি

দরজায়, দাওয়ায় ন্যাতা বুলিয়ে বাসি থালা-বাসন নিয়ে রাখলে উনুনের কোনে বাসি উনুনের ছাই তুলে মানের গোড়ায় দিলে। কোমর-কাপড় ফুলি ঝাঁটা হাতে উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে একবার বললে, অনেক বেলা হল গো, ওঠ।

ফুলির এখন অনেক কাজ। বাসন মাজা, আঁচ দেয়া, রান্না-বাড়ি, নাওয়া—

তার আগে ফুলি দাওয়া থেকে দা-ঝুড়ি নিয়ে উঠোনে নামলে। শাবলটা ? এই শুনছ ?

o

নূরপুরের হাটে গেছে কালী সেই ভর দুপুরে। বেলা ভাঙল। কি মানুষ এ্যাঁ ? করে কি এতক্ষণ ?

ফুলি পশ্চিম আকাশের দিকে তাকায় ; সূর্য পাটে বসে বুঝি ! সকালে মর্ত্তমানের কাঁদি কেটে থোড় গুলো ছাড়িয়ে নিয়েছে। পেঁপে পেড়েছে চার গণ্ডা, সরবোঁটা পাঁচ কুড়ি, বেগুন কিলোখানেক, পো-ঠেক কাঁচা লঙ্কা, পেয়ারা আধ ঝুড়ি, সাধের মানটাও। বলেছিল, মানের ডগাগুলো হাটে নিতে, কালী খেপে গেছে। এতই যদি দিবি তা'লে ব্যাপারী ডাকলি নে কেন ?

আসে নাই যে।

তাহলে থাক। অত এক মাথায় যাবে নাই। আমি পারব নাই।

কালী মাটি দাপিয়ে রেগে-মেগে সেই যে গেল এখনো ফেরার নাম নেই। দু দু'বার ফুলি হিজলতলীর বাঁকে গিয়ে হাটের পথ দেখে এসেছে। কত মানুষ ফিরল তবু কালীর দেখা নেই।

এনায়েৎ বুড়ো ওকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুধিয়েছে, কি গো অম্মাজান, কালী মিঞা এখনো ফেরে নাই ?

ঘোমটা মাথায় ফুলি মাথা নেড়েছে।

মিঞা হয়ত দর ধরে বসে আছে দেখো গে। কয়েক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি আম্মা নির্ঘাত দর বেঁধে দিয়েছ ?

ফুলি হেসে বলছে, নইলে যে ঠকবে চাচা।

সেই বলো ! ভাতিজার তাই দেরী হয় ! একবার পথের দিকে, একবার অস্তোন্মুখ সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললে, ঘরে যাও জননী, বেচা হলে ঠিকই ফিরবে। একটু থেমে শুধল, তা কেনা-কাটার হুকুম আছে নিশ্চয়।

দুই এক পদ চাচা।

ঐ হল ! তা একটু দেরী হবে। তুমি ঘরে যাও, সাঁঝ দেখাও। ফুলি আর দাঁড়ায় নি। পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে এসেছে। পিদিম জেলে সাঁঝ দেখিয়েছে তুলসী তলায়। বাছুর দাওয়ায় তুলে চাল, ডাল, বেগুন উনুনের ধারে রেখে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে ভাবছে, নিঘ্‌ঘাত হাঁস পায় নাই। কিন্তু বাছুরের খৈল, ভূষি—মনে করে আনবে ত ? দূরে পাতা নড়াচড়ার শব্দ হতেই ফুলি ছুটে দাওয়া থেকে উঠোন নামলে।

ওমা ! এত কি আনলে গো ? বলতে বলতে ফুলি তাড়াতাড়ি ডান হাতের বোঝা নিজে নিলে বাঁ হাতে ?

সে কী ? হাঁস পেয়েছ ? ফুলি ঝাপটে বাঁ হাত থেকে হাঁসটা ডান হাতে নিয়ে ওজন

পরখ করলে ?

হ্যাঁ গা, বেশ ভারি তো ! কত নিলে ?

লী কোন জবাব না দিয়ে পায়ে পায়ে দাওয়ায় এসে মাথার বোঝা নামালে ।

সে কি ? পেয়ারা কেউ নেয় নাই ?

গামছা কোমর থেকে খুলে বাতাস করতে করতে একবার ফুলির দিকে তাকিয়ে বললে, বলি, অত পাকাতে কে দিব্যি দিয়েছিল ?

ওমা, দিব্যি আবার কে দেবে গো ? ও ত গাছেই পাকলে ।

গাছেই পাকলে ! এখন পাখীতে থাক্ । খেয়াল কোথায় ছিল এ্যাঁ ! গজ গজ করে কালী ।

কথাটা সত্যি । ফুলির বেখয়ালে পেয়ারাগুলো গাছেই পেকেছে । তা ডাঁসাগুলো আলাদা করে দিলে না কেন ?

দিলে না কেন ? কালী মুখ ভেংচালে । ছিল কটা ? এখন সব তুই খা ।

ফুলি বুঝেছে মেজাজ আজ গরম । বয়ে নেয়া, বয়ে আনা । ধকল ত অল্প নয় । এখন জবাব দিলে কথায় কথা বেড়ে কুরুখেত্তর হবে । তার চেয়ে—

ফুলি পেয়ারাগুলো ঝুড়ি থেকে উপুড় করে আস্তে মাটিতে ঢাললে । বাছুরের খাবার মালসায় । দড়ি বাঁধা হাঁসের পা খুলে পলো চাপা দিয়ে পলোর মাথায় শিলটা চাপিয়ে দিলে । ধানে-জলে ভর্তি একটি মালসা রেখে দিলে পলোর তলায় ।

কাল কিছু গুগলী তুলতে হবে রায় পুকুরে নাইতে গিয়ে । আরেকটি কাজ বাড়ল ! অথচ কালী হন্যে হয়ে মাথা মেরেছে হাঁস না কিনতে । শেষে ওর মায়ের মুখে শোনা শোলোক বলেছে—

> হাঁস পালে পাগলে গো, ছাগল পালে আঁধে ।
> সাঁঝ আঁধারে শেয়ালে খেলে, আইলে বসে কান্দে !

তোর কপালেও সেই দুঃখু লেখা আছে ফুলি, শুনে রাখ, দিনে-কালে মিলিয়ে নিস্ ।

ফুলি দুমুখো উনুনে শুকনো পাতা গুঁজতে গুঁজতে মনে মনে হাসলে । হম্বিতম্বি যতই করো, ঠিক ঠিক এনেছে ত ! ব্যস্, ব্যস্ । ফুলি খুশি মনে চালের হাঁড়িতে জল ঢাললে । ডালের কড়াইতেও । উনুনে আগুন দিলে ।

o

মুড়ি খাবে তো ? ফুলি শুধোয় । কালীর রা নেই ।

ফুলি চাল ধুয়ে ডাল চাপিয়ে একঘটি জল আর একমালা মুড়ি এনামেলের বাটিতে ঢেলে কালীর কাছে রেখে এল ।

আগে খাও, তারপরে হাতে-মুখে জল দিও ।

ফুলি বেগুন কুটতে বসল ।

o

কার পায়ের শব্দ না ? ফুলির কান খাড়া হল । লোকটা ত এই-মাত্তর বাজারের দিকে গেল, আবার ফিরল বুঝি ? কি যে হচ্ছে বুঝি না বাপু ! ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছে নাকি ? নাকি সত্যি দেশে কাজ নাই ! নিমুদের বাড়ীর দিক থেকে বড্ড বেশী শব্দ হচ্ছে । নিশ্চয়ই

ঝগড়া বেধেছে পিসির সাথে কি বউয়ের সাথে। ফুলি গলা বাড়াতে যাবে, বিবুর খুড়ি।

ঘরে আছিস বউ ?

ও মা, এমন অবেলায় !

দায়ে পড়ে। আর দু'মালা চাল দিবি ?

কথা নাই, বার্তা নাই, এ কী ! মুখে বললে, আবার চাল ?

ধার চাইছি বউ। ধান ভাঙাতে পারি নাই, কেউ ছিল না, দিবি ?

ফুলি না বলতে গিয়েও পারল না। দু'মালা চাল এনে আঁচলায় ঢেলে দিতে দিতে বললে—সবশুদ্ধু ছ'মালা হল।

মনে আছে, মনে আছে, ধান ভাঙালেই—বুড়ি উঠতে গিয়েও উঠল না। লাজ বাঁচালি বউ। হঠাৎ জামাই—

উপলক্ষ একটা না একটা আছেই। ফুলি কথা থামিয়ে দিয়ে বললে, ও আর কি। ফুলি ঘরের কাজে মন দিলে। আগে ত এমন ছিল না খুড়ি, এখন হল কি ? নিশ্চয়ই সুদাম ঠাকুরপো আবার বিগড়েছে। নইলে গলার আড় নাই, চোখে পর্দা।

সাবধানে থাকিস বউ, দিনকাল কেমন কেমন ! মোটেই ভাল ঠেকছে নাই।

ফুলি উৎকর্ণ হয়। শুধোয়, এ কথা কেন ?

দেখছিস্ না বউ চোতের রকম-সকম। খনার বচনে আছে না, চৈতে কুয়া ভাদে বান।

কি হয় খুড়ি ?

আর কি ! আমাদের মরণ। খরা, মড়ক, কত কি !

বুড়ি উঠে পড়ে। যেতে যেতে বলে, ঠিক ঠিক দিয়ে যাব বউ।

বুড়ি চলে যায়। ফুলি ঢোক গেলে। গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে।

O

লোকটা পুরো সাত দিন ঘরে বসা। কাজ-কাম কোথাও নাই। এমন কি সেদিন বাজারে গিয়েছিল কাজের খোঁজে, মাল বোঝাইয়ের। সেখানে নাকি গাদাগাদি ভীড়। পাড়াশুদ্ধ জড়ো হয়েছে। নতুন লোকের কাজ ধরা সে না কি ভগমানেরও অসাধ্য।

তাহলে ?

দুশ্চিন্তা ফুলির মাথায় মুগুর মারে। ফের হাটে বেচার মতো ভিটেয় তেমন কি আছে ? তবু কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঝুড়ি ভর্তি করে। কালী হাটে নেয় যা পারে বেচে।

চোখের মাথা খেয়ে বসে আছি নইলে সেদিনের পেয়ারাগুলো অমন পেকে যায় ? পরের হাটে আর নিতে হয় নাই। সবই গাছেই পেকেছে। কি বড় বড় পেয়ারা ! ক্ষোভে দুঃখে চোখে জল এসেছে ফুলির। কি করতে পারে সে ? পোড়া রোদ্দুর ফল-পাকুড় পাকিয়ে ছেড়েছে। এতটুকু সময় দিলে নাই। তার জন্যে কালীর কি হম্বিতম্বি। শেষ পর্যন্ত সব বিলোতে হল।

তা সব ঘরে ঘরে পেয়ারা। কে আর সাধ করে নেয় !

কালীকে মিনতি করে বলেছিল, কিছু পেয়ারা নিয়ে ওর বাপের বাড়ী যেতে।

কালী মুখ ভেংচে বলেছিল, ওদ্দুর পেঁছিবে না, গলে গিয়ে রাস্তায় গাছ গজবে তাছাড়া—

কথার ঢঙ দেখোসে !
মানুষটার ওই এক দোষ। বাপের বাড়ীর কথা বললেই মুখ ভেংচাবে। বলি, আমার বাপ, ভাই তোমার কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে ?
না, তোর বাপ গাঁয়ে মানা মোড়ল ।
তা বাপ সম্পন্ন সে কি আমার দোষ ? তখন বিয়ে না করলেই পারতে।
আমি কি তোর বাপকে বিয়ে করেছি, এ্যাঁ। করেছি তোকে।
তাও বা করতে গেলে কেন ?
মরে যাই ! মরে যাই ! অমন ডাগর-ডোগর,অমন গড়ন-পেটন, অমন মাজা-পাছা ! যখন হেঁটে এলি-গেলি, ফুলি রে, তোর চলনের মোচড় আমার বুকের মাংস খুবলে নিলে। তার বাপ শুধতে মাথা নেড়ে দিলাম। তারপরে সাতপাক।
ফুলি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ফেলেছিল। মরণ।
তোর না আমার ?
ফুলির না-জবাব।
রসকস একেবারে শুকিয়ে গেছে তা না। তবু যেন কেমন কেমন। শুধু শুধু শুধবে—না, তুই বাছুর আনলি কেন ?
শোনো কথা ! বললাম, কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে না কি ?
তা বলে বাছুর ?
ফুলি ওর কথার ঢঙে হেসে ফেলে।
হাসলি যে বড় ?
এমনি এমনি।
এমনি হাসলি ?
ফুলি বোঝে, আঁতে ঘা লেগেছে। তা ফুলি ত অতশত ভাবেনি। কোথেকে কি যে ভাবে ? মুখে বলেছিল, হেসেছি বেশ করেছি। বলি, কাজ কাম কিছু নাই ? শুধু কথায় পেট ভরবে ?
আহ্ ! কালী মাটি দাপিয়ে উঠে পড়েছিল।
()
বাঁজা মাগী মানে যন্তরন। থাকতো মাথার উপর মা-খুঁড়, রসকস ঠাণ্ডা করে ছাড়ত। এদ্দিনে সতীন এসে বিষ মারত। তা কপাল ভাল মাগীর, শরিক নাই। ব্যস্, সব আগলে নিয়ে গ্যাট হয়ে আছে। ইচ্ছে করে পোঁদে দু'চার লাথি মারি। হাসির রকম কি ? যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। তার উপরে কথার ধরন।
কেন তোর চোখে কি ছানি পড়েছে ? দেখতে পাচ্ছিস নে উট্‌কো খরায় দেশ জ্বলছে। কাজ-কামটা কোথায় হবে শুনি ? সেদিন হারুর বাপ বলছিল চালা ছাইতে। তা পরদিন বুড়ো বেঁকে বসল। বললে, এত খরায় চালে নতুন খড় দেব ? যদি—বুড়ো এদিক-ওদিক সন্দেহের চোখে তাকালে।
হ্যাঁ হ্যাঁ শত্তুরের তে অভাব নাই।
তা বাপু, শত্তুর হবে না কেন ? তুমি লোকটা ত পাজীর পাঝাড়া। টাকায়কিনা চার-

ভাগী সুদ। তার মানে টাকায় চার আনা! পঁচিশ পয়সা। এ যদি খালি হাতে নাহক কথা ছিল। তা না, তুমি বন্ধকী চাইবে, তাও মেয়াদী। এ তো ঠেকায় পড়া মানুষকে ঠেকানো। তোমরাই বল, গা জ্বলে কিনা?

তা তোর ঠেকা-বেঠেকায় মানুষটা যে হাত বাড়িয়ে দেয় সে বুঝি কিছু না?

সে ত বটে! সে ত বটে! তা হাত বাড়ায় ঠিকই, কিন্তু মানুষের মতো বাড়াক। হাতে গলা কাটা কেন? একটু মায়া-দয়া রাখো। তা দয়া-টয়ার বালাই-ই নাই। সবটুকু চোষার তালে। রক্ত চোষা!

বাহ্, বাহ্, বেড়ে বললি! সুদ নিচ্ছে বলে রক্ত চোষা! তা বুকে হাত রেখে বল, এ সংসারে কে রক্ত চোষা নয়?

কালী কথা হাতড়ে পায় না। তবু আমতা আমতা করে বলে, দোকানী-টোকানী নিশ্চয়ই ন্যায্য নেয়।

'তার বাপ নেয় শুয়োর! শালারা আধুলির মাল টাকায় বেচে। ন্যায্য নেয় না তোর মুন্ডু। তার উপরে ওজনের সাফাই।

তা ঠিক বটে! সেদিন বটোর ব্যাটা লঙ্কা মাপছিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। ওরে বাপু, তোর দাঁড়ি তো বলতে গেলে নিক্তি, তার উপর ছুঁসে ছুঁসে মারলে ও হেলবে বৈকি! হেললেই তুই ঠোঙা ধরে টানবি? ওকি ওজন হল? কিন্তু দাম?

সত্যি, আধুলির মাল টাকায়?

ধুর শালা! বাগে পেলে সিকির মাল পাঁচ সিকেয়।

সত্যি?

কালী এ সংসারের অনেক রহস্যের খোঁজ রাখে না; তার দরকার নেই তাই। নইলে— যা দিন কাল, যে যাকে পায় তাকে খায়। কে কাকে ছেড়ে দিচ্ছে?

কাড়ী মাটি আঁচড়ায়। এই কথা!

কথা আবার কি? তোর দায়ে তুই মাথা দিবি, বাগে পেয়েও তোকে রেয়াত করবে?

সেও তো বটে!

কথাগুলো বড্ড মনে ধরেছে কালীর। সত্যিই তো! সে বাগে পেলে ফুলিকে ছাড়ে না ফুলি বাগে পেলে তাকে! সবটাই হালুম-হুলুম। বাহা! বাহা!

চড়া রোদ্দুর ঠেলে কালী খালী হাতে ঘরে ফেরে।

ভাত দে।

আগে নাও থোও।

রাখ তোর নাওয়া-থোওয়া।

ফুলি অবাক মানে। ঠিক আছে। ফুলি ভাতের থালা জলের ঘটি এগিয়ে দেয়।

হলটা কি?

o

সেবার চৈতে অত খরা, তবু আকাশ ফেটে জ্যোৎস্না গড়াল ভুঁয়ে। সব বুঝি ভাসিয়ে নেয়। দিনে যদি পরান আই-ডাই, রাতে বড় সুখ। দখিনা বাতাস যেন রাতের খবর-দারীর দায় মেনেছে তার উপরে জ্যোৎস্নার সাদা সর।

আসলে ভগমান আছেন। কথায় আছে না, যত দুঃখ তত সুখ…এরই মধ্যে বার কয়

ফুলিকে আদর করছে কালী। আসলে মনে সুখ ছিল তাই। ফুলি বুঝেছে, মানে সুখ থাকলে শরীরও বাদ যায় না!

আহা! মনের সুখটা সারক্ষেণের হয় না কেন?

কি করে হবে? এনায়েৎ চাচার বুদ্ধি নিয়ে কাজে নামল বলে না। নইলে কি যে হত?

o

কালী পাড়া-বেপাড়া ঘুরে ঘুরে আনাজ-পাতি, ডিম-টিম কিনে শহুরে পাইকারকে বেচে। হয়, মন্দ হয় না, তবে বড্ড ভয়।

ফুলি বলে, এ কিন্তু নতুন ধরন!

কার?

কার আবার? তোমার গো।

এ কথা ওঠে কেন?

ফুলি কালীর মুখে চোখ পেতে হাসে। বলে, সবাই বলে কিনা তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি একটু খাটো।

বাহা! বাহা! তা এখন কি মনে হয়?

না, না, দরদাম দেখি বেশ বোঝা।

বটে! বটে! তবে শোন্, ঠেকায় পড়লে খোঁড়াও ছোটে। বুঝলি ফুলি, মানুষ বড় আজব চীজ্। বুদ্ধি কি আর মাথায়? বুদ্ধি হল ঠেকায়।

ফুলি কালীর হেঁয়ালী ঠিক ঠিক বোঝে না, তবু মাথা নাড়ে।

o

কালীর দিন কাটে পাড়ায়, পাড়ায়, কথা কাটাকাটি, দরাদরিতে। ফেরে দুপুরে, সন্ধে, রাতে।

ফুলির সকালে কাজের অন্ত নেই। কিন্তু বিকেলে বড় একা একা। একা একা দাওয়ায় মাদুরে গা পেতে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। কখনো ঘুম-ঘুম ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে। যেদিন ঘুম আসে না, ফুলি বুক ভরে শ্বাস টানে। এটা কেয়া ফুলের সুবাস তো ওটা নেবুফুলের গন্ধ। ওটা মধুফুলের তো এটা ভাঁট ফুলের। বুক ভরে যায়। অথবা পাখীর ডাক শোনে আপন মনে। চড়ুই কিচির-মিচির করল তো পায়রা বকবকাল, অথবা কাকের চেঁচানি। মাঝে মাঝে নতুন পাখী ডাকে।

কি পাখী ডাকল, এঁ্যা?

ইষ্টিকুটুম।

নাকি হরিবোল।

ঐ হল।

ফুলি ঘোমটা-খসা মাথা তুলে এগাছে-ওগাছে তাকায়। বেলা ভাঙে। সন্ধে হয়। দাওয়ায় পিদিম দিয়ে পিদিম হাতে উঠোনে নামে।

o

একদিন এমনি এক সন্ধেয়, হঠাৎ ঝুম্ ঝুম্। ঝুম্ ঝুম্। চমকে ওঠে ফুলি।

ওমা নূপুর বাজিয়ে কে আসে? ওরা কারা?

ঝুম্ ঝুম্। ঝুম্ ঝুম্।

কে গো ?

ছায়া শরীর দুটো সন্ধ্যে পেরনো অন্ধকারে এগোয় ।

ঝুম্ ঝুম্ । ঝুম্ ঝুম্ ।

পিদিম হাতে ফুলি মুখ বাড়ায় । অন্ধকারে কে গো ?

আরো এগোতেই জ্বলজ্যান্ত শিবঠাকুর আর দুগ্গা ঠাকুরুন ! ওমা, ওমা, একী ! একী ! এতো ভাগ্যি আমার ! আমি—

ফুলি পড়ি-মরি ঘরে ঢুকে ঘটি ভরে জল আনে, হাতে করে কুশের আসন ।

আসন পাততে পাততে বলে, দয়া করে এলেই যদি. এই জল দিলাম পা ধোও, আসন দিলাম, বোসো ।

হঠাৎ সম্মিলিত খিল খিল হাসির শব্দে ফুলি চমক ওঠে ! কি-ই ? ওরে পোড়ারমুখো-পোড়ারমুখীরা ! তবে রে—

পাড়ার হরু পাগলা শিব সেজেছে, রাধুদির মেয়ে পারু গৌরী । সঙ্গে যত রাজ্যের ছেলে-ছোকরা ।

সত্যিই তো একদম খেয়াল ছিল না ফুলির । এ যে ভরা চৈত্তির । মন যে কোথায় ছিল ? আর মন !

ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ ঝুম্ ।

গাজনের হরগৌরী নাচছে উঠোন জুড়ে । ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ ঝুম্ ।

সেবার গাজনের মেলায় যাওয়া হল না ফুলির । শরীর খারাপ ।

o

পুরো মাসটা দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে বছরকার শেষ দিনটার আগের দিন বিকেলে সে কি উথালি-পাথালি ঝড় । গাছ-পালা, গাঁ-ঘর দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে ব্রহ্মদৈত্যিমুখ গুজলে । বৃষ্টির ফোঁটাটিও পড়তে দিলে না । জড়ো হওয়া কালোকুলো মেঘগুলো তুলোপাড়া উড়িয়ে নিলে । কোথাও চিহ্নটি রাখলে না । আকাশ একেবারে ফর্সা, কিন্তু ভুঁই তছনছ ।

চালার একপাশ উড়ে গেছে কালীরও । গাছ ভেঙেছে দুটো, আম আর কাঁঠাল । দুধুলের লতাশুদ্ধ বেলের ডাল একগাদা ফল সমেত পড়েছে ঝিঙের মাচানে । বেল গেল, দুধুল গেল, ঝিঙেও । কাঁদি শুদ্ধু কলা ভেঙেছে তিনটে । ফুলি মাথায় হাত দিয়ে বসেছে । কালীও ।

ঘরে ঘরে অবটন ঘটেছে । বাজার যে মালে মালে ছেয়ে যাবে । আগের দিন পাড়া থেকে কিনে আনা আনাজ-পাতির ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে কালী চোখে অন্ধকার দেখল । কি আছে কপালে ?

ফুলি ফল-পাকুড় আলতো হাতে ছিঁড়ে সাজাচ্ছিল ঝুড়িতে । ভাঙা ডালগুলো জড়ো করছিল একঠাঁই ।

o

ফুলিরে—

কে যেন ডাকছে না ?

যাই—ই—

৩

সেবারে বছরকার প্রথম দিনেই হাটবার পড়ল। কালী দু'দফায় মাল নিয়ে হাটে যাবে। আগের দিন রওশন আর সুবলকে বলে এসেছিল। ওরাও সঙ্গে যাবে মাল নিয়ে। তার জন্যে ঝুড়ি ভাড়া করতে হয়েছে দুটো।

ফুলি সকাল থেকে চার হাতে কাজ ওঠাচ্ছিল। আমপাতা, বেলপাতা, নিমপাতা, কাঠ গোলাপের মালা গেঁথে দরজার মাথায় টাঙিয়েছে, লক্ষ্মীর বাসন-কোসন মেজে পাঁচ পাতা পল্লব দিয়ে ঘট সাজিয়েছে। অবশ্যি স্নান সেরেছে সেই কাক ভোরে। বেলা হত্তে ফুল তুলে এনেছে। উঠোনে খৈ-এর ছাতু ছাড়িয়ে কাঁচা আম রেখেছে দুটো। কালী নেয়ে এসে শত্তুর কাটবে। এরই মধ্যে ঘিলে-হলদ দিয়ে বাছুরকে স্নান করিয়ে তার গলায় আম-গোলাপের মালা পরিয়েছে। কপালে সিন্দুর দিয়ে মাথাল পরিয়েছে

কলার খোল কেটে। খোলে কাঠ গোলাপ গেঁথে দিয়েছে কাঠি পুঁতে। দুটো বিউ ফুল হন্যে হয়ে খুঁজেছে ফুলি, কোথাও পায়নি। ফাঁকে উঠোন লেপাপোঁছা করেছে গোবর জলে ; ঘর, দাওয়া। দিন কয় আগে করা আট-কড়াই, খৈ-এর, কুলের, তিলের, শিমের বিচির নাড়ুগুলো হাঁড়িতে হাঁড়িতে গুছিয়ে রেখেছে। সুবল, রওশন, কালী এলেই দেবে। তারপর উনুনে আগুন দেবে ফুলি। হাসের ডিম বাঁচিয়ে রেখেছিল চারটে। ফুলি ঠিক করেছে আজই রাঁধবে। সব দিক সামলে যখন রান্নায় বসেছে তখন কিন্তু বেশ বেলা। প্রথম দফায় মাল ওরা নিয়ে গেছে। ফুলি পড়ি-মরি ভাত-ডাল চড়িয়ে দিল। ডিমের ঝোলও।

দ্বিতীয় দফায় মাল নিতে এল সুবল আর রওশন। সে কী!

এ বেলা কালীর খাওয়া হবে না।

হাটে খেয়ে নেবে ওরা—বলতে বলতে মাল নিয়ে চলে গেল। ফুলি তাকিয়ে রইল ওদের পথের দিকে। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল ওর দেখা। বছরকার দিনটাতে দুপুরে ঘরের খাওয়া কারো কপালে জুটল না। অভিমানী ফুলিরও না।

০

হাটে আনাজ-পাতির ভীড় দেখে পাইকারদের মুখ শুকলো। বুঝলে, রকম ভালো না। সামনের হাটে নিশ্চয়ই কুটোটিও থাকবে না। সবে বৈশাখ, তার উপরে পোড়া কাল-বৈশাখী। যা ছিল সব ঝেড়েঝুড়ে দিয়েছে। এর পরে নিশ্চয়ই আঙুল কামড়াতে হবে। হবেই তো!

হাটে শেষ-মেষ কিছুই পড়ে রইল না। পাইকাররা ভয়ে ভয়ে সবই কিনলে তবে ঢিলে দামে। তা হোক।

আনাজ-পাতি অনেক দর কষাকষি করে পাইকারের হাতে তুলে দেবার পরে কালীর ফুর্তি দেখে কে। ব্যস্. ব্যস্, ভালোয় ভালোয় গা বাঁচিয়েছে। পয়সা-কড়ি বুঝে নিয়ে পা বাড়াতে যাবে, মাসতুতো ভাই আমিনপুরের সনাতন শুধলে, হাতে কিছু থাকল?

কালী খুশিতে মাথা নাড়ে।

ঘরের মাল শুধু হিসাব করলে নাকি?

তা কেন?

বেশ! বেশ! সনাতন মুখ কালো করে পা বাড়ালে। তার বরাত খারাপ। বেশ গচ্ছা গেছে। জলের দামে ছাড়তে হয়েছে হাতে পায়ে ধরে। লাভ ত গেছে, আসলও।

কালী টাকা কাপড়ের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে পিছন ফিরে ডাকলে, শুনে যা।

কে কার কথা শোনে।

সনাতন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। শুক্কুর মিঞা পাশ থেকে বললে, আরে মালের ওর মা-বাপ ছিল না ; তবু যে নিয়েছে সে ওর বাপের ভাগ্যি। ছেড়ে দিয়ে জানে বেঁচেছে, নইলে—

কালী বুঝল সনাতনের খুব গচ্ছা গেছে। সে হাট চুড়ে ওকে খুঁজল। শুধল হরি, দীদার, অনন্ত, কুশা, রাখাল, ইয়াসীনকে। কেউ খোঁজ দিতে পারল না। হয়ত বাড়ী ফিরে গেছে মনের দুঃখে। কিন্তু এত বেলাবলি?

কালী পাঁচমিশালী পো-টেক ভাগা মাছ কিনে সুবল, রওশনের মজুরী বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরল সন্ধ্যের মুখে মুখে।

o

মাছ আনলে যে বড় ? ফুলি চোখ পাকিয়ে তাকায়।

কেন, তোর অপছন্দ ?

দেখোসে কথার রকম ! শুধাই কি, তার জবাব কি। ফুলির মুখ কালো হয়। ঘরে এক কাঁড়ি আনাজ-পাতি।

অমনি মুখ বেজাড়।

ফুলি তবু টুঁ শব্দটি করে না। কালী হাসে। বুঝলি, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছে।

তবু ফুলির রা নেই। সে মাছের পুঁটলী খুলে কুটতে বসে। মৌরলা, পুঁটি, খলসে, বেলের বাচ্চা পাঁচমিশেলী।

কি রে ! হাট কেমন গেল শুধুবি না ?

অগত্যা ফুলি মুখ খোলে, তাতে আমার কি ?

বটে ! বটে ! তয় থাক !

ফুলি টেরা চোখে কালীর দিকে এক পলক তাকিয়ে হাঁটুতে থুতনী রাখে। ভাবটা এই, যেন মাছ কোটা ছাড়া তার আর কিচ্ছুতে মন নেই। কালী আপন মনে বকে, হিসেবটা শুধলে পারতিস। আমার কি ! উঠতে উঠতে বলে, ওই কোণার হাঁড়িতে রাখলুম, ইচ্ছে হয়তো বুঝে নিস্।

বুঝব কি ? ফুলির কথা ফোটে। কথায় ঝাঁঝ।

কালী ঘুরে দাঁড়ায়। বটে ! বটে !

নয়ত কি ? নিশ্চয়ই আসলে হাত পড়েছে। আমি কিন্তু কই, আমার লাগানো টাকা, আর ভিটের ফলের টাকা দুই-ই চাই।

এই কথা ? তবে নে। মুঠো শুদ্ধু টাকা ফুলির দিকে এগিয়ে ধরে। নে, নে, একটা একটা গুণে নে।

এত্তো ! ফুলির হাসিতে মুখ ভাসে।

বেজাড় মুখে কালী বলে, তুই ভাবলি বুঝি সব দিয়ে-থুয়ে খালি হাতে ফিরেছি ? পাইকারের হাতে-পায়ে ধরে গছিয়েছি ?

বললে যে হাট ভাসবে আজ।

সে কি ভাসে নাই। ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এই যা।

ফুলি মাছের আঁশ শুদ্ধ হাত জোড় করে। মুখে বলে, যাও, যাও, রেখে এসো। আর শোনো, হাটে কি খেয়েছ গো ?

কলা মুড়ি। তুই খেয়েছিলি ?

বড় চোখে তাকিয়ে বললে, খাই বুঝি ?

সে কি ! কালী আধকোটা মাছগুলো গামছায় তুলতে তুলতে বললে, আগে হাত ধো, মাছ কোটা এখন থাক। পেট চোঁ চোঁ করছে। নে, তাড়াতাড়ি নে।

o

ঘেন্না ধরে যায় মানুষের হাবভাব দেখলে। ঠিক গন্ধে গন্ধে শকুন উড়বে। যখন দিন

কাটছিল না, রোজ হচ্ছিল না, তখন কৈ কারো ত মুখ দেখিনি। তখন তো কেউ শুধোয় নি, কালীরে, তোর কাজ-কাম নেই, এই ধর, নে। এখন কত কি করে এর জল ওর জল নিয়ে ঘটে ধরছি তো অমনি ওর অসুখ, তার অভাব, ওর দুঃখ, তার অশান্তি। মরে যাই! মরে যাই! সাত-সকালে কিনা সনাতন ঠাকুরপো! বলে, ঘরে মনান্তর। তা বাপু, তোমার ঘরে মনান্তর ত ও করবে কি? না, কিছু ধার দাও। যেন গাছ পোঁতা আছে। চোখ টিপে মানুষটাকে বলেছি, সে সব হবে নাই। সে সায় দিয়েছে। দিলে হবে কি? দুটো ত কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে বেরিয়ে গেল। বলেছে, এনায়েত চাচার ওখানে যাচ্ছে। যাক্। কিন্তু টাকাগুলো?

ফুলি দৌড়ে ঘরে ঢুকে কুলুঙ্গীতে হাত ঢোকালে। না, ঠিক আছে। কদ্দিন ঠিক থাকে কে জানে? ওর কথাই বা কি বলি। নিজেরই নিজের আঙুল কামড়াতে সাধ যায়। এই বীরুর মা খুড়ির কথাই ধরো। ধান ভাঙিয়ে চাল সেই দিলে ত এই দিলে। ছ' ছ' মালা চাল ঘরের মানুষটাকে না জানিয়ে দিয়েছি। এই দেব, এই দেব—আর দিয়েছে! সেদিন মনে করিয়ে দিতেই বলে কিনা, সে কি বউ, ছ' মালা চালের জন্যে এ্যাতো? ওমা, আমার যেন চাষের ধানের চাল! বুড়ির ভাবটা যেন আমার গোলাভর্তি আছে। নিজেদেরই ঠিক মতো চলে না, মুঠো মুঠো লক্ষ্মীর ভাঁড়ে জমিয়ে রাখা চাল কিনা দায়ে পড়েছে বলে দিলাম, এখন হা-কথা না-কথা! এদিনে এক মালা কে কাকে দেয়? সে-দিন তেল বাড়ন্ত হতে ঘরে ঘরে ঢুঁ দিয়েছি, কেউ উপুড় করে নাই। সবার-ই নাকি বাড়ন্ত। বোঝ!

তা খুড়িকে মিনতি করে বললাম, তাছাড়া তোমাদের ছেলেও ত এক রকম ঘরে বসা। ওমা! বুড়ি পলকে গালে হাত দিয়ে বললে, বসা কোথায়? ও'তো আনাজ-পাতি সওদা করছে। শুনি কাটছে ভালো।

তাড়াহুড়ো বলি, কাটছে না ছাই! ধারের টাকা, সেও ঠিকমত ফেরাতে পারে না। বুদ্ধি-সুদ্ধি কম, দরদাম ঠিক ঠিক—

বুড়ি যেন আকাশ থেকে পড়লে। কথা টেনে নিয়ে বলে কিনা, কি যে বলিস বউ, ছে-লের আমাদের বুদ্ধি কম? তুই বড় খাটো করে দেখিস্। না গো বউ না, কালী আমা-দের অতো বোকা নয়, তবে চেঁচায় না, এই যা।

দেখো, কথা ঘোরানোর রকম! একমুখো বুড়ি পাঁচ মুখে জয় গাইছে। ভালো! ভালো! মুখে বললাম, খুড়ি যা বলেছ! তার পরে খুব আস্তে শুধোলাম, তা কাল দেবে ত খুড়ি?

যেই না ও কথা বলা, অমনি বলে কিনা, অত করে মনে করিয়ে দিতে হবে না বউ। ঠেকায় পড়েছি, তুই ঠেকার দিচ্ছিস। ঠিকই দিয়ে দেব। ধান ভাঙালে তোর চাল—

ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি মুখ বন্ধ করাতে পারলে বাঁচি। তা আমি চাইলে ত হবে নাই। লোকের স্বভাব। বুড়ি বক্‌বক্ করতে করতে পথ ধরলে। আমি ভয়ে মরি। যদি লোক জানা-জানি হয়, যদি আর কেউ এসে বলে, ও মা, তুই 'খুড়িকে ছ' ছ'মালা দিতে পারলি, আমরা কি তোর পর?

পর কেন হবে গো, তা না! তা না! —দিতে ত সাধ হয়, কিন্তু দেব কোত্থেকে? থাকলে ত!

ভগবান কি তেমন করে দিয়েছেন যে চাইলেই দিতে পারি ? আমাদের যে নুন আনতে—

০

রোদ্দুর ধক্ ধক্ করছে। বেলা মাথার উপরে। চাদ্দিক জ্বলে যাচ্ছে। মাঠের দিকে, পথের দিকে তাকাতে তাকাতে ফুলির চোখ গেল। এখনো লোকটার ঘরে ফেরার নাম নেই। কোথায় যে গেল ?

বেলা হেলতে হাঁটুভর ধুলো পায়ে ঘরে ফিরল। দরদর ঘাম ঝরছে।

এত বেলা করলে যে ?

ওই সনাতন।

কি হলো ? ফুলির মুখ শুকোয়। কথা দিয়েছ ?

না, না। বলেছি আমার সুদে আনা টাকা তোকে ধার দিব তাও কি হয় ?

কি বললে ?

সে কি ছাড়ে ? হাতে-পায়ে ধরে সে কি কাকুতি-মিনতি। ওতে কি আমি টলি। জোর করে হাত ছাড়িয়ে এনায়েত চাচার ওখানে চলে গেলাম। চাচা শুধোলে, ফল-পাকুড় ত গুষ্টিশুদ্ধ গেছে, এখন কি করবি ?

বললাম, তুমিই বলো।

ইতিমধ্যে চাচী এলো। তোর কথা শুধলে। বললে, সামনের সপ্তাহে একবার আসবে মেয়েকে নিয়ে। ফতিমা এয়েছে কিনা!

ফতিমা এয়েছে ? জামাই ?

ওই আর কি। জামাই এলেই আসবে।

ও। তা চাচা কি বললে ?

বললে, পাড়া ঘুরে মুরগী ধর, ডিম ধর। হাঁস ঠিক পোষাবে না।

বললাম, অত টাকা ত নাই।

অল্প-স্বল্প ধর।

তা চাচা শুদ্ধ ঘুরে দুটো মুরগী সওদা করেছি। ডিম তিনকুড়ি।

তা ঠাকুরপোর কথা বলো নাই ?

বলি নাই আবার! বললে, কালী বাপ, ও-কাজটা করিস না। ধার দিলে একেবারে পথে বসাবি। এ দিন-কালে ধারের টাকা ফেরানো বড় শক্ত।

ঠিক। ঠিক।

আরো অনেক কথা হল। কুদ্দুস, ইসমাইল, মাহবুব ওরাও ছিল। কথায় কথায় বেলা বাড়ল। বললাম, আজ উঠি।

পাড়া ছাড়াতে দেখি সনাতন। তেঁতুল গাছের তলায় বসে বসে ঝিমুচ্ছে। আমাকে দেখে উঠে এল।

বললাম, এখনো বসে ?

বললো, তুমি যে কথা শেষ করলে না।

আমি রেগেমেগে বললাম, শেষ কথা ত বলেই দিয়েছি। আবার শেষ কথা কি ? এ্যাঁ! সত্যি বলছি, আমার ধার দেওয়ার মত টাকা নাই।

তাহলে আমাকে আত্মহত্যে করতে হবে।

সাধ যায় তো তাই-ই কর। বলে পা বাড়াতে যাবো, বল্লে কিনা, তাহলে কথা দাও আমার ছেলে-মেয়েগুলান দেখবে।

মানে?

আমার আর কিচ্ছু নাই। বলেই সে কি হাউ-হাউ কান্না।

কেন? কালকের হাটের টাকা?

হাটেই খুইয়েছি।

মানে?

ও আর শুধিয়ে কি হবে কালীদা, মনের দুঃখে—

মনের দুঃখে! ও বুঝলাম। বোঝ ব্যাপার, নির্ঘাত আঘাটা-কুঘাটায় খুইয়েছে। শুধলাম, তখন ছেলেমেয়ের কথা মনে ছিল না?

মুখে আর কথা নাই।

তা তুমি আবার দরদ দেখাতে যাওনি তো?

না গো না।

ফুলি অবিশ্বাসী চোখে কালীর মুখের দিকে তাকায়। লোকটাকে ত সেও চেনে। নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আমায় গা ছুঁয়ে বলো।

এই ভর দুপুরে তোর গা ছুঁতে হবে কেন?

দোষ কি? কথা না দিলে গা ছুঁতে দোষ কোথায়?

না, আমি তোর গা ছোঁব না।

এই কথা! তবে রইল এই ঘর-সংসার, হাঁস-বাছুর, আমি এ-দণ্ডে বাপের বাড়ি যাব। দপদপিয়ে ফুলি ঘরে ঢুকে যায়। পিছে পিছে কালী! শোন, শোন।

না, আমার শুনে কাজ নাই।

কালী হতাশ হয়ে মেঝেতে বসে পড়ে। তাহলে শোন, নিতু পালের কাছ থেকে ওকে ধার পাইয়ে দিয়েছি।

কি-ই? ফুলির মুখে কে যেন একরাশ কালি ঢেলে দিলে। তুমি জামিন আছ?

হাজার হোক সম্পর্কে ভাই।

ফুলি মেঝেতে মাথা কুটতে বসল। তাই না আরো কিছু! দরদ উথলে পড়ছে। ভগবান, ভগবান, আমার কেন মরণ হয় না, আমায় কেন যমে নেয় না—

কালী থ' মেরে তাকিয়ে থাকে। এক সময়ে চেঁচিয়ে ওঠে, তুই থামবি কিনা?

ফুলি আওয়াজের রকম বোঝে। মুখ তোলে।

কি? মারবে নাকি?

তা কেন?

তাহলে তুমি জামিন হলে যে!

সে দু' কুড়ি টাকা। ঠিকই শোধ দিয়ে দেবে দেখে নিস্।

ফুলি অবাক তাকিয়ে থাকে কালীর দিকে। আঘাটায়-কুঘাটায় যে জাত দেয় সে টাকা শোধ দেবে, না দিতে পারে?

মরা বাপের নামে দিব্যি কেটে বলেছে, আর হবে নাই।

এত বলা সত্ত্বেও ফুলি ভেঙে পড়ে। কিন্তু কি করবে সে, কি করতে পারে? বোকা মানুষটা যে ঠকবে, লোকে যে ঠকাবে, সে ত জানেই। ফুলির মুখ বেয়ে চোখের জল গড়ায়। আঁকুপাঁকু করে কালী। কেন যে মরতে গিয়েছিল!

সে হঠাৎ ফুলিকে ঝাপটে ধরে বলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, আর কখনো হবে নাই।

ফুলির কান্না বাড়ে।

মরা বাপের দিব্যি। আর কারো জন্যে যদি—এই শেষ। তিন সত্য করলাম।

ফুলির কান্না থামে। চোখ মোছে। অস্ফুটে বলে, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলে গো। ও নিতু পাল। সুদশুদ্ধু কড়ায়-গণ্ডায় না পেলে ভিটে-মাটি ধরে টানবে, সে খেয়াল আছে?

কালী বিড় বিড় করে বলে, ছিল রে ছিল। কিন্তু অতগুলান ছেলেপুলের বাপ সনাতনটা যে এমন করবে—ফুলিকে আরো জড়িয়ে নিয়ে বললে, একটা মানুষ ত আজকের মতো জানে বাঁচল। যদি মরে, ভাব তুই, অতগুলান ছেলেপুলে নিয়ে বউটার—জানিস, ছোট ছেলেটা যখন গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঠেকিয়ে ডাকে, জেঠুগো—

কালী-ফুলির চোখের জলের বাঁধন মানে না। কালীর চোখের জল গড়ায় ফুলির কাঁধে, ফুলির চোখের জল কালীর।

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফুলি ওঠে। কালীও। বেলা ভাঙছে। এখনো পড়ে আছে নাওয়া-খাওয়া।

ফুলি ভেজা গলায় বলে, যাও, নেয়ে এসো।

আহ্! ফুলির গলার স্বরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কালী।

o

এ পোড়া বছরে কপালে কি লিখেছে কে জানে! শুরু থেকেই উল্টোপাল্টা। সামাল দিতে দিতে প্রাণ যায়। তার উপরে মরণের হিড়িক কি! যাই যাই করতে আট-দশটা লোক চলে গেল! অবশ্যি সব্বাই বুড়োবুড়ী।

o

এই সেদিন রাত্তির ভারী হবার আগে আবার হরিধ্বনি। রাতের আঁধার চিরে তছনছ। ওকি! আবার কে গেলেন গো?

কালী কান পাতে, ফুলিও। দক্ষিণ পাড়ার দিক থেকেই আওয়াজটা আসছে। আওয়াজের বহর ভারি।

নিশ্চয়ই জাঁদরেল কেউ গেছে। নইলে অত হাঁক।

তা বটে! কিন্তু—

এই তো পরশু দক্ষিণপাড়ার ঘর ঘর ঘুরে এসেছে কালী। কৈ কারো ঘরে তো তেমন ভারী অসুখের চিহ্ন ছিল না। শুনেনি তো!

দেখোসে, আবার কোন বুড়োবুড়ী।

হবেও বা। কিন্তু কে?

পাঁচকড়ির বাপ নিশ্চয়ই নয়। মহীন ঠাকুর্দা, না। বনমালীর কাকা? তা কি করে হবে? উমেশ খুড়ো? হিমাংশুর বাপ? পদ'র দাদু? ক্ষীরোদ মুন্সী? পরানহরির

যা ? কালী কুমারের বউ ?

হরিধ্বনির দাপাদাপি বাড়ছে। একবার ভেবেছিল পাড়ায় গিয়ে কাউকে শুধবে। আবার ভাবলে, এত রাত্তিরে কাজ কি ? হত যদি এ পাড়ার কেউ, সে না-হক দায় ছিল। এ নিশ্চয়ই বেপাড়ার, নইলে ঠিকই শ্মশানে যাবার ডাক পড়ত। নিদেন কাউকে না কাউকে যেতে দেখত। ডাক যখন আসে নাই, তখন নিশ্চয়ই বে-পাড়ার।

ভোর হতেই মুখে মুখে খবর। মরেছে দক্ষিণ পাড়ার নয়, চণ্ডীতলার খগা নায়েবের বউ।

কি! কি হয়েছিল ?

ওই, রক্তের চাপ। মাথায় উঠেছিল।

আহা রে! ভরাভর্তি সংসার ফেলে—

ডাক্তার-বদ্যি ডাকেনি ?

শোন কথা! সে কি আর বাদ রেখেছে? তবু মরণ ডাকলে—

সে ত বটেই। সে ত বটেই।

বড় ভাগ্যবতী ছিল, লক্ষীমতী—

সে আর বলতে।

কালীরও মনে হল সত্যই ভাগ্যবতী, সত্যই লক্ষীমতী—নইলে ধনে-পুত্রে অতো বাড়-বাড়ন্ত হয়! তবে মুখটা—

কালী জোর করে মন থেকে মুছতে চাইল। মরেছে মানুষ, না, না, তার দোষ ধরতে নাই, দোষের কথা বলতে নাই। এ সংসারে নির্দোষ লোকটা কে ?

o

দাওয়ায় বসে আপন মনে একা-দোক্কা খেলছিল ফুলি। বিকেলটা ভাঙতে ভাঙতে ভাঙে না। একবার মনে বলছিল এ-বাড়ি ও বাড়ি যেতে। উঠেও ছিল যাবে বলে। হঠাৎ কেন যেন মনে হল যদি কেউ আসে! যদি—

কে আসবে ? পদ্ম পোড়ারমুখী ?

না, না, ওরা নয়।

হুলো-ভুলো ?

দূর! দূর!

তাহলে ?

অন্য কেউ।

অন্য কে ?

সে যেই-ই হোক। যদি আসত ?

কে আসতে পারে ?

কেন ? ভাই।

আর, আর ?

সোনাদির বর। সোনা ফুলির বড়।

সে বুঝি মাঝে-মধ্যে আসে ?

আসে না আবার ! গেল বছরে তিনবার এল। এবারে ঢুঁ ঢুঁ।

আর কে ?

ফুলির মুখ ক্রমে রাঙা হয়। বলতে বাধে যে !

সে কি ? নাম বলতে এতো ?

না, না—

তাহলে নামটা বল।

বটোকেষ্ট।

বটোকেষ্ট বড়দির দেওর। সেই কাঁচ-কাঁচা বয়সে, আহা রে ! কিনা করত। যেবার দিদির সঙ্গে বাপের বাড়ী আসত, অথবা খবরাখবর নিয়ে, কি না করিয়ে নিয়েছে ফুলি। যখনই যা বলেছে, অমনি এক পায়ে খাড়া। বড় ভালবাসতো।

কি করে বুঝলি ?

ওমা, সে কি ! ও বুঝি বুঝতে হয় ? মন বলতো।

মন বললেই হল ? নির্ঘাত কিছু দিয়েছিস্ ?

মরণ ! মরণ ! ওতে আবার দিতে-থুতে হবে কেন ? না দিলে-থুলে বুঝি বোঝা যায় না ? যায় ?

যায় না আবার ! খুব যায়। আহারে, কেমনটি মুখের পানে তাকিয়ে থাকত সব্বো-ক্ষণ। বড় বোকা। কিন্তু ভারি সোন্দর চোখ।

আর ? আর ?

না, না, গড়ন-পেটনও বেশ ছিল গো। একদিন গা-আঁধারী, কথা নাই, বাত্তা নাই, খপ করে আমার হাত ধরলে। দেখি থর থর করে কাঁপছে।

শুধালাম, হল কি ? ভয় লাগছে ?

অমনি ধরা হাত ছেড়ে দিলে।

এ্যাই ! তা, ও কি এসেছিল ?

সে একবার। আসল, বসল, জল খেল, তারপর চলে গেল। শুধালাম, কেন এলে, তড়িঘড়ি যাচ্ছই বা কেন ?

বলে কিনা, পথে পড়ল, দেখে গেলাম।

তা আর এট্টু বসো।

না, তার বড্ড তাড়া। একবার মুখ তুলে তাকালেও না।

শুধু এই ?

বাহ্, আর কি !

আচ্ছা, আচ্ছা। তা আজ ও আসতে যাবে কেন ?

আসবে সে কথা কে বললে, বললাম, আসলে ভাল লাগত। বলি, পুরনো ভাল-লাগা মন্দ-লাগা কি মনে পড়তে নাই ?

তা কেন ? পড়ুক, মনে পড়ুক।

পড়বে, পড়বে, একশোবার, হাজারবার।

আমের পাতা নড়ে-চড়ে,
তোমার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে—

আচমকা কুকুরের ডাকে ঘোর কাটে। কুকুরটা কাক তাড়াচ্ছে। ওমা, বেলা গেল যে!

o

আকাশে মেঘের আনাগোনা। মাঝে মাঝে ডেকেও ওঠে। যেন চাপা রাগে গজরাচ্ছে। ঐ পর্যন্ত। এ কিছুক্ষণ। তারপরে আকাশ ফর্সা। মনেও হয় না কখনো মেঘ করেছিল।

এদিকে গরমে আম দু-একটা যা ছিল ঝরছে। এমন কি গাছ-পিছু মাত্তর চার-ছ'টা পে'পে, তাও পেকে যাচ্ছে অকালে।

কালীর ঘোরাঘুরি, ছোটাছুটির অন্ত নাই। সে এ-পাড়া সে-পাড়া জরিপ করে ফিরছে। বলতে গেলে যা পাচ্ছে তাই-ই কিনছে। মুরগী, ডিম, ডাঁটা, শাক। ফুলির ভিটেয় ভাঙার মতো কিছু নেই। না-আমড়া, না-কাঁঠাল। কিছু আম কুড়িয়ে রেখেছিল, আড়ালে ঢেলে দিয়েছে কালীর ঝুড়িতে।

দিন-কাল কেমন কেমন যেন!

কালী মুখ তুলে তাকায়, জবাব দেয় না। সর্বাঙ্গ ঘামে জ্যাবজ্যাবে। গামছা খুলে বাতাস করছে ত করছেই।

নাইতে যাও। ফুলি রান্নার বাসনপাতি গুছতে গুছতে বলে।

এই যাই।

o

কালী সুপুরী বাগানের ভিতর দিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে যেতে যেতে দেখতে পায় ছিদামদার আমবাগানে অনেক মেয়ের জটলা। কি হচ্ছে এ্যাঁ। সে ভালো করে তাকায়। দু-পা এগোতেই শুনতে পায় মেয়েরা সুর করে গাইছে—

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা, কে পূজে রে দুকুর বেলা,
আমি সতী লীলাবতী, ভায়ের বোন পুত্রবতী
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না।

সে কি! কালী গামছা কাঁধে দৌড়তে দৌড়তে উঠোন ডিঙিয়ে দাওয়ায় পা রেখে ঘরের ভেতরে মুখ বাড়ায়। কি রে তুই যাবি না?

ফুলি হাঁটুতে মুখ রেখে মেঝেতে আঙুল বোলাচ্ছিল আপন মনে। চোখ তুলল। জল গড়াচ্ছে।

কালী অপ্রস্তুত। না, না, তোর ওখানে গিয়ে কাজ নাই। না, না—কালী দ্রুত পুকুরের পথ ধরে। কানে আসে—

হয়ে পুত্র মরবে না, পৃথিবীতে ধরবে না।

হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া উলু ও কাঁসার শব্দে পাড়াগাঁর শান্ত দুপুর থর থর করে কেঁপে ওঠে।

o

ফুলি রে—

কে ডাকল?

যাই—

৪

হা হা রোদ্দুরে দেশ পোড়ে, গাঁ জ্বলে ; খাল শুকোয়, বিল শুকোয়, পুকুর, দীঘি। শনের খড়ের চালা খনখনে, গনগনে আগুন যেন। এমন কি পড়ন্ত বেলার বাতাসেও আগুনে হল্কা। গায়ের কাপড়ে যেন আগুন লেগেছে এমনি তাত, খালি গায়ে বসবে সে গুড়ে বালি। বাঁশ বনের পাতা নড়ে না, বট-অশ্বত্থেরও না।

লিচু গাছ তলায় পাটি পেতেছে ফুলি। বড় সাধ ওই চান্দিক ঢাকা ছায়ায় দুপুরে গা পাতবে।

কাজ গুছিয়ে সে লিচু তলায় এলো। পাটির ওপরে গা পাততে যাবে—ওমা! পিঁপড়ে যে গাছে উঠছে। সে কি! ফুলি গাছের পাতার ফাঁকে আকাশের দিকে তাকায়। না মেঘ নাই। তবু পিঁপড়ে গাছে ওঠে কেন? নিঘ্যাত বিষ্টি হবে।

ফুলি আপন মনে আওড়ায়:

আয় বিষ্টি ঝেপে, ধান দেব মেপে

বাহ্! বাহ্! ভূমণ্ডলে ধানগাছের বলে চিহ্ন নাই, তা তোর শখ ত মন্দ না। বাপের বাড়ী থেকে ধরে দিবি নাকি?

মরণ! কথার ঢঙ দেখো! তুমি আবার এখানে কেন?

ঘুম আসে না, তাই তোর পাশে বসতে সাধ হল।

বটে! বটে! তাহলে কুটুম এসো, শীতল পাটিতে বসো। এ্যাই, পিঠটা একটু চুলকে দেবে গো!

বাহ্! বাহ্! রস খুব গড়াচ্ছে দেখি।

গড়াচ্ছেই তো! নইলে শুধু শুধু পিঁপড়ে—

তাই তো!

ফুলির হাত ধরে একটানে দাঁড় করিয়ে দেয়। গুটা, গুটা, এক্ষুনি গুটা। পাটি গুটুতে যাবে অমনি টুক করে একটা আম ঝরে পড়ল সিঁদুরপুলি গাছের। ফুলি ছুটে কুড়িয়ে নিলে।

০

ভরা জষ্ঠি মাস।

কালবৈশাখী আগুন ঝরে, কালবৈশাখী রোদে পোড়ে
গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই—

দিগ্‌মণ্ডল জুড়ে আগুন গজরাচ্ছে।

০

হুজুর, মা বাপ। হুজুর, দিন দুনিয়ার মালিক। হুজুর এমন বেদরদী হলে গরীব-গুর্বো বাঁচে কি করে কন তো! দ্যাখেন, ওই গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, ওই পোকা-মাকড়, এসব-ই হুজুর আপনারি ; ঘর-সংসার, সোহাগ-সম্পদ এও হুজুর আপনারি ; —এসব যদি খরায় জ্বলে হুজুর, তেষ্টা নিয়ে, ভুখ নিয়ে মরে হুজুর, আপনিই কন, আপনার

বলতে আর থাকে কি ? এরা না থাকলি হুজুর আপনার দশদিক ভরে রাখবে কে ? কে দিক ডাকবে ? কে বলবে হুজুরের ধনদৌলতের সীমা-সরহদ্দ নাই। হুজুরের মহিমা অপার।

দোহাই হুজুর, আমাদের মিনতি রাখেন। আপনি আকাশ ভরে মেঘ দেন, পাহাড় ধোয়া পানি দেন, মাঠ ঘাট জলা ভাসুক, উপচে পড়ুক গাঙ, পলি পড়ুক মাঠে, ধান ফলুক, জান বাঁচুক। হুজুর, নিজের ছেলেপুলেরে নিজে মারবেন এও কি হয় ? কেউ কি বিশ্বাস করবে ?

ওরে তোরা গলা মেলা। ওরে তোরা গান ধর। মুস্কিল-আসানের কণ্ঠস্বরে আঁধার ভাঙে।

আল্লা মেঘ দে, পানি দে. ছায়া দে রে তুই···

শয়ে শয়ে মানুষের গলায় মিনতি ঝরল। নিবেদন করল তাদের দুঃখ। এ পর পর কয়েক সন্ধ্যেয়।

কিন্তু কোথায় মেঘ ? রাতের আকাশ যদ্দূর চোখে পড়ে রাশি রাশি নক্ষত্রে ছাওয়া, মেঘের চিহ্নও নাই।

আল্লা বড় বেদরদী গো !

কে রে নফরের বাচ্চা, অমন কথা কয় ? বলি, জিভ খসি যাবে না ?

O

বাজার হাটে জিনিস-পত্রের দর চড় চড় করে চড়ছে। নাই বলতে কিছু নাই। ওদিকে পাটের ক্ষেত জ্বলে পুড়ে ছাই। আউসের জমিও রোদ্দুরে পুড়ে হলুদ। ডালের চাষও ফল ধরার আগেই শুকিয়ে গেছে। থাকার মধ্যে কিছু কুমড়ো ধুঁকে-ধুঁকে আছে। ফল ধরেছে ছোট খাট। কদ্দিন থাকে ঈশ্বর জানে।

এদিকে গাছে-টাছে ফলের চিহ্নও নাই। চাদ্দিকে রব, সব জ্বলে গেল, পুড়ে গেল। মরার হাঁস-মুরগীরও ডিম দিতে মানা ?

কালীর মাথায় হাত পড়ে।

অনেক গাঁ পাড়া ঘুরে কিছু তু'তে ধরা কাঁঠাল, কিছু আম-জাম নিয়ে গত দু-হাটে গিয়েছিল। এবারে তাও নেই। পেয়েছে কিছু সজনে ডাঁটা, কুমড়োর তুলসী খাওয়া ডগা, আনারস—তাও আবার গায়ে বাড়েনি, এদিকে রঙ ধরে হলুদ।

যখন সব যায় যায়, হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। পর পর দুদিন। আধমরা কুমড়ো, তরমুজ, শশা, ঝিঙে, চালকুমড়ো আবার গা ঝাড়া দিলে।

দিনকয় পরাণ ঢেলে দিনমজুরী করল কালী। খেতে নিড়েন দেয়া, লাঙল ধরা। কোনমতে সামলেছে। এমন সময়ে ফুলির ঠাকমা এল নাতজামাইয়ের বাড়ী। সঙ্গে ফুলির ভাই তিনু, তিনকড়ি।

ঠাক্মা, তুই ? আদরে আবেগে সোহাগে জড়িয়ে ধরে ফুলি। বুড়ির দম বন্ধ হয়ে আসে। ছাড় ছাড়, অত সোহাগে আর কাজ নাই। দরদ আমার দেখা আছে। বুড়ি ঠোঁট ফোলায়।

ফুলি আবার ঝাপটে ধরে। মনে ছিল ঠাক্মা, মনে ছিল। কিন্তু—

বুঝিরে বুঝি ! নাতীন পাইল জামাই,

পোঁদের কাপড় তুলি লাফায় ।

তোর সেই দশা নাতনী । এখন ঠাক্‌মাকে মনে থাকবে কেন ?

ফুলি জিভ কাটে । মিথ্যে গো মিথ্যে । আসলে এই ভিটে-বাড়ী, ঘর-সংসার—ঠাক্‌মা গো, কার হাতে রেখে যাই । তোর নাতজামাই যে সারাক্ষণ ঘরের বার ।

বটে ! বটে ! আঁচলে বেঁধে রাখিসনে কেন ?

থাকে বুঝি !

সেকি ! অত তোকে শিখালাম পড়ালাম । ফুলিরে, রাখতে জানলে থাকে ।

আবার শিখিয়ে দাও না গো !

ঠিক আছে, ঠিক আছে । তা নাতজামাই কৈ ?

এই আসে ।

ফুলি ঠাক্‌মাকে এনে বসায় । মনে মনে ছোটবেলায় শেখা ছড়া বিড় বিড় করে বলে,

ঠাক্‌মা, ঠাক্‌মা লক্ষ্মীশ্রী
বসতে দিলাম কাঠের পিঁড়ি
বসো ঠাক্‌মা, বসো,
খেতে দিচ্ছি রোসো ।

ফুলি চৈত পরবের খৈয়ের, চিড়ের, তিলের নাড়ু, নারকেলের মোয়া, আট-কড়াই ডালা ভরে ধরে দেয় ।

ওমা, তুই এসব করেছিস ?

তবে কি ! সতীন আছে ?

ওলো পোড়ারমুখী ! সতীন জ্বালার শখ হয়েছে বুঝি ?

কালী ঘরে ঢুকে গড় করলে ।

নাতীন জামাই যে ! এতক্ষণে নাতীনের কথা মনে পড়ল ?

অনেকদিন পরে ভিটে-বাড়ী গম গম করে উঠল কথায়, হাসিতে ।

৩

হৈ হৈ পড়ে গেছে । সেকি সোরগোল । মানুষে মানুষে একাকার । ভীড় কি । চাদ্দিকে কথা আর কথা ।

কালী প্রথমে বুঝ তই পারেনি কি ঘটছে ।

আনাজ-পাতি নেই বলতে কিচ্ছু নেই । দিন মজুরীও না । হঠাৎ সরকারের লোক মাটি কাটার জন্যে লোক নিচ্ছে শুনে কালীও ভিড়ে গেছে । কোদাল আছে, ঝাঁড় আছে । ভাবনা কি ?

পরাণ হরির ভিটের দক্ষিণ কোণাকুনি যে বিরাট বড় টিলা, যেখানে এদ্দিন ভাগাড় ছিল, বুনো জঙ্গল, সেই টিলা নাকি সরকারী খাসের জমি । অনেক আগেই খাস করেছিল । এখন সেই ঢিপি খোঁড়া হবে ।

খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হতেই সরকারী লোক, পড়াশোনা জানা লোক, খবরের কাগজের লোক, এক ইলাহী কাণ্ড । আশপাশের কৌতূহলী লোক ত আছেই । প্রথম পরত

কাটা হলেও কিছু না। দ্বিতীয় পরতেও না। আরো দু' পরত নীচে নামতে প্রথমে ইয়াসিনের কোদালের মুখে শব্দ হল। সেই শব্দে সব কোদাল থামিয়ে দেয়া হল। এবার সতর্কতা। মানে খুব আলতো কোদাল চলবে, দরকারে শাবল চালাবে, নয়তো হাতে নিড়ানী আর ঝাড়ু-ব্রাশ দিয়ে।
প্রথমে দেয়াল বেরোল। বিরাট এক ঘরের পত্তনী ভিত। তারপরে আরো দেয়াল, ঘর, পাঁচীল, সদর রাস্তা, রাজপথ, অলি-গলি, পাতকূয়ো, কিছু হাড়ী-কুড়ি, বাসন-পত্তর, শিল-মোহর, যন্ত্র-পাতি, পাথরের ঠাকুর মূর্তি, তরবারী, পুতুল কত কি! তারপরে বেরোল সোনার মোহর, রূপোর টাকা। যেন কুবেরের লুকানো ভাণ্ডার। ওই ধরে ধরে নাবাল জমি। সেখানে প্রথমে নৌকোর মাস্তুল, খোল, শেষে একশ' দাঁড় এক দশাসই জাহাজের শরীর, মানুষের হাড়, বিদেশী মুদ্রা।

o

কি ছিল এখানে? ও তো লোকে জানত সূর্যের ঢিপি।
কোন্ সূর্য?
কে জানে!

o

সরকারী লোকেরা যেন পাগল হয়ে গেছে। উঠে-পড়ে লেগেছে খুঁড়তে। বেড়েছে শহুরে মানুষের আনাগোনা। এদিকে খুঁড়তে খুঁড়তে একেবারে লোকের ধানী জমিতে। মাথা কুটছে জমির মালিকরা। সরকার নোটিশ জারী করেছে, ভয় নেই, জমির দাম ঠিক ঠিক পাবে। তবে জমি গেল।
হয়েছে কি?
কি আর হবে! সরকারী লোক বললে, অনেক কাল আগে এখানে এক বড় বন্দর ছিল। এখানে ছিল এক মহারাজার রাজধানী। ওই উত্তরের যে নাবাল জমি দেখছ, মাইল মাইল চলে গেছে, ও ছিল বড় নদী। দক্ষিণের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, ও ছিল সমুদ্র।
ওখানের ওই ডাঙায় সমুদ্দূর ছিল? সে কি!
ছিল, ছিল। দিনে দিনে পলি জমে সমুদ্র সরে গেছে আরো দক্ষিণে।
সে কদ্দিন আগে?
পাঁচশো, সাতশো, হাজার বছর আগে। হয়ত বেশী, হয়ত কম।
তখন এখানে কারা থাকত?
তোমার আমার পূর্ব-পুরুষরা। আমাদের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা।
সে কি?
হ্যাঁ, তাদের দেশ-বিদেশ জুড়ে ব্যবসা ছিল, বাণিজ্য ছিল। ওদের ধন ছিল, ধান ছিল, রূপসী রমণী ছিল। ওদের হাতের-পায়ের দাপে-তাপে মেদিনী কাঁপত। ওদের—
কি? কি?

> এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সব চেয়ে সুন্দর করুণ :
> যেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকুপী ঘাসে অবিরল;

সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল ;
সেখানে ভোরের মেঘ নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ ;
সেখানে বারুণী থেকে গঙ্গাসাগরের বুকে,—সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল ;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে ;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার : এ-বিশাল পৃথিবীর কোন নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো—বিশালাক্ষী দিয়েছিলো বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

O

ঠাক্‌মা! ঠাক্‌মাগো! শুনছো, ওরা কি বলাবলি করছে? বলছে, ওখানে এক সূর্য-কেতু রাজা ছিল ; তাঁর ছিল শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা দুই রাণী ; তাদের ছিল লালকমল, নীলকমল দুই ছেলে। হাতী শালে হাতী ছিল, ঘোড়া শালে ঘোড়া। হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত, শ'য়ে শ'য়ে জাহাজ, মাঝি-মাল্লা-সারেঙ, লোক-লস্কর। দূর-দূর দেশে দিশী মালপত্তর বয়ে নিয়ে যেত, নিয়ে আসত বিদিশী সোনা-দানা, মণি-মুক্তো, হীরে-পান্না। ঠাক্‌মাগো, সারা দেশ জুড়ে মণ-মণ সোনার ধান ছিল, অঢেল ধন ছিল, অঢেল সুখ। এমন পোড়া অভাব ছিল না, এমন দুঃখুও না। বউ-ঝিদের সোনার বরণ অঙ্গের রূপের ঝলকে দিক মাতাল হত। তাদের দীঘল চুলে বাঁধা থাকত কালো-কুলো মেঘ, তাদের ডাগর-ডোগর চোখে টলমল করত দীঘি। তাদের চলনে-বলনে লক্ষ্মশ্রী কথা কয়ে উঠত।

সেই যে এক গপ্পে আছে না, বর্ষার শেষাশেষি এক আশ্বিনী কোজাগরী পূর্ণিমে রাতে, যখন আকাশ ফেটেফুটে জোছনা লুটচ্ছে ভুঁয়ে, থাক্ থাক্ হাটুঝুল সাজানো চুলের এক মেয়ে মাঠ চিরে হেঁটে এলো এদিক পানে—যে দেখে সেই-ই বলে, কাদের মেয়ে গো, কোন্ গাঁয়ে ঘর,—এমন সর্ব-সুলক্ষণা, সুন্দরী—এত রাতে একেলা—কোথায় যাবি মা?

কোথায় আবার যাবো? কথা ত নয় যেন মুক্তো। বললে, আমি ত অনেক দূর পাড়ি দিয়ে তোমাদের দেশে এলাম গো!

এ-দেশে এলে! ওরে তোরা উলু দে, শাঁখ বাজা। এসো মা এসো, আসন পিঁড়ি বসো। মেয়ে তার দুই পা ফেলে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। যেখানে পা ফেলছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ফুটছে সহস্র দল সোনার পদ্ম। তার লম্বা আঁচল ছিল ছড়ানো। যেখানের মাটি ছুঁয়েছে সেখানেই সবুজ। সে সবুজ মাঠ জুড়ল, বিল ঢাকল।

বউ-ঝিরা অবাক মানে। শুধয়, ও কি? ও কি?

ওই যে সবুজ আঁচল বিছিয়ে দিলাম, অঘ্রাণে দেখিস্ সব হলুদ বর্ণের সোনা হয়ে যাবে। তখন তোরা কুড়িয়ে নিয়ে গোলায় তুলবি। অভাব, অসুখ আর কিছু থাকবে নাই।

গোলা কি গো ?

তাও জানিস না! শস্য নামের সোনা ধরে রাখার পাত্তর।

তাই নাকি!

সেই থেকে ঘরে ঘরে গোলা বসল। ধানের গোলা। অভাব রইল না, অসুখ রইল না। লক্ষ্মী গ্যাঁট হয়ে আসনপিঁড়ি বসলেন। বসেই রইলেন।

তারপর ?

তারপর দিন যায়, মাস যায়, বছর বছর। একদিন এদেশে পর পর নানান ভিনদেশীরা এলো। সাদা, হলুদ, লাল।

তারপর ? তারপর ?

হায়রে! সেই সুন্দরী, সুলক্ষণা মেয়েটি মরে গেল ওদের অকথ্য অনাচারে। তাকে যখন সবাই মিলে চিতেয় তুললে, তখন কোথায় সেই মেঘবরণ হাঁটুঝুল চুল, কোথায় চাঁপা ফুলের গন্ধ রঙের শরীর! তার ওই রাতুল চরণ ফেটেফুটে চৌচির। অনেক কষ্টে যখন চিতে জ্বলল, তখন ডালের পাখী গান ভুললে, মানুষ ভুললে সুখ; দেশটা হাহাকারে অভাবে উচ্ছন্নে গেল। এখন আর সেই শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা কোথাও নেই; নেই সেই লালকমল, আর নীলকমল। রাজ্য গেছে, রাজ্যি গেছে, বাণিজ্যও; সোনা-দানা-লোক-লস্কর। আকাশের নীচে ক্রোশ ক্রোশ ছড়ানো দেশটা শুকিয়ে একেবারে চিমসে হয়ে গেছে। এখন আর—

নাতনী, তোর রাঙা গপ্পে যে বেলা ঢলে। বলি, উনুনে আঁচ দিবি কখন ?

তাই তো—

ফুলি তড়িঘড়ি ছোটে। রোদ্দুর যে চৌকাঠ বেয়ে উঠল।

o

খোঁড়ার কাজ দিন পনেরো হতেই ফুরলো, দিন-মজুরী মুড়লো। আবার সেই ঝুড়ি মাথায় পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা। কালীর ফুরসুৎ নেই। ফুলির ঠাক্‌মার সঙ্গে বসে যে দু'দণ্ড গপ্প করবে তারও বা সময় কোথায়? দিনে-মানে ঘোরাঘুরি, রাত্তিরে যা বসা। ঠাকুমা বলে, আমরা এলাম তো তোমার ভার বাড়ল নাতজামাই।

ওকি একটা কথা হল। কেউ ত ছিল না, বড় মন-মরা কাটছিল, তুমি তিনু এলে, ঘর ভরল। ফুলির হাসি দেখোসে।

বটে! বটে! তা'লে আর নড়ছিনে এই বলে রাখলাম।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। থাকো যদ্দিন থাকতে সাধ যায়। বাধা দিচ্ছে কে ?

তাই নাকি! তা'লে নাতনীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে কি করে? ঘর ত সেই একখানা।

গাইয়ে-গোয়ালার সড় থাকল ঠাকুমা, রোখে কে ?

বাহ্! বাহ্! তা নাতজামাই, এদ্দিনে একবারও দেখা হয়েছে ?

সে তোমার নাতনীকে শুধোও।

ফুলি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসে।

ওলো মণিপুরী, ঠাক্মাকে ঠকিয়ে তলে তলে—
সাধ যায় তো তুই শো। হাসতে হাসতে বলে ফ্লি।
কি জামাই, হবে নাকি ?
কালী হেসেই ব'লে, তেমন তেমন ইচ্ছে হলে ফিরিয়ে দেব সে কে বলেছে ?
ওমা ! কথা শোনো ! এই বয়সে আমাকে কি আর মনে ধরবে ? তা নাতজামাই, এতোই যদি, নাতনী আমার কোলে পায় না কেন ?
সে তোমার নাতনী আর নাতজামায়ের কপাল।
নাকি তোমার ম্রোদ নাই ?
শোনরে ফ্লি, আজ ঠাক্মার একদিন তো আমার একদিন, এই ব'লে রাখলাম। তুই কিন্তু আবার বাগড়া দিসনে যেন !
বুড়ি খিক্ খিক্ হেসে বলে, আমার কি আর সেদিন আছে নাতজামাই। সে এক কাল ছিল। যখন তোমাদের দাদু—
বুড়ী তার কালের গল্প শুরু করে।
জানিস লো, বিয়ে যখন হল তখন আমি দশ বছরের খুকি। দু' দুটো সতীনের ঘর। বড় ত ইয়া ডাগড়াই, আমার মার বয়সী। মেজ'র গড়ন-পেটন ভাল। আমি ঐটুকুন মেয়েটি, শুনি, ও-বয়সে বার-সাতেক হাট-ফেরতা বাপের বাড়ীর লোকের সঙ্গে পালিয়েছিলাম। তার জন্যে কত মারধর, বকাঝকা। তা বড়ো বড্ড ভালবাসত। নিজের মেয়ের মতো দেখত। সাজিয়ে-গুছিয়ে দিত। মেজ'র উপর রাগ ছিল কিনা ! তা দেখতে দেখতে ডাগর-ডোগরটি হয়ে গেলাম। যে দেখে সে তাকায়। তোদের দাদ্ ত তখন পেলে গিলে খায়। আমিও ধরা দিলাম। দিলাম কি, দিয়েই ত ছিলাম। কোলে এল ফুলির বাপ। তারপরে পর পর সাতটি ছেলে-মেয়ে। দ্ দ্টো ছেলে অকালে যমে নিলে। রইল পাঁচ মেয়ে এক ছেলে।
বড়দির ঘরে পাঁচ, মেজদির সাত। বোঝো ব্যাপার ! মাঝবয়সী মান্ষটাকে মনেই হত না বয়সে হয়েছে। সকাল সন্ধ্যে দুসেরী ঘটির দুই ঘটি দুধ। ভাত নিত চার বার। একবার না বাজী লড়ে সাত সের চিড়ে আর পাঁচ সের দই খেয়েছিল এক সের গুড় সমেত। দশাসই চেহারা ছিল, খেতেও পারত। তিন তিনটে ডাকাবুকো মেয়ে-মান্ষকে কোলভর্তি ছানাপোনা দিয়ে আবার এদিক-ওদিক করত।
সে কোথায় ?
কোথায় না ? পাড়ায়, বেপাড়ায়, বাজারে, গঞ্জে। সোমত্ত মান্ষের গলায় ঝোলার মত মাগীর ত আর অভাব ছিল নাই।
তা তোমার রাগ হত না ?
হলেও করি কি ? ঘরে দ্ই সতীন আছে না ! না হয় বাইরে আরো দ্-চারজন রইল। তা মান্ষটা ত খেদ রাখছে না কারো। বিষ মেরে ছাড়ছে। সে এককাল ছিল নাত-জামাই।
আয়ও ছিল বলো। রোজগার-পাতি না থাকলে—
তা আর ছিল না ? কত আয়। জমি-জিরেত ছিল কতো। সাত লাঙ্গলের চাষ। দ্ই ফসলী জমি। ফলন হত কতো ! খাটতেও পারত ! একজনা দশজনার সমান।

তার ওপর নজর ছিল কি! পান থেকে চুনটি খসতে পারত না। এমন ছিল মেজাজ। দেশ গাঁয়ে মান্যি করত কতো? অমন কাজ পাগল লোক তাই না লক্ষ্মী বাঁধা ছিল!
তা সে সব জমি-জিরেত—
মুখের কথা টেনে নিয়ে বললে, লোকটা চোখ বুজতেই সুরু হল বিবাদ। সালিশী, মামলায় তছনছ হল সব। এ ও থাবড়ে নিলে কিছু। তারপরেও যা রইল তাও যদি নিজেরা দেখত! সে গুড়ে বালি। কাজে-কম্মে সব্বাই লবডঙ্কা। বাবু। কেউ গেল শহরে, কেউ বন্দরে। সব ছারেখারে গেল।
বুড়ি হায় হায় করে। কি দিন কি হয়েছে নাতজামাই। কপাল! কপাল! পোড়া চোখে এও দেখতে হল। হাত ছোঁড়ে, পা ছোঁড়ে। বলে যমেও নেয় না যে!
একি একটা কথা হল ঠাকুমা। দিন ত বদলায়।
তা বলে এমনটি?

o

পুরো জষ্ঠি মাসে সেই যে দুদিন বৃষ্টি হল, আর বৃষ্টির দেখা নেই। আদিগন্ত মাঠ মড়ার মতো চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কোথাও নড়চড়নের কোন চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে, ধুলিঘূর্ণি। চোখ পেতে চোখে জ্বালা ধরানো ছাড়া কিই বা করার আছে। পুকুরগুলো শুকিয়ে গেছে, জল নেমেছে হাঁটুরও নীচে, দীঘিতে কোমর জল। কি যে কপালে আছে কে জানে!
তিনকড়ি আগেই চলে গিয়েছিল। ফুলির ঠাকুমাকে রেখে এসেছে কালী।

o

দিন যায়, রাত যায়।

o

এনায়েৎ চাচার শরীর গতিক ভাল না। ফুলি শুদ্ধু গিয়ে দু' দুবার দেখে এসেছে। বুড়োর হাঁপানী ছিল, এ ক'দিন বড্ড বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। দম ফেলে দম নিতে দম বন্ধ হয় বুঝিবা! হরদম বুক মালিশ চলছে। শেকড়-বাকড়ের রস খাচ্ছে নিয়মিত। বদ্যি, হাকিম অনেক হল। কিছুতে কিছু হচ্ছে না। হোমিপাথিও হয়েছে, সুঁইও নিয়েছে। হাল সেই একই।
কালী একটি ধন্বন্তরী মাদুলী বেঁধে দিয়েছে বুড়োর ডান হাতে। নিত্যি দিন মাদুলী ধোয়া জল খেতে বলেছে। খেয়ে দেখুক। বদ্যি বলেছে, নিঘ্যাত কাজ হবে।
ও জন্যেও বটে, বাজার-হাটের জন্যেও বটে, কালীর মন ভাল নেই। ফুলিরও না। সারা ভিটে চুঁড়েও হাটে দেবার মতো কিছু জোটে না। ফুলির জমানো সম্বলে টান পড়ে। অথচ সামনে বর্ষা আসছে। ভরা ভর্তি বর্ষা নামে ত পরাণে বাঁচবে। যদি না নামে?

o

ফুলি, ফুলিরে—
ওমা, অবেলায় কে ডাকা-খোঁজা করে! কে?
মুখে সাড়া দেয়, যাই—

৫

দিকবিদিক আচ্ছন্ন করে মেঘ জমেছে আকাশে। বাতাসে জলো আমেজ। নিশ্চয়ই কোথাও বৃষ্টি নেমেছে। এখানেও নামল বলে। কিন্তু মেঘের তুলোট চেহারা দেখে বুড়ো-বুড়িরা ঠিক সায় দিলে না। বলাবলি করলে, এ ঠিক বৃষ্টির মেঘ নয়। দেখছিস্ না, কত উপরে, আর কেমন ছাড়া ছাড়া। এ মেঘ রাগী বটে, কাঁদুনে নয়।

দু একবার ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি পড়ল না-পড়ার মতন। ধরণটা ইলশেগুড়ি। ওই পর্যন্ত। ঝুপ-ঝুপিয়ে নামার কোন লক্ষণই নেই, নামলও না; অথচ পুরো তিন তিনটি দিন তেমনি গুমোট কাটল। চারদিনের দিন একটু জোরে বাতাস বইতেই মেঘ উধাও, আকাশ ফর্সা।

সমুদ্রে কোথায় চাপ ধরেছিল তারই জন্যে মেঘের এত ঘনঘটা। তবে খবর আছে,-জোর বিষ্টি হয়েছে পূবে-দখিনে। সেখানে নাকি সব তছনছ করে ছেড়েছে। একেবারে বানভাসি।

ওই-ই মজা! দিলেন ত ডুবিয়েই দিলেন, না দিলে ফক্কা।

এ বছর এদিকে নির্ঘাৎ খরা।

রকম কিন্তু তাই-ই। মোদের মার ভাতের কিস্তু।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব বেটা একেবারে নকুল আচার্যির চেলা, আষাঢ়েই বছর গুনছে।

যা বলেছ!

o

এনায়েৎ চাচার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে। টানের বহর দেখে মনে হচ্ছে ডাক এলো বলে। ছেলেদের ছুটোছুটির অন্ত নাই।

খালেক মালেক ফরিদ প্রাণপণ করছে। ফতিমা আগেই এয়েছে। ফরিদা নূরবানুকে খবর দেয়া হয়েছে। ওরাও এল বলে।

এরই মধ্যে বেয়াড়া ঘটনা ঘটেছে একটা। আনোয়ারাকে তার তেজবরে বর হঠাৎ তালাক দিয়েছে। তিন তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে উঠে এসেছে বাপের ভিটেয়। প্রথমে সবাই ভেবেছে বাপের অসুখ দেখতে মেয়ে এয়েছে। কিন্তু জামাই? কোন কথাই খুলে বলছে না আনোয়ারা। খালেক মালেক ছুটে এয়েছিল কালীর কাছে। মরার মুখে বাপকে ফেলে আনোয়ারার শ্বশুর বাড়ী যাবার ফুরসুৎ নাই। গেলেও কাজ হবে মনে হয় না। বরং কালী ওদের জন্য এ কষ্টটুকু করুক। নিদেন মোড়লের কাছ থেকে জেনে আসুক ঘটনাটা কি?

কালীর হাতে কাজ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই রওনা দিল।

o

জলিল মিঞা জবরদস্ত লোক। ওর মুখোমুখী হবার সাহস কালী করেনি। প্রথমে তোরাব মৌলভীর সঙ্গে দেখা করল, পরে কাদের মোড়লের।

জলিল মিঞার অভিযোগ তার প্রথম পক্ষের ছেলে আবুর সঙ্গে আনোয়ারার বদ সম্পর্ক আছে। হাতেনাতে ধরেছে জলিল মিঞা।

জলিল মিঞা পয়সাওয়ালা, দেশগাঁয়ে মান্যিগন্যি। তার মুখের কথা ষোল আনা মিথ্যে হলেও সত্যি, সত্যি হলে ত সাপের পাঁচ পা। ওর মুখের কথা উড়িয়ে দেবে সে সাধ্যি মোড়ল-মৌলভী কারুরই নেই। ঘাড়ে মাথা কটা? তাছাড়া এতো ঠিক, যে দিন ঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকেই আবু গাঁ ছাড়া। এ কি মতলবের পালানো, না কি সত্যি পালিয়েছে সে আন্দাজে সাধ্য কি! সবটাই ত জলিল মিঞার ব্যাপার! না পারে কি? হয়ত দেখগে, দেনার দায়ে মেয়ের বাপেরা হাতে-পায়ে ধরাধরি করছে। দেশে ত তেমন বাপের অভাব নাই!

তা আপনাদের ত চার সাদী ফরজ। আনোয়ারা শুদ্ধু জলিল মিঞার বিবির সংখ্যা ত তিন।

ঠিক বুঝ পাচ্ছি না।

তা বলে দেন-মোহরের ফয়সালা?

সে কিছু হবে মনে হয় না কালী ভাই। মজলিশ সাফ বলে দিয়েছে, অমন না-পাক মাগীকে কিচ্ছু দেবে না।

মেয়ে.ছলেটা না হয় নচ্ছার, তা মিঞার দৌলতে গজানো ছানাপোনারা?

মজা তো সেখানেই। মিঞা বলছে, ওগুলো যে তার, তার ঠিক কি?

তা'লে কাদা ঘাটতেই হয়।

সে মুরোদ যদি রাখো ত কথা নাই! দেখো কি করতে পার।

মোড়ল সরে পড়েছে। কালীর আর কিচ্ছু করার নাই। তিন ক্রোশ উজান, তিন ক্রোশ ভাটি, এই জলে-কাদায় তাকে ডিঙোতে হল।

o

এ নতুন কিছু নয়। ঘরে ঘরে ঘটছে। মানুষ অমানুষ হলে যা হয়। আর সমাজ ত ওই মানুষেরই গড়া। নইলে আমিনপুরের ফয়জল, জাত কসাইয়ের বাচ্চা, এ পর্যন্ত আঠারোটি মেয়েমানুষ ঘরে তুললে ছেচল্লিশ বছর বয়সে! কোনোটা তের, কোনোটা তেতাল্লিশ। সবটাই পয়সার খেলা। বিবি এই ধরে এই ছাড়ে। সমাজ তার কিচ্ছুই করছে না। এই তো সেদিন শুনলাম মেজটাকে আবার তালাক দেবে। কোন বুড়োর সঙ্গে নাকি পাকাপাকি হয়ে গেছে। টাকা নিয়েছে এক কাঁড়ি। ওটাকে ছেড়েই সে বিয়ে করবে তোরাবের তের বছরের ভাইঝিকে। কথা পাকা। নগদে সাত শো দেবে। কে যে কসাই না? কাঁচা মাংসের এমন হরির লুট!

এ শুধু মুসলমানের ঘরে তা না। হিন্দুর ঘরেও কি কমতি আছে? তবে ওই তালাকটি নাই। মর্জি হল ছেড়ে দেবে ওটি চলছে না। তবে খেতে না দিয়ে, মারধোর করে নিত্যি তাড়াচ্ছে না। মেয়ের পক্ষে জোর থাকে তো খোরপোষ আদায় করছে, না থাকে গড়াতে গড়াতে গঞ্জের হাটে, না পারে পাড়ায় লোক বসাচ্ছে। এই ত সেদিন পুরুতপুরের সুবলের বাপ ছেলেদের পৃথগন্ন করে দিয়ে নদীয়ার বোনটাকে বিয়ে করলে না। বয়সের ফারাক দু'কুড়ি। তাও বা কেন, ওই গত পরশুদিন আশীর ঘাটের মড়া পনেরর কচি খুকি ধরে আনলে। আরে অনন্তর খুড়ো লক্ষ্মীর কথা বলছি। কে কি করলে? পাড়ার ছেলেরা পিছনে লাগতেই বাপ-খুড়োরা তেতে লাল। আসলে হাত পাতলে বুড়ো ধার দেয়। ব্যস. সাত খুন মাপ।

খালেক মালেক সব শুনে বলেছে, নসিব ভাই নসিব, নইলে এই সময়ে গজব। কালী সান্ত্বনা দিয়েছে এই বলে, আগে চাচা সেরে উঠুক তারপরে দেখা যাবে। দেশে কি মানুষ নাই ? শালাকে—

খালেক অতি কষ্টে হেসেছে। বলেছে, মানুষ বলতে ত ওই পয়সা ওয়ালারাই। ওদের—

আমি হলে খুন করে ছাড়তাম।

দুর পাগল! ক'টাকে খুন করবি তুই ?

সত্যিই তো!

o

ফুলি নিজে থেকে বলেছিল, সে দিনকতক বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে আসবে।

হ্যাঁ গা, যাই, ঘুরেই আসি।

হঠাৎ ? কালী ফুলির দিকে না তাকিয়ে শুধিয়েছিল। এ তোর মনের কথা ?

বা রে, মুখের হবে কেন ? কদ্দিন যাইনি ? সেই—

সত্যি! সত্যি বলছিস ? চোখ তুলে শুধতেই ফুলির কোন কথা নাই। একেবারে বোবা।

বুঝিরে বুঝি। আমিও ত ভাত খাই নাকি!

এই দেখো, কি থেকে কি ? ফুলি দাওয়া থেকে ঘরে ঢোকে।

কালী কি করবে, কি বলবে হদিস পায় না। পুঁজির কটা টাকা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এখন তাতে যদি হাত পড়ে তাহলে ? সারা বছর সামনে পড়ে। এদিকে এনায়েৎ চাচার ওই হাল। হত্যে দিয়ে পড়লেও কারো হাত উপুড় হবে না। সে গুড়ে বালি।

এক কাজ করলে কি হয় ?

কি গো ?

যদি এখানের মাল নিয়ে শহরে যাই।

শহরে ? সে কি! তার তুমি কি চেন ?

বা রে! আমি একবার গেছি না। সেই পূজার সময়।

সে কোন নাবালক বয়সে একবার গেছ। সে কি আর—

তা বটে!

মাল থাকলে এখানে কি খদ্দেরের টান ?

তা কেন ? লাভ বেশী হত।

লাভ হত না ছাই! খরচা নাই ? থাকা, খাওয়া, ভাড়া ? না গো, শহরে গিয়ে কাজ নাই। শহরের লোক ভাল না। কে যে কখন—

সে অত সোজা ? তবে হ্যাঁ, খরচা আছে। দেখি—বলতে বলতে উঠে পড়েছিল কালী কিছু একটা ত করা চাই।

যদি জমির দালালী করতে-পারত। ত বার দুই খবরাখবর করেছিল, সুবিধে করতে পারেনি। খদ্দের ছিনিয়ে নিয়েছে বলাই আমার ইমারৎ। ঠিকমত কথার বোলচাল চালতে পারেনি, খদ্দের পিছলে পিছু হটেছে। আসলে দর কমানো-বাড়ানোর কায়দাটা

তার রপ্ত নয়। হবে কি করে? কথা বলার ঠাঁট-ঠৌট তার অজানা। সাদা কথায় কি দালালী চলে?

হঠাৎ ছপ্পড় ফুঁড়ে সুযোগ এল। হরেন মল্লিকদের ভেড়ীতে লোক নেবে।

কালী দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এল।

মল্লিকদের ভেড়ীতে কাজ আছে, নেব?

সে ত সেই আবাদে।

বাহ্ কাজের জন্যি যেতে লাগবে না?

তাহলি ঘরে?

তাই ত! কালী যদি আবাদে কাজে লাগে তাহলে বাড়ী-ঘরে কে? একা ফুলি কি করে ঘরে টিকবে?

যদি তিনুকে নিয়ে আসি?

সে কি! ও আসবে কেন? ওদের নিজের চাষ আসে না? গাই, বাছুর—

তাহলে?

কালী হন্যে হয়ে খুঁজেও কোন দিশা পেলে না। যদি পদর মা পিসিকে বলি, নিশ্চয়ই বাড়ী-ঘরে থাকবে, কিন্তু খোরাক? সেই ত এক কথাই হয়ে গেল। না, কালীকে এখানেই কিছু খুঁজে নিতে হবে।

o

আষাঢ়ের মাঝামাঝি বৃষ্টি নামল। হুড়মুড়ে বৃষ্টি। চাদ্দিনেই মাঠ টইটম্বুর। কথায় আছে না, খোদা যখন দেয় আসমান চিরে দেয়। তা আসমান ফেটেছে। লাঙ্গল নামতে তর সইল না। লাঙ্গল ধরার কাজ পেয়ে গেল কালী

বীজ ধানে জ'াক দেয়া হয়েছে। ফাটল বলে। ওদিকে বীজের জমি প্রায় তৈরী। বীজের শেকড় গজাতে যা দেরী।

আসলে জাত চাষার ছেলে কালী। বাপ ছিল ভাগচাষী। চাষে যে ভাত সে কালীর জানা। কিন্তু সে দিন-কাল আর নাই। থাকলেও কালী নাই। সেবারের মড়কে বাপ, মা, দুই বোনের মরণ ডাকল। হালের বলদ গেল, কাঁস-পেতল গেল, রূপোর গয়না-পত্তরও। ভিটেতেও টান ধরেছিল, মরতে মরতে রেহাই মিলল। তারপরেও অন্যের লাঙ্গল কিনে ভাগে চাষ করেছিল, পোষাল না। একা একা কি চাষ ওঠে? তার উপরে ধানের খড়ের ভাগ নিয়ে বাঁধল গোলমাল, কালী লাঙ্গলের ফালের মাথা ঠুকে দিন-মজুর হয়ে জানে বাঁচল।

না, সুরুতে মাস মাইনের লেগেছিল ঘোষ বাড়ীতে। বড্ড ঝক্কি। হঠাৎ বিয়ে হতেই মাসের পাট চুকিয়ে দিয়ে দিন-মজুর। রান্না-বান্নার লোক হয়েছে, ভিটে-মাটির খবরদারী চলছে দিন-রাত্তির, এখন পরের বাড়ীতে সব্বোক্ষণ বাঁধা থাকা ধাতে সইল না।

আসলে ফুলি কালীর লক্ষ্মী। গেরস্থ ঘরের মেয়ে, করে-কম্মে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা-থাকাটা স্বভাবে। ফলে ভিটে-বাড়ীর চেহারা ফিরল, কালীরও। কিন্তু সে সুখ আর কদ্দিন। চাষ বন্ধ হলে কাজ বন্ধ। অন্য কাজ ত ঠিক মত জানত না। দায়ে পড়ে তাকে অনেক অনেক কাজ শিখতে হল। ঘরামীর কাজ, গাছ কামানো, ভিত কাটা,

এমন কি রাজমিস্ত্রির যোগাড়ের কাজও। মাঝে কিছুদিন রিক্সাও ঠেলেছে। বাজে রাস্তায় রিক্সা দৌড়ানো সে কি খাটনী। তার উপরে কুচকীতে বুকে যন্ত্রণা। ছেড়ে বেঁচেছে। শেষতক্ আনাজ-পাতির সওদা। সেও ভগবানের খরায় লাটে উঠল।

o

তবে হ্যাঁ, বর্ষা ঠিকমত হলে আবার দিন ফিরবে। মাঝের এ কটা দিন যা কষ্টের। কালী সেদিন ফুলিকে বলছিল, তুই বাপের বাড়ী যাবি বলছিলি, এ ফাঁকে চলে যা। এ কদ্দিন ত আমি চাষের কাজে আছি। আবার সওদায় নামলে ফিরে আসিস্।

ফুলি কালীর কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ে। সে কি! কবে বলেছি গো?

বাহ্, সেই তখন বললি না?

বলেছি বুঝি! হবে। তা সে এখন গিয়ে আর কাজ নাই, এই ঝড়-বাদলে।

বাপের বাড়ী যাবি, তার আবার ঝড়-বাদল!

শোনো কথা! ঝড়-বাদলায় বাপের বাড়ী! না, আমার সাধ নাই।

তোর সাধের ও বলিহারি বাপু! কখন যে কি!

কথার রকম দেখো। কালীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অত কম বোঝার লোক তুমি নও। বোঝ সবই, তবে ভাবটা এমন করে যেন কিচ্ছু বোঝো না। সে আগে আগে মনে হত, দুঃখুও। মনে মনে বলতাম, বাপ এত দেখে শুনে কার হাতে দিলে, গতর খানা ডাগুর, কিন্তু বুদ্ধির চাগুর।

তা এখন কি? কালী মুখ তোলে।

মরণ! এই ভর সকালে পোড়া মুখের সুখ্যাত শুনতে হবে, না? ওদিকে আমার যলে মরার ফুরসুৎ নাই। গোয়ালে বাঁধা গরু, খাঁচায় বাঁধা হাঁস, পড়ে রয়েছে রাজ্যির কাজ— না হয় একটু করলি।

বটে! বটে! অত সোহাগের কাজ নাই। আমার বলে—

থাক! থাক। কোচড়ের মুড়ি চিবোতে চিবোতে কালী উঠে পড়ে। ঘোষেদের তিন বিঘেতে লাঙ্গল দিতে হবে আজ।

o

এনায়েৎ চাচার অবস্থা এই যাই, সেই যাই। আনোয়ারার বড় ছেলেটার মুখ থেকে সব শুনেছে চাচা। সেই থেকে গুম। শরীর গতিক খুব খারাপ, যে কোন ক্ষণে দমবন্ধ হতে পারে।

সেদিন বেলাবেলি কাজ থেকে ফিরতে ফুলি বললে, খালেদ এয়েছিল দুপুরে। চাচা তোমাকে কাজ থেকে ফিরলেই যেতে বলেছে।

দে, তা'লে ভাত দে।

কাদা পায়ে কালী ভাত গিলল।

o

বর্ষার বেলা মেঘে ঢেকেছে। মনে হচ্ছে বুঝিবা সন্ধ্যে হল। বাতাসও ভিজে ভিজে। নির্ঘাৎ আর এক পশলা হবে। কাদা পথ মাড়িয়ে কালী মুসলমান পাড়ায় ঢুকল তেঁতুল

তলা দিয়ে। কালীর চলন দেখে মুর্গীগুলো ছিটকে গেল। রওশনের বউটা গা লুকলো বেড়ার আড়ালে। কালী চাচার উঠোনে পা দিলে।

দাওয়া ভর্তি লোক। পাড়ার হিন্দু-মুসলমান অনেকে এসেছে। ওমা! ভীড়ের মধ্যে কানু মাষ্টার যে! ব্যাপার কি?

কালী পা ধুয়ে দাওয়ায় উঠল।

এতক্ষণে এলি? দেয়ালে বালিশ ঠেসান দিয়ে বসা এনায়েৎ চাচা। বললে, সে দুপুর থেকে হা-পিত্যেশ বসে বাপ।

কাজ থেকে ফিরে নাকে মুখে গুঁজে ছুটে এয়েছি। শুনি খালেদ গিয়েছিল।

আমিই পাঠিয়েছি।

০

এতক্ষণ যেন কালীর অপেক্ষাতেই ছিল। বুড়ো পাশে সাজিয়ে রাখা দলিল পত্তরের ভেতর থেকে খুব যত্নে একটি কাগজ আলতো হাতে তুলে দিল কানুমাষ্টারের হাতে। লালচে কাগজে অনেক তাপ্পি। কানুমাষ্টার সাবধানে পাট্টাটা খুলল।

পড়ো মাষ্টার, পড়ো। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল এনায়েৎ চাচা।

পড়বে কি? বয়ানের অনেকটুকুই ফার্সী শব্দে ভর্তি। কালের ঝাপটে অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে একেবারে। তার উপরে দাড়ি কমার বালাই নেই। বার কয়েক পড়ার পরে এটুকু উদ্ধার করা গেছে যে মৃত নন্দীশ্বর বিশ্বাসের তিন পুত্রের দুইজন ধর্মান্তরিত হওয়ায় কাজীর বিচারে জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রিলোচন বিশ্বাস ও মধ্যমপুত্র শিবশরণ বিশ্বাস ওরফে হাসান আলী বিশ্বাস ও হোসেন আলী বিশ্বাস নন্দীশ্বরের সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী হল। তৃতীয় পুত্র মহেশ্বর বিশ্বাস ধর্মান্তরিত না হয়ে দেশত্যাগ করায় সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। তারপরে বিস্তারিত জমির চৌহদ্দি, দাগ, মৌজা, তৌজি, খতিয়ান ইত্যাদি।

সমবেত সবাই বুড়োর দিকে তাকালে। হাঁপের কষ্টের মধ্যেও বুড়োর মুখে চোখে হাসি। কোন কথা না বলে চাচা আরেকটা কাগজ মাষ্টারের হাতে তুলে দিল।

কানুমাষ্টার পড়ছে—

এনায়েৎ আলী বিশ্বাস, পিতা মরহুম আক্রাম আলী, তস্য পিতা মরহুম মহব্বৎ আলী, তস্য পিতা মরহুম ইমারৎ আলী, তস্য পিতা মরহুম সাদেক আলী, তস্য পিতা মরহুম হোসেন আলী।

বুড়ো হাঁপানীর টান উঠছে। কি বুঝলে মাষ্টার?

হোসেন আলী মানে শিবশরণ। এতে আর বোঝার আছে কি? আপনারা ত আর আরব-তুরাণ থেকে আসেন নি, আপনারা ত এ দেশের-ই।

ও তো ঠিক। ও-তো ঠিক। হাঁফাতে হাঁফাতে বুড়ো বললে, ঐ টুকুর জন্যে কি দলিল ঢুঁড়তে হয়, ওতো জানা কথা।

তবে?

আমি মহেশ্বর বিশ্বাসের বংশধরেরও খবর জানি মাষ্টার। পিঠের বালিশ নিল বুকে। সব্বাই কৌতূহলী হয়ে এ ওর মুখের দিক তাকাল। সবশেষে সবার নজর পড়ল

কালীর ওপর।

চাচা আরেকটি কাগজ তুলে দিল কানু মাস্টারের হাতে।

লেখা দেখে বুঝতে পারছ কার হাতের লেখা?

লেখা বামনদাস স্মৃতিতীর্থের। এ গ্রামের ডাক স'াইটে পণ্ডিত।

পড়ো, পড়ো। এনায়েতের ক'ঠস্বরে অধৈর্য।

মৃত ৺মহেশ্বর বিশ্বাসের পুত্র ৺কামেশ্বর, তৎপুত্র ৺তারকেশ্বর, তৎপুত্র ৺জলেশ্বর, তৎপুত্র ৺ভবানী প্রসাদ, তৎপুত্র ৺শঙ্করীপ্রসাদ, তৎপুত্র ৺বিষ্ণুপ্রসাদ, তৎপুত্র ৺রাখহরি, তৎ-পুত্র কালীশঙ্কর।

কে একজনা বাড়ির ভিতর থেকে হ্যারিকেন এনে রাখল; ফিতেটা বাড়িয়ে দিতেই শিখা চিমনি জুড়ল।

আলোটা কমাও।

কানুমাস্টার ফিতেটা নাবিয়ে দিলে।

কালী মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না। শুধু বাপ ঠাকুর্দার নাম যেন উচ্চারিত হতে শুনল কানু মাস্টারের মুখে। সে জমায়েতের মানুষের দিকে মুখ তুলে তাকাল। সবার নজর তার দিকে। এমন কি খালেক, মালেক, খালেদেরও। বিস্ময় ঝরছে কানু মাস্টারের চোখে। সে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিগলিত। এনায়েতের পায়ে হাতে রেখে উচ্চারণ করল, চাচা।

বুড়োর চোখ গড়িয়ে জল পড়ছে। হাঁপের টান সত্ত্বেও বুড়ো বললে, বুঝেছ মাস্টার খালেক-কালী এক ঝাড়েরই বাঁশ।

কানুমাস্টারের ঘোর কাটতে দেরী হল না। সে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বললে, অনেক দূর খুঁজলে দেখা যাবে চাচা আমরা সব্বাই এক ঝাড়েরই।

বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। কানু মাস্টার হ্যারিকেনের আলোর দিকে তাকাল। তার মনে হল, হ্যারিকেনের আলো মুহূর্তে ঘর-দাওয়া-উঠোন ডিঙিয়ে গ্রাম-থানা-জেলা-পরগণা ছাড়িয়ে গোটা দেশটা জুড়তে সুরু করেছে।

কানু মাস্টারের পড়ানোর বিষয় ইতিহাস নয়, অঙ্ক ও বিজ্ঞান। কিন্তু তার মনে হল ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের গুচ্ছ গুচ্ছ পাতা যেন পলকে ফেঁড়ে ফুঁড়ে তছনছ হয়ে গেল। কে যেন ছিঁড়ে, দুমড়ে মুচড়ে উড়িয়ে দিলে। ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে, চাচা রক্তের ধর্মে আমরা অভিন্ন। আমাদের—কে যেন গলা চেপে ধরল। কথাগুলো বড্ড বড় শোনাবে, ভীষণ ভারী। কানু মাস্টার চোখ তুলল।

এনায়েতের দু'পাশে কালী ও খালেক। শুধলে, চেনা যায় মাস্টার?

অস্ফুটে বলল, বড্ড চেনা চাচা। এত চেনা যে, ভাবছি এদ্দিন—

শাঁখ কাঁসা বেজে উঠেছে মন্দিরে, আজানের শব্দ উঠেছে মসজিদে।

আরতি ও নমাজের সময় হল।

০

কানু মাস্টার জানে না এই পরিচয়ের ফলে ওদের জীবনযাত্রার কি পরিবর্তন ঘটবে। আদৌ ঘটবে কি? কে জানে!

কোথায় কোন দূরকালে কারা এক ছিল, তারপরে নানান ঘটন-অঘটনে বিরোধ-বিভেদ

বাড়তে বাড়তে ইতিহাস এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এই সুদীর্ঘকালের ব্যবধান বললেই ঘুচবে না। সম্পর্ক বেরিয়েছে বলে সব বিভেদ-বিরোধ ঘুচে যাবে তা যেমন নয়, সম্পর্ক না বেরোনোর আগেও ত সম্পর্ক ছিল, নইলে এনায়েৎ চাচা গলা বাড়িয়ে কালীকে বুদ্ধি দিত কেন? কেন কালীও বা সময়ে-অসময়ে ছুটে যেত।
কানু মাষ্টার জানে, মানুষের সম্পর্ক মানুষকে ঘিরেই। জাত-পাত, ধর্মাধর্ম সে ত চাপানো। তবু মানুষে মানুষে আপন নয়। কেন নয়?
অর্থনীতির অ আ ক খ কানুমাষ্টারও কিছু জানে। তবু চতুর্দিকের গাঢ় অন্ধকার অপসারণের কোন মহামন্ত্র সে সঠিক জানে না। অন্ধকারে পা ফেলতে ফেলতে এক সময়ে দু'রাস্তার মাথায় এসে সে বললে, তাহলে আসি কালী।
কালী আরো অন্ধকারে হারিয়ে গেল।
কানুমাষ্টারকে একটি পুরো জলকাদার মাঠ অন্ধকারে পার হতে হবে।

o

ফুলি অবাক হওয়া কালীর কথাগুলো কান পেতে শুনলে, কোন রা করলে না।
কিছু ত বল?
বলব আবার কি? একটু ঝাঁঝ বাজল গলায়। তা সম্পর্ক বেরিয়েছে ভাল, তা বলে বাপু বেশি বেশি গা ঘেঁষাঘেষি করতে পারব না। যেমনটি চলছে তেমনটি চলুক।
সে ত বটেই! সে ত—সাত তাড়াতাড়ি কালী ঘরে ঢুকে গেল।

o

বীজ ছড়ানোর কাজ ফুরালো। বৃষ্টিও থামল। মজা মন্দ না। ফাঁকে-ফুঁকে সে যেটুকু পারল চাষ দিয়ে কাজ এগিয়ে রাখল। আবার হাপিত্যেস বসে থাকা। দিন-মজুরী বন্ধ। সুরু হল কালীর আবার পাড়া ঘোরা। কিছু ত করতে হবে।

o

শুক্রবার রাত্তিরে এনায়েত চাচা মারা গেল। কবর দেয়া হল শনিবারে।
রবিবারে কালী শুধোল, বাপের বাড়ি যাবি?
ফুলি একবার চকিতে কালীর মুখের দিকে তাকাল। ফুলি মাথা নেড়ে জানাল, যাবে। এবং হঠাৎ ঘরে ঢুকে গেল।
কালী বসে ছিল দাওয়ায়, বসেই রইল। উঠোনে বাছুর ডাকল, হাঁসটা হেলল, কুকুর ছাই গাদায় নড়ে চড়ে বসল। ডালে বসে কাক ডাকছে, কি একটা পাখী গেয়ে উঠল, বাতাস বইল। কালী বসে আছে ত বসেই আসে। ফুলি সেই যে ঘরে ঢুকেছে আর বেরোনোর নাম নাই। কোথায় গেল?
উঠোনে একটা ঘুঘু। ঘুঘুটা ঘুরে ঘুরে ডাকছে।

o

ফুলি রে—
আর্ত চিৎকারে ডেকে উঠল কে?
ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়িয়ে ফুলি বললে, যাই-ই—

৬

সারা রাত্তির মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে, মেঘ ডেকেছে, বাজ পড়েছে মুহুমুহু। সারা রাত্তির ফুলির মুখ গুঁজে ছিল কালীর বুকে।
না, কেউ কাউকে আদর করেনি। কথাও বলেনি। ওরা কি আদৌ ঘুমিয়েছিল? ঘুমুলে প্রতিবার মেঘের ডাকে চমকে চমকে উঠবে কেন? কেন বাজ পড়ার শব্দে এক-জন আরেকজনকে আরো জড়িয়ে ধরবে? কেন কাক ডাকার শব্দেও ওরা কেউ কাউকে ছাড়তে চায়নি?
মেঘের ডাক, বাজের শব্দ, ঝড়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো অজানা ভয়ে কি ওরা সিঁটিয়ে ছিল? ফুলির কি মনে হয়েছিল ওকে কেউ ডাকছে? কালীরও কী? ওরা কি সারারাত উৎকর্ণ হয়ে ছিল?

০

আজ অনেকদিন পরে ফুলি বাপের বাড়ী যাবে।
ফুলি যাবে বাপের বাড়ী, সঙ্গে যাবে কে?

সঙ্গে যাবে শাওনের ভরাভর্তি কালোকুলো ঝড়ো মেঘ, অঝোরঝরণ বিষ্টি, দামাল হাওয়া। সঙ্গে যাবে হাঁস, বাছুর, টিনের সুটকেশ, কাপড়ের পুটলী, খানকয় কাটোয়ার ডাঁটা, পুঁইয়ের ডগা, আরো কতো কি!

সেই ভোর হওয়া থেকে ফুলির গুছনোর অন্ত নাই। কালী তখনো কাত হয়ে শুয়ে। চোখ খোলা।

আপন মনে বলে যাচ্ছে ফুলি।

ঘুঁটে, ঘুঁটে-কাঠি মাচানে রইল, ভারি জলের দিনে হাত দিও, নইলে পরে কষ্ট পাবে। রোদ্দুরে দিলে দাওয়ায় কাঠকুটো শুকিয়ে নিও, নইলে বড্ড ধুঁয়াবে। বোতলে কেরোসিন এক ফোঁটাও নাই, কুপিরও সেই হাল, আজ কেরোসিন কিনে এনো। মশলার টিনগুলো শিকেয় রইল, চালের হাড়ির মাথার মালসায় নুন। তেলের শিশি কোনার খুঁটিতে, নারকেল তেল এট্টু আছে, সে আমি নিলাম। ডালের হাড়ি চালের পাশে। আ-ভাঙা মাস-কলাইগুলো পার তো ভাঙিয়ে নিও। মুড়ি-আটকড়াই-নাড়ু মাচানের টিনে রইল।

ও হ্যাঁ, বলি বলি করে বলা হয়নি গো। দোষ হয়েছে, ঘাট মানছি। যাবার দিনে মনে কোন ক্ষোভও নিও নাই। বীরুর মা খুড়ির কাছে ছ' মালা চাল পাওনা আছে, রাধুদির কাছে তিন সিকে। চেয়ে নিও। দুকোষ তেল নিয়েছিল পদ্মদি, দিচ্ছি দেবে বলে দেয় নাই। আমি তিন মুঠো তিল নিয়েছিলাম রাখর মার কাছ থেকে; মনে করে দিয়ে দিও।

হ্যাঁ গা, চারুর মা বলছিল, আজ নাকি চণ্ডী আসবে। চণ্ডী কে গো? বলছিল, তোর সোয়ামীর চেনা। গতকাল কে নাকি বলে গেছে। আচ্ছা, আমি কি তাকে দেখিনি? হাসতে হাসতে বলছিল আরো কত কি! চারুর মার কথায় রগড় কত। বলে কিনা, হলে নাকি আমার সতীন হত। কৈ, বললনি ত! সে দেখতে কেমন? খুউব সোন্দর দেখতে? কত সোন্দর? আমার চাইতেও? এ্যাই, ওর শ্বশুর ঘর কোথায়? চারুর মা বলছিল, এখন নাকি শহরে থাকে।

কি হল! জবাব দাও না যে?

দূর, দূর, যত সব কান ভাঙানী কথা। শোনো, হাড়ি-হাতা-খুন্তি-থালা-গেলাস বাইরে রইল। তোলা উনুন লেপে পুছে রেখে গেলাম। দু-চার দিন পরে পরে গোবর মাটির ন্যাতা দিও, নইলে মাটি চটে যাবে। চালার তুলিতে দু'চার গুছি খড় দিও, কুমড়োর মাচানটায় যদি পারো দু চারটে ডাল। পটলের লতাগুলো আবার মাথা তুলেছে, নজর রেখো। বেগুনে মাটি দিও। আর হ্যাঁ, কুলঙ্গীতে রাখা টাকা আমি নিলাম। ও আমার ফল বেচা টাকা। এই দেখো, কি বলতে কি বললাম। আমার-তোমার আবার কি গো! ও কথাব কথা। রূপোর পৈছে, বালা, পার তো বটো পালের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিও। আমার খোরাক ত বেঁচে গেল। ওটা ত জমে যাবে। তা দিয়ে—কি গো! শুনছ ত? নাকের, কানের, হাতের গায়েই আছে, এই দেখো। খবর নিও সনাতন ঠাকুর পো নিতাই পালের দেনা শুধল কিনা? না দিয়ে থাকে ত বকে-ঝকে শোধ দেয়ার কায়দা করো, নইলে—ওই দেখো, হাবার মতো মুখপানে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে। বলি, কিছু ত বল? এই যাহ্! পোয়ারায় কড়া পড়েছে, মর্তমানের মোচা

এয়েছে তিন গাছে, হাজারী নারকেলে ফল এয়েছে। গন্ধরাজ নেবুও বড় হল বলে। নিজে না পারো ত সিদ্দিক ব্যাপারীকে দিয়ে দিও। ওর দর ভালো। ভিটে পাহারা দেবার লোককে ত বাপের বাড়ী তাড়াচ্ছ, তুমি থাকবে পরের জমিতে, শেষে বারো ভূতে লুট খাবার চেয়ে সিদ্দিককেই দিয়ে দিও। ওর নাম শুনলে কেউ ফলে হাত দেবে না। আর শোনো, কাঁথা দুটো রইল। গামছা-কাপড় কাল পরশু সোডার জলে সিদ্ধ করো। কতকরে বললাম ওগুলো দাও, তা কানের বালাই, এখন নিজে করো। কোনো কথাটা যদি মানো। বললাম কত করে, তালগুলো কাঁচা বেচো। দিলে না। এখন তক্কে তক্কে থেকো, নইলে শেয়ালের পেটে যাবে।

কালী কখন উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুজেছে ফুলি খেয়াল করেনি। শেষের কথাটা বলে মুখ তুলতেই, ও কী! কথা কানে যাচ্ছে ত? ফুলি পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। কি হল গো?

কালীর শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। এ্যাই! এ্যাই! হাটু ভেঙে বসে পড়ে ফুলি। কালী কঁাদছে।

ফুলি এতক্ষণের চেপে রাখা অভিমান চোখের জলের ধারা হয়ে ছোটে। আলতো হাত রাখে কালীর পিঠে। কটা ত মাত্তর দিন। বললে না তারপর তুমি নিয়ে আসবে। নিজেই ত বলল. চাষের ক'টা দিন ঠিক ঠিক কাজ পেলে আর ভাবনা নাই।

কালীর ফোঁপানী ক্রমে বাড়ছে। বুঝি না বাপু, তোমার কাণ্ডকারখানা। নিজে কাঁদছে আমাকেও কাঁদাচ্ছে। আমি কি হত্যে দিয়েছি বাপের বাড়ী যাব বলে? আমার কি এই ভিটে-বাড়ী ছেড়ে যেতে সাধ যায়? তুমি বললে, তাই না! এ্যাই, এ্যাই! —

O

বেলা একটু গড়াতে বৃষ্টির তেজ কমে এল। কিন্তু মেঘের দাপট রইল তেমনি। ক্ষান্তি দেবে না এ বোঝা গেল। মনে হচ্ছে, দম নিচ্ছে। এ ফাঁকে তিনু আসছে কিনা দেখতে কালী বড় রাস্তার দিকে গেল। দরজায় আগল দিয়ে ফুলি বেরোল আশপাশের বড় জনদের প্রণাম করতে। যাবার আগে জাবনা দিল বাছুরকে, হাঁসটাকে দিল এক মুঠো পান্তা।

ভাত যা আছে তাতে ওর এ বেলা হয়ে যাবে। বাসী তরকারী আছে এটু। একটা লঙ্কা পুড়িয়ে নিলেই চলে যাবে, নইলে গাছের কাঁচা লঙ্কা ত আছেই।

ফুলি একে একে সব ঘরে যাচ্ছে। পেন্নাম করে বলছে, আপনাদের ছেলে একলা রইল, একটু নজর রাখবেন। আদর করল রাখ'র মার নাতিকে, পারুর চুল টেনে দিল। বীরুর বউয়ের সঙ্গে খুনসুটি করল দু'চার কথায়। সুধার দাদু, সম্পর্কে ফুলি নাত বউ ত. ঠাট্টা করল একটু। বললে, একলা ফেলে যাচ্ছ নাতিকে, নাতি না আবার দড়ি ছিঁড়ে পালায়।

ফুলিও কম যায় না। বললে, সেজন্যে ত দাদুর হাতে দড়ি ধরিয়ে দিলাম।

বটে! বটে! তো নাত বউ! হাজার হোক তা মেয়ে মানুষের মন। দড়ি ধরিয়ে দিলেই কি তোমাদের ভাবনা ঘোচে?

বয়ে গেছে আমার ভারতে। অতি কষ্টে হাসল ফুলি।

দেখা যাবে, দেখা যাবে। নাত বউ, বন পোড়ে সে সবাই দেখে, মন পোড়ানো কেউ

দেখে না। তোর মনের খবর তুই-ই জানিস্‌ ?

জানা-বোঝার কিছু নাই দাদু। আপনারা মান্যজন, গুরুজন। দাঁড় ত গচ্ছিত রেখে গেলাম। ভাবনা কি!

দুগ্‌গা! দুগ্‌গা!

o

চারুর মা যাবার কালে সুধার দাদুর সুমুখে কি বিশ্রী ভাবনাটাই না ঢুকিয়ে দিলে। বললে, এ দিনে তুই যাচ্ছিস্‌ বউ, একি ভাল হল ?

ওমা! ভাল-মন্দের কি! যাকে জানি না, চিনি না, যার কথা ঘুণাক্ষরে শুনি নাই, তার জন্যে মাথা খুঁড়ব; খুড়ি অত পাগল আমি নই। তাছাড়া নিজের ভাল পাগলেও বোঝে, তা তোমাদের ছেলে ত আর পাগল নয়।

তা নয় বউ, তবু পুরুষের মতি।

ও তেমন পরুষই নয়। খাটতে খাটতে মানুষটা কি আর মানুষ আছে। অত রস-কস নাই খুড়ি। এরই মধ্যে চামড়া কুঁচকে গেছে, শিরা বেরিয়ে পড়েছে।

ভাল থাকলেই ভাল।

পোড়াকপাল চারুর মার। সোয়ামী ওর মুখ দেখে না।

ঘরে যখন ফিরল তখন—আকাশে চোখ রাখল ফুলি। মেঘের গুমোর একটু মরেছে। মনে হচ্ছে সূয্যি মেঘের আড়ালে আড়ালে কলাগাছের মাথা ছাড়িয়েছে। ভিটেতে পা দিয়েই হা। দরজায় ত আগল দিয়ে গেছি, খুললে কে ?

অ তিনু, তিনু—

ফুলি ডাকতে ডাকতে দাওয়ায় কাদা পা রেখে থ।

এ কে ? কে গা তুমি ?

o

অপলক দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

ছিমছাম গড়নে পড়নে। বয়েস ফুলির কিছু বড় হবে, কিন্তু কি নাক, মুখ, চোখ। রঙের বাহার কত! যেন দুধে আলতা। হাল্কা গেরুয়া রঙের শাড়িটা বড্ড গায়ে ধরেছে। চেরা সিঁথিতে জলজলে সিঁদুর, কপাল জুড়ে ইয়া বড় লাল টিপ। এমন রাঙা সিঁদুর গাঁ-গেরামে মেলে না। ঘরে ঢুকতেই সুবাসের ছটা লেগেছিল, এখন ঘর ভরে গেছে। কে কি শুধোবার আগেই ঝাপটে জড়িয়ে ধরলে ফুলিকে।

আমি তোমার দুষ্টু দিদি গো! আমি চণ্ডী।

ছিটকে হাতের বাঁধন ছাড়াল ফুলি। অহ্‌ তুমিই সেই।

কে আমি ? কি শুনেছ ? জানিস্‌ বোন, এ জন্যে গাঁ-ঘরে পা দিতে বড্ড ভয় করছিল। জানি, ঠিকই কান ভাঙানি দেবে। তেমন লোকের ত অভাব নেই। তা কি শুনেছো ?

যা শোনার তাই-ই শুনেছি। শহরে থাকো। তা হঠাৎ ?

চণ্ডীতলায় জমির খোঁজে এসেছিলাম। কথা ছিল রায়েরা জমি বেচবে। খবর দিলে হলধর। ঐ সুবাদে আসা।

তা জমির কি হল ?

না, ওরা এখন বেচবে না। কপাল আমার। এর ঘরে ওর ঘরে বাঁসা বাঁধি, সাধ ছিল নিজের একটা থান গড়ে নেব। এ গাঁ ও-গাঁ কত ঘোরা হল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কপালে নেই, তাই হয় না। ভাবলুম এ গাঁয়ে যদি—। তা তোমার কথায় সে গুড়েও বালি। ভালই হল! তোমার বর আসছে না কেন ?

দেখা হয়েছে ?

বাহ্ হয়নি! ওই-ই ত ঘরে বসিয়ে আমার জন্যে টাকা আনতে গেল।

টাকা! সে কি গো! কার কাছ থেকে ?

আর বল কেন। টাকার ব্যাগটা যে কখন খুইয়েছি কে জানে! রায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি ব্যাগটি নেই; হয় গাড়ীতে পড়েছে, নয় পথে।

তা, এমন বেহুঁশ পথ হাঁটলে ?

মাথার ঠিক থাকলে ত!

তা, ও টাকা পাবে কোত্থেকে ? ওকে কে ধার দেবে এই গাঁয়ে-ঘরে ?

ওমা আমার হাতের আঙটি খুলে দিলুম না।

তাই বলো। ফুলি চোখে চোখ রেখে অতি কষ্টে হাসল। মনে মনে বললে, পোড়ার-মুখী! শেষে কড়ি দিয়েই কিনলি!

O

এতক্ষণ ঘরে আলো ছিল, হঠাৎ ঘুচে গেল। ফুলি বুঝল, আবার মেঘ ভারী হয়েছে। ঘন হয়ে আসা আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে মাচানের উপর থেকে মুড়ি-আট কড়াইয়ের টিন পাড়ল। দু চারটে নাড়ু ছিল, খুঁজে পেতে এনামেলের বাটিতে সাজিয়ে গেলাসে জল দিল।

ওর মনে মন্দ থাকে থাক, আমার কি ? ঈশ্বর জানে আমি মন্দ মনে কিছু দিচ্ছি না। এই ঘরে আছে, এই-ই গুছিয়ে দিলাম। বিশ্বাস করো, মন বড় কু গাইছে। তবু তুমি অতিথ আমার, আমার ঘরে-দুয়ারে এয়েছ, আমি কি শুধু মুখে ফেরাতে পারি ? কু-বাক্যি বলব তারও সাধ্যি কি ? তবু মেয়ে মানুষের মন, মুখে আগল দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু মন ? আহ্ মন, চুপ যা। র’। এ কি তোমার মুখে রুচবে ? মনে ত হয় না। নিশ্চয় ভাল মন্দ খাও, শরীরের বর্ণ ত তাই বলে। পোষাক-আশাক, কানের -গলার হাতের সোনাদানার বহরে বুঝি ঘরে-বরে পড়েছে। নিশ্চয় ভাগ্যবতী। তা আমারও মন্দ ভাগ্য নয় গো। অমন মানুষটি আমার, রাগ টাগ আছে বটে, কিন্তু আমি দুঃখু পেলে ওরও ছোঁয়া লাগে। আমার সুখেই ওর সুখ। এমনটিই বা ক’জনার ভাগ্যে জোটে ? বলবে, এত অভাব-অসুখ। ওমা! অভাব-অসুখ সে ত ঘরে ঘরে। তবে হ্যাঁ, বড় দুঃখু, কোলে নাই। যদি থাকত সাত রাজার ধন এক মাণিক, সত্যি জানো, তোমার আসাতে মন এট্টুও বিগড়োত না। দেখতে বাপের বাড়ী যাওয়াই ঠেকিয়ে দিয়ে সুখ-দুঃখের কথা কইতাম। কিন্তু না—

O

নাও গো দিদি, গরীবের খুদকুড়ো এট্টু মুখে দাও।

ওমা, ও কি কথা ?
বাব্বা ! তোমরা শহুরে মানুষ। তিল-খেরের নাড়ু—
কোথায় পাচ্ছি যে খাব ?
তা'লে আর দুটো দি।
দেবে ? দাও।
নাড়ু দাঁতে কাটতে কাটতে শুধলে, তা তোমার মানুষটার কাজটাজ আছে তো ?
সে আছে। কোন মতে চলে যায় দিদি।
ওহ্। কি যেন ভাবলে ক্ষণক'য়। শুধলে, তোমার গায়ে হাতে আর কিছু নাই ?
কি গো ! গয়নার কথা শুধচ্ছ ?
মাথা নাড়ে চণ্ডী।
বাহ্ সব ত আছে। হাতে চুড়ি, কানে আংটা, নাকে নথ।
বটে ! মুখে অস্ফুট শব্দ করে। আচমকা গলা থেকে হারটা খুলে পরিয়ে দিতে যেতেই ফুলি ছিটকে সরে গেল। যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে। বললে, ওমা ! ও কি ! ছিঃ ছিঃ—
দিদি ছোট বোনকে দিচ্ছে, নেবে না।
নাহ্। ফুলির গলায় ঝাঁজ বাজল।
দোষ কোথায় ?
ফুলি ঠিক জানে না। তবু বললে, এয়োস্তি মানুষ, গলা খালি রাখতে নাই।
তা তোমার গলা যে খালি।
এই দেখো ! এই বয়সেই চোখ গেছে ? দেখছো না, ষষ্ঠীর লাল সুতো তিন পরত করে বাঁধা।
ওহ্ !

বৃষ্টি মাথায় কালী ঘরে ঢুকল, পিছু পিছু তিনু। গেঁজে থেকে এক মুঠো টাকা বাড়িয়ে দিল চণ্ডীর দিকে।
সব শুদ্ধু এই দিলে। একভরির দু আনা খাদ বাদ দিয়ে চোদ্দ আনার দাম ধরে দিয়েছে। গুনে নাও।
তিনু একটু অবাক মানে। ফুলি বলে, তোর দিদি হয় রে। গড় কর।
ফুলি ফাঁক বুঝে কালীকে বললে, উনুনে আঁচ দিই, তুমি একবার চাচার বাড়ী যাও।
কালী চোখ তোলে।
আমি ডাল বসিয়ে দিই। তুমি দুজোড়া—
ওমা ! কার জন্যে ?
কেন ? তোমার ?
তুমি কি ! আমার কি মরার ফুরসুৎ আছে ? এক্ষুনি আমায় উঠতে হবে। ঘরে ছেলে-মেয়ের বাপ, ছেলে-মেয়ে—
এক্ষুণি চলে যাবে ?
যাব না ! এখানে থাকব নাকি ?

এলে যদি একটি বেলাও,—না না, সে কি হয় ?।
চণ্ডীর হাসি বাঁধন মানে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। একদিন সবশুদ্ধ এসে তোমার ঘাড়ে চাপব। সেদিন প্রাণ খুলে খাইও।
গরীব বলে ভয় দেখাচ্ছ। সে ভাগ্যি কি আমাদের হবে ?
দিলে ত খোটা, এসে ঠিকই দেখিয়ে দেব।

০

বৃষ্টি থামতেই চণ্ডী উঠে দাঁড়াল। এবার যেতে হবে।
যাই ভাই।
যদি থাকতে—
আর একদিন—বলেই মুঠো থেকে খান দুয়েক নোট রেখে সবগুলো তুলে দিলে ফুলির হাতে। যদি না করো, এই শেষ দেখা। দিদি দিচ্ছে, যদি না নাও ত, আমি—
না না, অত না। দেবে যদি একটি নোট দাও। ওতেই হবে।
তুমি কি। দেবার সাধ আমার। নিতে মন না চায় ছুঁড়ে ফেলে দাও।
এ কথার জবাব কি ? ফুলি কালীর দিকে তাকালে। কালীর মুখ ভাবলেশহীন। এ সময়ে কি বলতে হয় কালীও জানে না। তবু বললে, সব দিলে যে ?
সব কোথায় ? আমার পথ খরচা ত হাতেই রইল।
তা বটে। কিন্তু আঙটি ?
আঙটি ? চণ্ডী হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে এল। আমার ঘরে তেমন মানুষ নাকি! অত হিসেব-কিতেবে নেই। একেবারে ভোলাবালা।
ফুলি মুঠো ভর্তি নোটের গোছা হাতে বেরিয়ে এল। চণ্ডী জড়িয়ে ধরল ফুলিকে। বড় খুশি মনে যাচ্ছি। বড় ভাল লাগল। বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এলে খবর দিও, আমরা আসব।
কথা দিচ্ছ ?
হ্যাঁ গো হ্যাঁ।
বৃষ্টি থেমেছে। চণ্ডী পা বাড়াতে যাবে, ফুলি বললে, এ কি মনের কথা না মুখের। তোমরা বড় লোক।
ও সুখ্যাত তুমি আর করো না। শুনে শুনে কান ঝালাপালা। আজ আসি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে।
কালী ওকে শহরের গাড়ীতে তুলে দিতে গেল।
কি এত কথা বলছে ওরা ?

০

চণ্ডী কে, তার সঙ্গে সম্পর্ক কি, কিছুই ভাঙেনি কালী। কানভাঙানী চারুর মা যেটুকু বলেছে সে যদি সত্যি হয়, তা হলে,—
তিনু শুধল, কালীদার কে গো ? বড় সোন্দর দেখতে। যেমন বলন তেমনি চলন। কালীদার কে হয় গো ? বোন ?
ঠিক জানি না।

অতগুলান টাকা তোকে অমনি অমনি দিয়ে গেল ?
দিলে তো।
কি করবি অত টাকা দিয়ে ?
তাই তো !
কালী ফিরতেই মুঠোভর্তি টাকাগুলো কালীর হাতেই তুলে দিল।
আমি কি করব ?
তার আমি কি জানি। তোমার জন্যে দিলে, তুমিই নাও।
তিনু হতবাক। কালীও।
তিনুরে, নে সব হাতাহাতি।
o
ফুলির যেন মুহূর্ত তর সইছে না। সে বাছুরের দড়িটা আর সুটকেশটা তিনুর হাতে দিয়ে নিজে হাঁস আর পুটলী তুলে নিলে। ভাঁটার আঁটিটাও। আরো দেরী করলে বেলা ঢলবে গো। আমরা চললাম।
হতবাক কালী। ফুলির কথার কোন দিশে পাচ্ছে না। হল কি হঠাৎ ? এমন করে কেন ! এট্টুও তর সইছে না ! সে যেন বরাবরের মতো চলে যাচ্ছে এমনি ভাব। কেন ? কি করেছি আমি ? দোষ ঘাটটা হল কোথায় ?
বলি হলটা কি ?
হবে আর কি ? বাপের বাড়ী যাবার কথা, যাচ্ছি। ব্যস্।
ফুলি ততক্ষণে পা বাড়িয়েছে। যেন এক্ষুণি চোখের আড়ালে যেতে পারলে বাঁচে, ভাবটা এমনি।
কালীর ইচ্ছে হচ্ছে ঝাপটে ধরে ফুলিকে ফেরানোর, ইচ্ছে হচ্ছে আজকের দিনে কিছুতেই কোথাও যেতে না দেবার। কিন্তু—
মুঠোর টাকা মুঠোয় দুমড়ে মুচড়ে চেঁচিয়ে ওঠে কালী, ফুলি রে—
ছুটে যাচ্ছিল কালী। কি ভেবে থমকে দাঁড়াল। যদি অনর্থ বাধায়। কালী ত জানে ফুলির রাগের বহর।
কে পিছু ডাকে ? ফুলি যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। বলে, যাবার কালে পিছু ডাকতে নাই গো ! অমঙ্গল হয়।
ফুলি রে—
আমি যাচ্ছি গো যাচ্ছি।

চাদ্দিক আঁধার করে বৃষ্টি নামল। দিকবিদিক অাঁধার করা বিষ্টি। আকাশ ভাঙল মাঠের উপর। কালী আর একবার প্রাণপণে ডাকল, ফুলি রে—
চোখের জলে বৃষ্টির জলে কাদা মাড়িয়ে ফুলি তখন কালো মেঘের তলায় বহুদূর ছড়ানো উদার উদাসীন মাঠ ভাঙছে ॥

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)

বারোমাস্যা \ দ্বিতীয় পর্ব

....একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাট ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

রূপসী বাংলা/জীবনানন্দ দাস

৭

ভাদ্রে বান। জলে আর চোখের জলে।

০

ভাঙা শাওন মাসে কালি খবর করেনি ফুলির। দিন কেটেছে কাজে মন গুঁজে, রাত-বালিশে মুখ বুজে। চোখের জলে বালিশ ভিজেছে।
বাপ শুধিয়েছে, মা শুধিয়েছে, ঠাক্‌মা। এক জবাব ফুলির, আমি তার কি জানি!
তুই জানবি না ত কে জানবে?
ওমা! কথার রকম দেখো! বেটাছেলে কোথায় কোথায় ঘুরছে তার ঠিক কি?

তোকে কিছু বলেনি ?
ঝাঁঝাল গলায় বলেছে, সে ফুরসুত তার ছিল বুঝি ?
তোর ত ছিল।
বয়ে গেছে আমার শুধাতে।
তা'লে থাক তুই তোর চোখের জল নিয়ে।
চোখে গিলে খাবে এমন ভাব নিয়ে বলেছে, থাকতে হয় থাকব।

o

সেই-ই রইল। তবু চোখের জল বলে কথা, বুক পোড়ান দুঃখু বলে কথা, দিক ভাসানো যন্তরনা বলে কথা। সব জ্বলে পুড়ে খাঁক হচ্ছে, জ্বলুনী বাড়ছে, তবু—
পরানটা যায় না যে!
মরণ! মরণ! পোড়ারমুখী, অত যদি সাধ ওখানে কি দড়ি-কলসী ছিল না ? নোয়ানো কলমী আমের ডাল ? চালের বাতা ? বলি, মধু ফুলের বিচিও কি জোটে নি ?
ছিল, ছিল।
ছিল যদি পরানটা হাতে নিয়ে কাদা ভেঙে এদ্দুর এলি কেন ? পরাণ যদি অতই ফ্যালনা ওখানে দিয়ে এলেই ল্যাটা চুকে যেত।
বুক বাঁধতি পারলাম না যে!
কে ধরে রাখলে গো ? ওই শহুরে মাগী ?
তুইই ক'ই ঠাকমা, একটি সোমত্ত মেয়েমানুষ তুই কোন মুখে ঘরে আনলি ? বসালি ? তার জন্যি তোর অতই যদি দরদ—
ঐ তোর এক কথা! বলি, তোর কথা মতো ওমাগী যদি রাজরানী-পারা তয় তোর সোয়ামীর গায়ে ঢলবে কেন ? কি এমন দেখতে যে তোর সোয়ামী—
আগে থেকে ভাব ছিল।
কে বললে গা ?
কেন ? চারুর মা।
চারুর মা কি ওমাগীকে দেখেছে ?
ফুলি থতমত খায়। সত্যিই তো চারুর মা দেখেনি।
কিন্তু ঠাক্‌মা, নামটা ?
আহ্ মলো যা! বলি, ফুলি কি সারা দেশে একটা ? দেখগে এ দেশের গাঁয়ে-গঞ্জে ঘরে ঘরে ফুলি। বিশ্বাস না হয় তোর মাকে শুধা, তোর মামার বাড়ীর দেশে ক'গণ্ডা ফুলি আছে ?
চণ্ডীও ?
নাই ? চণ্ডী, সাবিত্রী, দুগ্গা, লক্ষ্মী শয়ে শয়ে।
ঠাকমা গো! আমার—

o

অ তিনু, তিনু—

তিনু খবর নিয়ে ফিরেছে কালীর। কালী এখন শহরে থাকে।
ভিটে-বাড়ী ?
আছে। থাকে কে এক বিনুর মা বুড়ি
তোর জামাই দাদা ?
শুনছি খুব কামাচ্ছে।
তা বলে আপন বাপ-পিতামোর ভিটে-বাড়ী, হাতে পোঁতা গাছ-গাছালী, সব ছেড়ে—
লোকে বললে, জামাই দাদার কপাল খুলেছে।
ফুলি ধড়ফড় করে। আমার সাজানো ভিটে-বাড়ী, গাছপাতা—তিনুরে, তুই আমাকে রেখে আয়।
যাবি ? সত্যি যাবি ?
আমি—আর কথা সরে না ফুলির। যাবে কি ? গেলে—
কি যেন পাক খায়, পাক খায়।
না নিতে এলে, না, সে যাবে নাই।

বিরহের শতেক জ্বালা, মিলনেও সুখ নাই
নাতনী রে, কোথায় গেল নাত জামাই ?

দূর, বুড়ি ! ফোকলা মাড়ী গাওনা গাইছে। ঢঙ্।

o

দিন ত বদলায়—কালী বলেছিল ফুলির ঠাকমাকে। তা কালীর দিন বদলে গেছে। বস্তীতে ঘর নিয়েছে কালী। পাঁচ হাত ছ' হাত ঘর। গা ঘেঁষাঘেঁষি অসংখ্য ঘর। মানুষেরও রকম কত। মজুর, মিস্ত্রী, গাড়োয়ান, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা। মেয়ে-মানুষেরও রকমের অন্ত নেই। সে এক ইলাহী কাণ্ডকের্তনের রাজ্যি।
কালী পাঁচ মাথার বাজারে মাছ নিয়ে বসে। সেই ভোর রাত্তিরে উঠে শঙ্কর, মোল্লা, সুধীরের সঙ্গে ছোটে রেল লাইনের ধারের মাছের বাজারে। আড়তদারের খাতায় নাম লিখিয়ে হত্যে দিয়ে বসে থাকে। মাছ এলে কাঁটা করে। তারপরে ছোট্ ছোট্। দশটা বাজার আগেই কাজ শেষ। তারপর চৌপর দিন চায়ের দোকানে, পাত্তি খেলায়, কি সিনেমায়। বার কয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেছে, আঘাটায়-কুঘাটায়। সন্ধ্যে হলে তাড়ি গেলা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। গায়ে-গতরে গত্তি লেগেছে একটু।
মাঝে মধ্যে গাঁয়ে যায় না যাওয়ার মতো। বিলি-বন্দোবস্ত শাওনের শেষাশেষিই সারা। ফুলির কথা মতো সিদ্দিক নিয়েছে জল-পাকুড়ের দায়, বীনুর মা দেখছে ঘর-দোর। এর মধ্যে ভাসাভাসা কথা বলেছে নিতু পালের সঙ্গে। নিতু পাল নিমরাজী।

o

গাঁট-গাটরী নিয়ে শহরে বাসে উঠতে যাবে, পথ আগলালে হরি খুড়ো। ভাদ্দের পয়লা দিনে পা বাড়ালি বাপ্ ?
দোষ কি খুড়ো ?
না, পাঁজিতে বলে অগস্ত্য যাত্রা। এদিনে গেলে আর ফেরে না।
হাসি ফোটে কালীর মুখে।

না, খুড়ো, ফেরার ইচ্ছা আর রাখি না।

চমকে ওঠে হরি। তাইলে সব কথাই সত্যি!

তুই তা'লে নিতু পালকে সবই দিলি?

এবার অবাক হবার পালা কালীর। কথা তা'লি কানে হাঁটে।

দিইনি, তবে কথা হচ্ছে।

হরি বুকে জোর পেল। দরদাম দিয়েছে?

ঠিক কিছু হয় নাই। দশে যা বলে—

সে কি রে! দশে তোর জমির দাম বাঁধবে কেন?

সে ত বটে! সে ত বটে! বলতে বলতে বাসে উঠতে যাচ্ছিল, হরি খুড়ো জামার খুঁট চেপে ধরলে। বললে, আগে কথা শেষ হোক।

শেষ কথা কি! ওসব পরে হবে। দৌড়ে চলন্ত বাসে উঠে পড়ল সে।

এ্যাই, এ্যাই, পড়ে মরবি যে!

কালী চকিতে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে হেসে মুখ ফেরাল।

o

ভাদ্র মাসে পাকা তালের কথা ভুলেছে কালী। ভুলেছে গাছ-গাছালী, ফল-পাকুড়, এমন কি ফুলিকেও। নতুন কাম-কামাইতে মেতে আছে সে। কিন্তু ভোলেনি চণ্ডীকে। ভুলতে দেয়নি।

কালী আঁতিপাতি করে অনেক খুঁজেছে। যে ঠিকানা বলেছিল সেখানে বার বার ঢুঁ মেরেছে। ওরা বলেছে, ওখানে চণ্ডী বলে কেউ থাকে না। যে থাকে তার নাম হরিমতি।

হরি মতি?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

দেখতে কেমন?

ওরে শালা। তোর কেমনটি চাই?

কালী থতমত খেয়েছে। সে ভয় পেয়ে বলেছে, আমি চণ্ডীকে খুঁজছি। বলেছিল, এখেনে থাকে।

এখানে? এ বাড়ীতে? ধুৎ শালা! চণ্ডী বলে কেউ এখানে থাকে না হে! গাঁয়ে-গঞ্জে তার থান আছে শুনেছি।

গাঁয়ে-গঞ্জে?

কথা বাড়ায়নি কালী। পায়ে পায়ে সরে পড়েছে।

o

চণ্ডী! চণ্ডী! চণ্ডী!

চণ্ডী তোর কে রে?

কে আবার? বললে তো বোন হয়।

চারুর মা ফুলিকে বলেছে, হলে তোর বউ হত?

না, আর কিছু! চিনিনে, জানিনে, বাপের জন্মে সেই তো দেখা। তা লোকে কত কি

বলে। গপ্প বুনতে পারলে চাই কি খাবারেও অরুচি। আরে মানুষ হচ্ছে কাদা খোঁচা।

তাই-ই যদি, তা'লে তুই ওর আঙ্‌টি বেচতে গেলি কেন ?

ওই দ্যাখো! সেই ত বড় সড়কে দেখা, কাঁদো কাঁদো বললে, ভাইডি, আমি টাকার থলে খুইয়েছি। তুমি যদি আঙ্‌টিটা বেচে—

জানা নাই, চেনা নাই, তুমি অমনি কাঁদো কাঁদো বলতেই ঘরে বসিয়ে আঙ্‌টি নিয়ে ছুট্‌লি ?

ও মা! অবলা মেয়ে মানুষ, আতান্তরে পড়েছে, যাব নাই ?

তা ফুলিকে সেকথা বললেই পারতিস্‌।

শুধলো কখন যে বলব ?

কেন, সেই যাবার কালে।

শুধিয়েছে বুঝি? এই দ্যাখো! ফুলি এদ্দিন পরে বাপের বাড়ী যাবে, কদ্দিনের ছাড়াছাড়ি ঠিক নাই, তার জন্যি মন ভার, বুক ভার, তখন কি ওসব কথায় আমার মন ছিল ?

এই-ই যদি, চাবুর মা অত কথা বললে কি করে ?

দেখো হে, মেয়েমানুষের বলায় খবর আমায় শুধিও না। হয়কে নয়, নয় কে হয় করতে ওদের জুড়ি নাই।

বটে! বটে!

বিশ্বাস হল নাই ? তবে শোন। পরশু রাতে আমার পাশের ঘরে, শালা কপিল কোথায় গাওনায় গেছে, ঘরে ছিল শাউড়ী-বউ। মাঝ রেতে শাউড়ী বাইরে গিয়ে ফিরে ঘরে ঢুকেই নিঘ্যাত গন্ধ পেয়েছে, শুধলে, এটা কার পা? বউ বল্লে, আমার। এটা? আমার। এটা? আমার গো। আর এটা? ও ও আমার।

তুর চারটে পা ?

বউ অন্ধকারে মুখ ঝামটা দিলে, কানী আঁধারে দুইকে চার গোনে গো! আমার কি হবে!

আচ্ছা, আচ্ছা। তা চণ্ডী নামের কেউ ছিল না ?

থাকবে নাই কেন ? সে এ না। সে তো কালোকুলো, দশাসই, দেঁতো, বড় কপালী।

সে কী! অমন না-চেনা মেয়েমানুষের টাকা হাত পেতে তুই নিলি? নিতে পারলি ?

এই দ্যাখো, কেউ যদি ভাই ডেকে ভাই-বউকে দেয়, নেবে না? তাছাড়া টাকা বলে কথা! ও না লক্ষ্মী! যাচা লক্ষ্মী ফেরাতে আছে ?

ভালো! ভালো! তা ওর সোয়ামীর কথা শুধলি যে ?

শোন কথা, হাতে শাঁখা-নোয়া, সিঁথেয়-কপালে সিঁদুর, শুধব না? তা ছাড়া নিজে বললে না, ঘরে ছেলে, ছেলে-মেয়ের বাপ—

ভারি বুদ্ধি তোর। ঠিকই নিলি!

না নিলে এমনটি কপাল ফিরত ?

সে তো সত্যি! তা টাকায় টাকা বাড়ছে ?

বাড়ছে না? ছিল কত এখন হয়েছে কত! মাখনের কাছে দুই কুড়ি, রাম অবতারের কাছে—

থাক্ থাক্ ! মাছে কেমন থাকে গো ?
না থাকলে কেউ লেগে থাকে ?
ভালো ! ভালো ! তা ফুলি এসব জানে ?
ফুলি ?

o

শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে কালী।
সঙ্গে নিয়েছে ফুল আঁকা রঙীন সুটকেশ ভর্তি করে শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ, রুপোর হাতের-নাকের-কাণের, শঙ্খের বালা, পলার চুড়ি, ফিতে, গন্ধ তেলের শিশি, রাঙাজবা আলতা, সতীলক্ষ্মী সিঁদুর, চুলের কাঁটা, এক শিশি অগুরু, গায়ে মাখা সাবান, পাউডারের কৌটো, আরশি, একখানা মোষের শিংওের চিরুনী। আর নিয়েছে চপলার বাঁধা দেয়া সোনার আঙটি। নিজে পাঞ্জাবী ধুতিতে বর সাজে সেজেছে, মুখে লাল সুতো বিড়ি। জুতো আছে, বাদলা বলে কাগজে মুড়ে নিয়েছে, জুৎ পেলে পরবে। মাথায় বাহারী টেরি। টাকাগুলো কোমরের গেঁজে। ওদিনের আদায় এককুড়ি তিন, আগের দুকুড়ি বারো।
কালী শ্বশুর গাঁয়ের বাস ধরেছে খাল ধারে এসে।

o

দিনটা যে ভালো যাবে না আগেই ঠাওর করেছিল। সকাল থেকেই আকাশ মেঘে মেঘে ভারী। কপালে যে দুঃখ লেখা আছে সে পষ্ট দেখছিল। তবু মন ডাকল। মন বললে, যা। রইল পড়ে মাছের বাজার, সুদের আদায়, চায়ের আড্ডা, পাতির আসর, তাড়ির জলুষ, এমন কি চপলার মেয়ের ঘর, আঘাটার বগলা। হাতে সুটকেশ ঝুলিয়ে কাছা-কোছা সামলে বাসে উঠেছে। মাঝ রাস্তায় ঝড় বলে আমি, বৃষ্টি বলে আমি। বাজ-বিজুলির রকম কত!
শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ে যখন পেঁছিল তখন বেলা ভাঙে ভাঙে। ওই ত দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই দাওয়া থেকে নজর রেখেছে ফুলি, নির্ঘাৎ চেনা চেনা লাগতে ঠিকই আন্দাজ করেছে, নইলে ফুলি ঠাক্‌মাকে উদ্দেশ করে তখনই বলবে কেন, বড্ড পেটে ব্যথা গো ঠাক্‌মা, মরে যাই, মরে যাই। ধড়ফড় করতে করতে বিছানা নেবে কেন ফুলি ?
দিন কতক ধরে অবশ্যি এ রোগটা জানান দিচ্ছিল। অবেলায় খাওয়া, না-খাওয়া। শরীরটা ত পাথর নয় ?
ছুটে এসেছে ঠাক্‌মা, বাবা, মা, তিনু। তখনই আবার দাপিয়ে বৃষ্টি নামল। ছুটতে ছুটতে ভিজে একসা কালী কাদা পায়ে দাওয়ায় পা রাখল।
দাদাবাবু যে ! হাত বাড়িয়ে সুটকেশ নিল তিনু।
ফুলির কাতরানীর শব্দ তখন দাওয়া জুড়েছে।
কি হয়েছে ?
হবে আবার কি ! নিঘ্যাত অম্বলের ব্যথা।
ওহ্, ধরেছে বুঝি ? কালী পকেট হাতড়ে দুটো ট্যাবলেট বের করে দিলে। একটা এক্ষুণি খাইয়ে দে।

ইদানীং কালীও অম্বলে ভুগছে।

০

দীর্ঘদিন পরে জামাই এসেছে বলে কথা। সে আবার যে-সে জামাই নয়; হালে শহরে থাকে। চল-বলন বদল হয়েছে, ঢঙ্-ঢাঙ। এনেছে কত কি! তবু ফুলির মন ভার, মুখ ভার। সে কাতরাচ্ছে ত কাতরাচ্ছে। কত সাধ্যি-সাধনা, কত কাকুতি-মিনতি, কত সেবা-যত্ন। ফুলি উপুড় হয়ে আছে ত আছেই। মুখ তোলার নামটি নেই।

০

ওষুধটা খেয়েছিলি? রাতে কালী শুধল।
ফুলি মাথা নাড়ল।
তবু কমল নাই?
ফুলির সেই একই ঢঙে মাথা নাড়ে।
আরেকটা ট্যাবলেট ছিঁড়তে যাচ্ছিল কালী, ফুলি জানালে, সে ও ওষুধ আর খাবে না।
কেন?
জবাব নেই।
আরো রাতে ফুলির বোল ফুটল। শুধল, বাবুর এখন কাজ-কাম কি?
কথার রকমে পিত্তি চড়ে কালীর। অত কীত্তি করে এখন শুধনোর ঢঙ দেখো! কালী ফুলির কথার জবাবে বলে, সে হবে 'খন পরে। এখন শরীর জুৎ ত?
ফুলি পাশ ফেরে।
অনেক দিন পরে দেখা। হাতের পাঁচ কি অসুখ বলে ছাড়তে আছে?

০

তেমনটি ত মনে হল না, যেমন চপলার মেয়ে নয়নকে লাগে; যেমন আঘাটার বগলাকে। এ কেমন যেন শক্ত, শিঁটিয়ে আছে।
কালী দুদিন পরে শহরে চলে গেল। বলে গেল, মন মতো ঘর পেলে সে ফুলিকে নিয়ে যাবে। আর ক'টা দিন। এট্টু গুছিয়ে নিই।
ফুলি কালীর হাবেভাবে থমকে গেছে। সে হ্যাঁ-না কিছু বলেনি। শুধায়নি ওদের ভিটে বাড়ী, গাছ-গাছালীর কথা। কালী আপনা থেকে রসিকতা করে বলেছে, গাঁ-ঘরে আর ফিরছি নে। ভিটে আছে, কদ্দিন থাকে দেখি! ভগবান যদি দিন ফেরায় ত দেখিস্, তোকে রাজরানী করে দেব।
কি-ই—ফুলি চমকে ওঠে।
রাজরানী গো, রাজরানী! বসবি আসনে, শুবি পালঙ্কে। থাকবে দাস-দাসী, নোকর-চাকর, বাঁদী-বান্দা—
ওমা! ওরা কারা?
ওরা? হো হো শব্দে হেসে কথা শেষ না করে কালী শহরে চলে গেছে।
পড়ে রইল পিছনে কাদামাটির পথ, দুপাশের বুনো আগাছার জঙ্গল, আম-জাম-হিজলের ছায়া; পড়ে রইল পুকুর-দীঘি-ডোবা, গাঁ কে গাঁ, গায়ের উপরে উপুড় করা ভাদ্রের আকাশ, আলো হাওয়া, খাঁ খাঁ বিল, বাদা।

ঠাক্‌মা গো, শুনেছিস কথা তোর নাতজামাইয়ের, বলছে কিনা, আমায় রাজরানী করে দেবে।

রাজরানী কেমন দেখতে ঠাক্‌মা? আমার মতো? রাজরানীর কি দুটো ছেলে থাকে? লালকমল, নীলকমল? তাদের কি মেয়ে থাকে না? কিরণমালা, হিরণমালা? আমার যে কিচ্ছু নাই। ঠাক্‌মা গো, আমি কি করে রানী হবো? আমি যে—

তা'লে আমি কি দুয়োরানী? তাই যদি, সুয়োরানী কে?

আচ্ছা ঠাক্‌মা, তোর নাতজামাই কবে রাজা হল? কি করে হবে? বিয়ের সময়ে সে ত ছিল কিষেন, তারপরে মজুর, তারপরে বেপারী, তারপরে—এরই মধ্যে রাজা! কবে হল গো?

ঠাক্‌মা, ও রাজা যদি, আমি রানী। হাতীশালে হাতী থাকবে, ঘোড়াশালে ঘোড়া; লোক, লস্কর, দাসী, বাঁদী—

o

ময়না, ও ময়না, সত্যি করে বল, ওর রাজ্যিটা কোথায়?

রাজবাড়ীর ময়না, না-দিলে কথা কয় না।

তবে রে। কে আছিস্ এটাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেল।

ফুলি গট্‌মট্ কট্‌মট্ করে তাকালে। ময়না ভয়ে পিঠের পালকে মুখ গোঁজে।

ময়না জানে, রানীমা রাগলে তাকাতে নাই।

o

ভাদ্রের বোনোজলে টান ধরেছে আগেই। মাছ মারাদের সুখ দেখে কে। খালে-বিলে ডোবায় মাছ আর মাছ। কিন্তু চাষের বারোটা বেজে গেছে। যারা রোয়ার কাজ শেষ করেছিল তাদের মাথায় হাত। বিল ধুয়ে মুছে একাকার। জল সরে যাওয়া বিলে আল আর বেনা ঝোপ ছাড়া কিচ্ছু নেই। দূরে দূরে আকাশ চেরা খেজুর গাছ, তাল; আরো দূরে কালচে ঘন সবুজে ঢাকা গাঁ।

হাহাকার পড়ে গেছে

হোক নাবী তবু চারা চাই। নতুন বীজ বুনে চারা—তাহলেই হয়েছে!

o

ফুলির গোঁয়ো মগজে ঢাঁউস স্বপ্নের চারা বুনে দিয়ে গেছে কালী। সেখানে বান নেই, ধ্বস নেই, সে দিনে দিনে বাড়ছে। সেই সোহাগী স্বপ্নের নিত্যি বাড়ার দাপটে সে তার বাছুর ভুলেছে, হাঁস, ভিটে-বাড়ী, এমন কি ফলন্ত গাছ-লতা।

কালী বলেছে, ও ধুয়ে আর জল খাব না।

ও-ভাবনা ফুলিও তুলে রেখেছে তাকে। সে আর কদ্দিন পরেই রানী হবে, কালী রাজা।

o

ফুলি রে—

কে ডাকে? যাই-ই—

৮

বানভাসিতে ধুয়ে যাওয়া মাঠে শেষ ভাদ্রে সাধ্যিমত চারা বুনে গেছে। নাবী ত বটেই, ধান হবে কি হবে না ঠাকুর জানে, তবু ঢাকে কাঠি পড়ল। মাসটা আশ্বিন। মেয়ে আসবে বাপের ঘরে সোয়ামী পুত্তুর, সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে। খুদকুড়ো যা ঘরে আছে তা দিয়েই জামাই-মেয়ে, নাতী-নাতনীদের সুখ দিতে হবে। বচ্ছরের কালে একটিবার, আহা, এই আশ্বিনে। কোথায় আদিগন্ত সবুজে ডোবা গাঁ, কোথায় বিল ঢাকা দুধভাঁত নোয়ানো ধানের শীষ,—নেই, তেমন কিছুই নেই ; সারা মাঠ যেন পিলেপেট হাড়জিরজিরে ছেলের মা, তবুও।

বারোয়ারী তলায় কাঠের কাঠামো খাড়া হয়েছে। বেনা বাঁধছে। মাটি মাখার কাজ শেষ। প্রথম মাটি সুরু হল বলে।

০

ইছামতিতে ঘন ঘন পালের মাস্তুল চোখে পড়ে। পাল।

কে যায় নদী বেয়ে? কে?

মেয়ে যাচ্ছে বাপের বাড়ী।

কোন গাঁয়ে বাপের ঘর গো?

কারো বা বিলাসপুরে, কারো সংখচরে ; কারো কাদাডাঙায় ত কারো রতন গাঁ ; কারো খোশবাগে ত কারো দরিয়াগঞ্জে। মেলা গাঁ, মেলা নাম।

ফুলি কোথায় যাবে ? সে ত আগেভাগেই বাপের বাড়ীতে। তক্কে তক্কে আছে কখন কালী আসে।
কালী বলেছে ফুলিকে রাণী করে দেবে।

o

আকাশের তুলো মেঘে আলো পড়েছে। খাল পাড়ের কাঁশ ফুলেও। শিউলি সুবাস ছড়াচ্ছে ভোর সন্ধ্যে। স্থলপদ্ম গাছে ফুল ফুটেছে।
ফুলির সাজগোজ সারা হয়ে যায় সেই বেলাতেই। ভাবটা এই, যদি পড়ন্ত বেলায় কালী এসে পড়ে, যদি বলে, এক্ষুনি যেতে হবে, যদি—
ঢাকের শব্দ বাড়ে। দো-মেটে, তো-মেটে সারা হয়েছে। রঙ বার্ণিশ বুলোনও শেষ। বাকী চক্ষুদান। সে ত সেই বোধনের দিনে।
বোধনের বাকী কত ?
আর বাকী ! কালকের রাতটি পোহালেই।
ওমা ! আমার কি হবে ?
বোধন গেল। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। দশমীর বাজনা বেজে উঠতে না উঠতেই কালী হুড়মুড় করে এসে পড়ল।
নে, নে, আজই যেতে হবে।
আজ-ই ?
বাপ, মা, ঠাক্‌মা সব্বাই অবাক। হতবম্ব !
সে কি গো নাতজামাই ? বলি, বাদ্যি বাজছে বিসর্জনের, আজ না বিজয়া !
তা'লে থাক ঠাক্‌মা তোমার নাতনী। আমার হাতে এট্টুও সময় নেই। তোমাদের সময় মত তিনুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।
তিনু শহর-বন্দরের চেনে কি ?
বাহ্‌ রে, এতো বড় মজা ! নিতে চাইলেও না, দিয়ে আসতে বললেও না,—
তা নাতজামাই, তুমি যে ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে এয়েছ।
ওই দেখো ! সময় যদি হাতেই থাকবে তা'লে এদিনে ছুটতে ছুটতে মরতে আসি ?
ষাট্‌ ! ষাট্‌ ! ওকি কথার রকম গো ?
তোমরা বলাচ্ছ, বল, আমার দোষটা কোথায় ?
সে ত ঠিক, সে ত ঠিক। বুড়ি আড়াল খোঁজে। মা-বাবাও। জামাই যদি একরোখা, মা, বাপ, ঠাক্‌মা কি করতে পারে ! বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ে ত বাপ-মায়ের নয়, জামাইয়ের। অতএব জামাইয়ের ইচ্ছেই ইচ্ছে।

o

ফুলির ডানা লাগানোই ছিল। ওড় বলতেই সে উড়ে গেল। মা-ঠাক্‌মার চোখের জলে ফুলির পথের ধুলো ভিজল, কালীর।
ফুলি ভাবল, মানুষটা ত সঙ্গে আছে, রইল। আমার ভাবনা কি ?
গাঁ ছাড়ালে মাঠ, মাঠ ছাড়ালে সড়ক। পড়ন্ত বেলার রোদ্দুরে গাঁ-ঘর হলুদে রাঙানো। যাচ্ছি গো যাচ্ছি।

ও কথা বলতে নাই। বলগে, আসি

o

আহা! এতো বড় বড় দালান-কোটা! এতো! এতো! কে অমন পিদিম দিয়ে সাজালে গো?

চুপ।

ওমা, এতো এতো জন-মনিষ্যি, গাড়ী-ঘোড়া, এ্যা তো!

চুপ।

কিসের এতো হাঁক-ডাক গো? হৈ চৈ? বিসর্জনের?

চুপ।

বাব্বা! কি রাস্তা দেখো, দেখো! কাদা নাই, এট্টুও পা বসে না, রাত্তিরেও এত আলো?

চুপ।

আহারে, কি সোন্দর দেখতে বউগুলো, মেয়েগুলো। যেন পিতিমে।

চুপ।

এ্যাই, আমরা এখানেই থাকবো, না,?

হ্।

আমাকে ওরকম সাজতে-গুজতে দেবে ত, এ্যাই?

আহ্, চুপ যা না।

এ কী! গড় করো, গড় করো। দেখছো না মায়ের থান।

ফুলি রাস্তাতেই মাথা পাততে যায়, কালী হাত ধরে টান দেয়।

অতই যদি চল ওপারে।

কালীর হাত ধরে রাস্তা পার হয়।

ফুলি গড় করলে শানে বার বার মাথা ঠেকিয়ে। কালী হাত জোড় করে ঘাড় নোয়ালে।

তা বাপু, এখানেও মায়ের থান। আমাদের ভয় কি! ফুলি বুক ফুলিয়ে খাড়া হল। টানটান। খসে গেল আধ হাত ঝোলানো ঘোমটা। খোঁপা খুলে একরাশ কালো চুল গড়িয়ে পড়ল পিঠে।

এ কী! আঁচলা মাথায় দে।

এই দিই। আঁচলাটা মাথায় তুলে দিল। আলো ছলকাচ্ছে ফুলির মুখে। ফুলির চোখে ভয়হীন উজ্জ্বলতা।

o

আরে কদ্দুর যেতে হবে গো?

এই তো।

একটা গলি পেরিয়ে বাঁক নিতেই এসে পেঁছল।

একটা ঘর, রান্নার একটু জায়গা। সামনে কুয়োতলা, পাশে খাটা পায়খানা।

এই ঘর!

কেন? অপছন্দ?

না, না,—

কালী তালা খুলতেই ফুলি ঘরে পা দিল।

ঘরের কোনায় পাতা তক্তপোষ, ওপরে গুটনো বিছানা। পাশে ছোট আলনা, দেয়ালে একটি মাঝারি সাইজের আয়না, দুটো জল চৌকি। আসন-বাসন-শিল-নোড়া টুকটাক কম জোগাড় করেনি কালী। একটি ছোট-খাটো কাঠের সস্তার আলমারীও কিনেছে, একটা বাসন-কোসন রাখার কাঠের র‍্যাক।

ঘরটা একঠেরে। পাঁচিল দিয়ে আলাদা করা। আশপাশের লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু মুখ দেখছে না ফুলি। ঘরের পেছনের জানালা খুলতেই ওদিকটা চোখে পড়ল। ঘরের পাশে একটা ইয়া বড় কাঁঠাল গাছ। তার পাশে বুড়ো নিম।

কাঁঠাল ধরে ?

তার কি জানি।

এত বড় গাছে কাঁঠাল ধরে না ?

আহ্ থামবি।

ফুলি থতমত খেয়ে থেমে গেল।

আজ আর রান্নাবান্না না।

খাব কি ?

দোকান থেকে আবার আনব।

সে কেমন ?

খেলেই বুঝবি।

০

পরদিন ভোরে কালী বাজারে যেতেই অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ফুলির। বাড়ি-উলী খোকার মা, কণ্ডাক্টারের বউ ইন্দ্রানী, কম্পাউণ্ডারে বউ নীরজা, পুলিশের বউ শ্যামলী, মনিহারী দোকানীর বউ হিমানী, মনুর বউ সবিতা, হরির মা, মঞ্জুলা, আন্না, করবী। নামের হরির লুট যেন! ঢঙ্ঢাঙ্ও কত!

ওরা শুধিয়েছে, তোমার নাম কি ভাই ?

অকপটে বলেছে, ফুলি।

ফুলি আবার নাম নাকি! ও ত ডাক নাম।

হবে।

খলখিল হাসির শব্দে বাড়ী মাথায় করেছে বউগুলো। ফুলি লজ্জা পেয়েছে, রেগে-ছেও। তাও যদি দেখতে শুনতে হত! সব ত কাপড়ে-চোপড়ে। ঢঙ।

ফুলির তাকানোয় ওরা অপ্রস্তুত হয়েছে। বলেছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা ভাই কিছু মনে করিনি নতুন নতুন অমনটি হয়। দু-দশদিন থাকো, সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ যাই—

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে ওরা আঁচল চাপা দিয়েছে মুখে। সবারই গা দুলছে। গেঁয়ো হলেও ফুলিও মেয়েমানুষ। আঁচল চাপা হাসির ধকল ওর জানা। সে সশব্দে দরজা দিয়েছে।

০

কাঠ, ঘুঁটে, কয়লা সব আগেই জোগাড় করে রেখেছিল। উনুন সাজানো ও আগুন দেয়া

কালীই শিখিয়ে দিলে। উনুনে ধোঁয়া উঠতে তরকারী কুটতে বসল ফুলি। হাসতে হাসতে শুধলে, কই গো, দাসী-বাঁদী, চাকর-চাকরানী।
চুপ।
ও মা, তুমি না বলেছিলে রানী করে দেবে।
আহ্ থামবি। ওসব কথার কথা।
সেকি! ঠিক নয়?
কেন, তোর মন্দ লাগছে?
সবে এয়েছি। তা এ বুঝি রানী হওয়া?
নয়?
ফুলির হাত অবশ। তা'লে ত এখানে অনেক রানী গো! কিন্তু এক দেশে যে এক রানী ছিল, গপ্পে আছে না—
সে ত গপ্পের রানী।
তা'লে এখানে অনেক রাজা? খুব আস্তে শুধিয়েছে ফুলি।
কালী হেসে জবাব দিয়েছে, আমার মতো।
তা'লে বউগুলোও আমার মত রানী?
কালী ফুলিকে থামাতে প্রাণপণ করে। বলে, থাক না দুচার মাস, দেখিস্ কি করি।
কি করবে গো? রানী?
আহ্. থামবি।

কালী খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেছে। ফুলির কাজকম্ম সারা।
এখন কি?
ঘর গুছোও।
ঘর ত গুছনো।
তা হলে ঘুমা।
বললে বুঝি ঘুম আসে?
ঘুম নাই তো, ঘর দেখ, বাড়ী দেখ। জানালা খুলে পাশের বউ-ঝিদের দেখ। কাঁঠালের ডালে, নিমের ডগায় সূর্যি দেখ। নিদেন খিঁচনো কাকের ডাক শোন। কারখানার ধোঁয়া—
ও বৌদি!
কে?
ফুলি সদরের খিল খুলতে আন্না হড়বড় করে ঢুকল।
তুমি?
আমি ভাই তোমার ননদ। এ বাড়ী আমাদের।
ওমা, এসো, বসো। তা সকালে আসনি যে!
কাজ ছিল না!
আন্না অনেক বকে-ঝকে বলে গেছে. সে দুপুরে আসবে। রোজ রোজ আসবে।

এসো।

O

দিন কয় পরের এক ভর দ্‌পুরে যখন সব বউ-ঝিগুলো গা এলিয়ে দিয়েছে বিছানায়, ঘুম আসে আসে, সেই অঘটনটা ঘটল। তে-তলা বাড়ীর এদিককার মন মরা বউটা ঘরে খিল দিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গা-মুখ-বুক ঝলসে গেছে। হাল এমন যে চেনা যায় না। দরজা ভেঙে যখন ঢুকল তখনো পরাণ ছিল, আগুন নেভাতে না নেভাতে সব শেষ। অথচ ছেলে ছিল, কোলের মেয়ে ছিল, দশাসই সোয়ামী ছিল, তবু—

সে অনেক কথা। কেউ বললে, অসুখ ছিল। কেউ বললে, দ্‌ঃখ। তা বলে নিজের গায়ে নিজে আগুন! কি এমন দ্‌ঃখ গো অমন পরাণটাকে তুচ্ছ করে?

সোয়ামী অন্য মেয়েতে মন দিয়েছিল।

আহারে, সোয়ামী গেলে মেয়েমানুষের আর থাকে কি? তা বলে ছেলে-পুলের মা, মায়া-মমতা নাই, অঘোরে পরাণ দেবে?

দিল ত।

লাভ কি হল? ও মিনসে এখন আরো ফ্‌র্তিতে গোষ্ঠলীলে করবে না?

করবেই ত!

ছ্যাঃ ছ্যাঃ বেটাছেলেগুলো জানোয়ারেরও বাড়া।

মেয়েছেলের কাণ্ডকেত্তনও কম কি গা? তালি কি আর এক হাতে বাজে?

হৈ, চৈ, কথা কাটাকাটি, গুজুর-ফুজুরে পাড়া তোলপাড়। এল পুলিশ, চলল জেরা, হাসপাতাল, দাহ। হুজ্জোত কি অল্প!

ব্‌াচার শতেক জ্বালা, মরলেও রেহাই নাই। কি কাল গো!

O

পরের দিন দুপুরে তখনো আগের দিনের ঝড় বইছে। আন্না পড়ি-মরি ছুটে এসে বললে, একটি ছেলে আসবে বৌদি, বিমল। এট্‌্ বসতে দিও।

বাহ্‌, বসতে দেব না!

এট্‌্ পরে বিমল এল।

চেনা নাই, জানা নাই, তবু আন্নার কথা বলে কথা, ঘরে এনে বসাল। একটু পরেই আন্না এল।

বৌদি, তোমার পায়ে পড়ি।

ও কি কথা!

কাউকে কিছু বলবে না বলো?

আমার কি দায়! আমি কেন বলতে যাবো?

যা দেখবে তাও না।

সে কী! কি দেখাবে আন্না ভগবান জানে।

কি কথা দিলে?

ফুলি ঘাড় নাড়ল।

আন্নার তর সইছে না। ফুলির ঘরে ঢুকেই হামলে পড়ল বিমলের উপর।

ছিঃ। ছিঃ। ফুলি মুখ ঘুরিয়ে রান্নার জায়গায় দিকে সরে গেল। বেরোল যখন তখন চোখ রাখা যায় না আম্নার দিকে। ঝড় বয়ে গেছে যেন। বিমল এক ফাঁকে ফটক খুলে বেরিয়ে গেছে। ফুলি ঠায় তাকিয়ে আছে আম্নার দিকে। আম্না মুখে-চোখে জল দিল, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে, চুল ঠিক করে যখন ঠিক ঠিক খাড়া হল, তখন—

ফুলি বললে, তোমাকেও গায়ে কেরোসিন ঢালতে হবে গো ?

বলছো ? হেসে পা বাড়াল আম্না। বড্ড ঘুম পাচ্ছে ভাই।

ফটক দিতে দিতে ফুলি ভাবল, ঘুম ভাঙলে টের পাবে কত ধানে কত চাল !

০

আম্না এসেছিল না ?

ফুলি ঘাড় নাড়ে।

ছেলেটা কে রে ?

নামন্ত বলল, বিমল।

কি করছিল ?

ফুলি চুপ।

আর কখখনো ঢুকতে দিবি না।

ঠিক আছে। দেব না।

০

সন্ধ্যের দিকে আরেক ফিস্‌ফিসানি। ফুলি অবাক মানে। সবার নাকি জানা।

অতগুলো কাচ্চা-বাচ্চার মা, তুই কিনা উঠতি ছেলেটার মাথা খাচ্ছিস্‌ !

শুধু হাতে খাচ্ছে বুঝি ! ছেলেটা দেয়-থোয় যে !

তা বলে—

হলে তো তোর ওবয়সের ছেলে হত। তুই বুড়ি মাগী কিনা—

ছেলেটারও বলিহারী ! মাথা মুড়োবি ত ওখানে কেন ? দেশে কি উঠতি মেয়ের আকাল পড়েছে ? ভাঁজা বউয়ের ?

শোন কথা ! ফুলি কানে আঙুল দিয়ে সরে আসে।

০

এ কোথায় নিয়ে এলে গো ?

চুপ, চুপ। আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে।

আমার সইয়ে কাজ নাই। আমায় বাপের বাড়ী রেখে এসো।

কেন ? কেউ কি—

কুরুক্ষেত্তর হয়ে যাবে না ?

তা'লে তোর ভয় কি ! তুই ঠিক থাকলে—

ঠিক থাকবে কি ফুলি ! এরই মধ্যে যে গা গুলিয়ে উঠছে। লাজ-শরম নাই, ধম্মাধম্ম নাই, বেলাল্লা, বেহায়া,—

মনে সন্দেহ বাড়ছে ফুলির। ওর মানুষটাও কি ?

শহর বলে কথা। সব ত ঘেষাঘেষি, পাশাপাশি। ও এট্টু হয়।
তা বলে এমনটি ?
বাহ্, গাঁ-ঘরে বুঝি ছিল না ?
ছিল, ছিল, কিন্তু এমন—
এট্টু কম, এট্টু বেশি। মানুষ বেশি ত কেচ্ছাও বেশি। ও কিছু না।
শহর তোমাকে গিলেছে গো !
হা হা শব্দে হেসে কালী বললে, তোকেও খাবে।
সে কি ! তুমি কি গিলেছ ? নাকে শ্বাস টানে।
ব্যথা মারতে এট্টু। মাইরি এইটুকুন। কালী হাতে দেখালে।
আমার আসার আগেও খেতে।
কখন-সখন।
ফুলি গুম হয়ে গেল।
বদলে যাচ্ছে, বদলে গেছে। এ মানুষটা কি সাত চড়ে রা না কাড়া সে মানুষটা ?
ফুলি আড়ে আড়ে তাকায়। সিগারেটের ধোঁয়ায়, গন্ধে ঘর ভরিয়ে ফেলেছে কালী।
ফুলি দম নিতে বারান্দায় গেল।

o

এরই মধ্যে পাথুরে এ শহরের অনেক দেখে ফেলেছে ফুলি। গাড়ী, ঘোড়া, মানুষ-জন অলি-গলি। শহরটা যেন সেই ঠাকুমার গপ্পের রাক্ষস, যাকে পাচ্ছে গিলে খাচ্ছে। শুনেছেও অনেকে। বাব্বা, এ ক'ঘর মানুষের কত কথা ! এখানে এটুকুতে যদি এতো গোটা শহরটাতে কত ? কেউ যদি ঘর ঘর নিয়ে পালা লেখে—তা'লে ?
ফুলি দেখতে দেখতে চোখে অাঁচল চাপা দিয়েছে। শুনতে শুনতে কানে আঙুল।
মুখে শুধিয়েছে, এখানে কি সুখ গো ?
নোটের গোছা ফুলির সুমুখে পেতে বলেছে, এক সঙ্গে এত টাকা এক ঠাঁই দেখেছিস ?
না ফুলি দেখেনি। ফুলির বাপ, পিতামহ, কেউই দেখেনি।
অত দিয়ে কি হবে ?
মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কালীর, সুখ কিনব।
কী-ই ?
কাল দেখিস্।

o

পরদিন রেডিও কিনে দিয়েছে কালী। নব ঘোরাতেই গান।
ও মা গো, আমার কি হবে ?
কয়েক ঘরে বাক্সে গান গাইতে শুনেছে বটে, কথা কইতেও। লজ্জায় ভয়ে শুধতে পারে নি, কে গান গায়, কে কথা বলে ?
এখন ওর ঘরেও গান গাইছে, কথা কইছে।
ফুলি হাসবে না কাঁদবে। ফুলি কালীকে জড়িয়ে ধরে গালে কয়েকটা চুমুই দিয়ে দিলে।
এতেই এতো !

ওমা, আরো কিছু আছে বুঝি ?
নেই ?
পরদিন সিনেমায় নিয়ে গেছে কালী, শনিবারে থিয়েটারে।
এ্যাতো সবও ছিল ?
আরো কত কি।
আমাকে নিয়ে যাবে ?
নিয়ে যাব না ! নিশ্চয়ই যাবো।
মাস ফুরোনোর আগেই এ শহরকে স্বর্গ মেনেছে ফুলি। এর কাছে গাঁ ?

O

শোনো, একটা লোহার গুটনো চেয়ার নিয়ে এসো।
এনে দিল।
মনুর বউটা বলছিল টাঙাইল শাড়ীর কথা, বেশ দেখতে নাকি !
এনে দিল।
কেরোসিনের স্টোভগুলি বড় সুবিধে। কাঠি ধরালেই আগুন।
এনে দিল।
আমার পাউডার-সোনো বড় সস্তার। আন্না বলছিস, পণ্ডস্ না ফণ্ডস্ খুব ভাল।
নিয়ে এল।
জানো, আমার নখগুলো কেমন খয়া খয়া ! কি যেন পালিশ আছে না—কাল এনো কিন্তু।
নিয়ে এল।
একটা মুর্শিদাবাদী সিল্ক দেবে ? একটা জর্জেট সাড়ী ?
এ চুড়িগুলো পলকা, ওরা বলছিল দু'ভরিতে বালা হয়। দেবে ?
এনামেলের বাসনে কেউ খায় না গো ! বড় সস্তার। কাঁসার বাসন-গ্লাস-বাটি—ওই পাঁচ মাথার বাজারে পাওয়া যায়। সব চে' ভাল নাকি কি বাজার যেন !
মুর্শিদাবাদী সিল্ক এল, জর্জেট শাড়ী, বালা, কাঁসার বাসন, বিছানার কাজ করা চাদর, ফুল তোলা ওয়ার, নাইলন মশারী, জানালা-দরজার পর্দা, গোল টেবিল।
ফুলি শুধল, তোমার ইনকাম কত ?
কি-ই ?
আন্না বলছিল, দাদার ইনকাম কত ? ইনকাম কি গো ?
হাসতে হাসতে কালী বললে, এই ত তুই হয়ে গেছিস্।
কি হয়েছি গো ?
কালী সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, আন্নাকে বলিস্ ও ব্যাপারে আমি মাথা গলাই নে।

O

বিনা লাইসেন্সে সুদের কারবার ! শালার আবার লম্বা লম্বা কথা। দিস্‌জল সুদ, দেখি

শালা কি করে ?

এই কথা ! গুমরানো রাগ একদিন ফেটে পড়ল ।

কার বাপের টাকায় কারবার করি নাকি ? কড়ারে নিয়েছে, সে দেবে না ত তার বাপ দেবে । এ কি ভাসা পয়সা নাকি যে মেরে দেবে ? রাখ্ রাখ্ ওসব রোয়াব-ফোয়াব আমিও বাপের বেটা । হিসেবের কড়ি পাইটি মিটিয়ে দিবি, তবে ছাড়ান ।

না দিলে ?

বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব ।

তাই নাকি ?

তবে রে—

সন্ধ্যায় হুলুস্থুলু । মাছের বাজারে কালীর হাতধরা সবাই কালীর হয়ে ফেটে পড়ল । পাড়া তোলপাড় । হম্বিতম্বি, হাতা-হাতি, মারপিট । শেষে কালীর হাতে পায়ে ধরে রক্ষে । পরদিন কালী ডানহাতে স্টেনলেস স্টীলের চুড়ি, বাঁ হাতে ঘড়ি, মোটা ফ্রেমের গগলস চোখে ঘরে ফিরল । ফুলি ওর দিকে তাকিয়ে থ ।

চোখে কি হয়েছে গো ?

চুপ কর । চোখে আবার হবে কি । চড়া রোদ্দুরে ঘুরতে চোখ জ্বলে তাই ।

তাই বলো ! ফুলি হাসল ! ক'টা বাজে গো ?

বারোটা-টারোটা হবে ।

সত্যি !

কালী-ফুলি দুজনেই হেসে উঠল এক সঙ্গে ।

দেখতে বেশ লাগছে কিন্তু ।

দিন যাক, আরো লাগবে ।

O

সারা দুপুর ঘুমিয়ে বিকেলে বেরোল । ফিরল অনেক রাতে । খুব টেনেছে । পা ফেলতে পারছে না ঠিক মত ।

ছিঃ ছিঃ ।

চুপ শালী । পাড়ায় থাকতে গেলে মাঝে-সাঝে টানতে হয় । দেখছিস্ না শুয়োরের বাচ্চাদের রকম-সকম ।

তা বলে—

চুপ যা তো । আমার ভাল আমিই বুঝব । তুই ভাত দে ।

আর কথা বাড়ায় নি ফুলি । সত্যই তো ! যে দেশের যে নিয়ম । হয়ত শহরে এই-ই চল । যা চল তা তো মেনে নিতেই হবে ।

ফুলি এখানে ওখানে, আশেপাশে আরো টলা-পা মানুষ দেখছে । নিশ্চয়ই ওরাও—

O

অঘোরে ঘুমুচ্ছে কালী । অনেকক্ষণ জেগে থেকে ফুলিও ঘুমিয়ে পড়েছে । ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, কে যেন ওকে ডাকছে । ডাকতে ডাকতে একেবারে সদরের মুখে । ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে ফুলি । মুখে বললে, যা-ই—

৯

এবার কাঁথা নামাতে হবে।

দূর! এখন কি।

ওরা বলছিল, লেপ কিনতে, ওয়ার দেয়া

কম্বল নয় কেন?

বলছিল, বড় গা কুট্ কুট্ করে।

ওয়ার দিলেও?

বলছিল ত।

ঠিক আছে তা'লে লেপই কিনব।

বলছিল, রেডিমেড ভাল না।

অর্ডারই দেব।
পুলিশ দাদা না, কি নাম যেন—
নটবর।
হ্যাঁ হ্যাঁ, গতকাল ফ্যান কিনেছে।
কার্তিক মাসে ফ্যান ?
বলছিল, শীতে দাম কম। কমিশন দেয়। শ্যামলীদি বলছিল, কমিশনে কিনেছে।
কিনেছে না হাতি। দেখ গে কার কাছ থেকে ফাউ ঝেড়েছে। ও শালারা আবার পয়সা দিয়ে কিছু কেনে নাকি ?
আমাদের একটা আনবে ? দুপুরে না ঘরটা বড্ড তেতে ওঠে।
টাঙাবি কোথায় ? চালার টানা বাঁশে কি ফ্যান ঝোলানো যাবে ?
বলছিল, টেবিল ফ্যান পাওয়া যায়।
আচ্ছা, দেখা যাবে।
না, দেখা নয়, মাইরী এনো।

O

সকালে স্নান-পূজো, রান্না-বান্না, বেলায় ঘর-দোর গুছনো। দুপুর বড় ভারী। যায় যায় করেও অনেকক্ষণ। ঘুমিয়ে ঘুরেও ফুরোয় না। একাকী কি করে কাটে ?
কালী বলেছে, আমাদের সঙ্গে সিনেমায় চলে যাস্।
রোজ রোজ সিনেমা, ভালো লাগে না। তাছাড়া —
কি ?
সব্বাই বড্ড কথা। ঘাড়ে চাপতে চায়।
ফলে, বিকেলে পার্কে যায় ফুলি। ফেরে সন্ধ্যে সন্ধ্যে। রেড়িও চালিয়ে দিয়ে রান্না সারে। কেউ এলে গপ্পটপ্প।

O

দিন যায়, রাত যায়।
কালীর দাপট বাড়তির দিকে। সে নাকি নতুন কি কাজে লেগেছে। ভাঙাচোরা কেনা-কাটার কাজ। নীলামে কেনে থোকে, বেছে দাম ধরে। আয় ক্রমশঃ বাড়ছে। একাজে শরীক আছে আরো দুজন। পল্টু, দীপু। ওরাও দাপুটে লোক। মাঝে মধ্যে আসে, বসে ইয়ার্কি-ফাজলামী, রঙের-রসের কথাবার্তা।
ফুলিকে এখন চেনা যায় না। মোচড় দিয়ে কাপড় পড়া, নাই দেখিয়ে ঢঙ, আঁচল গড়ানো কথা, সব এখন রপ্ত। ফুলি নিজেই অবাক মানে কত তড়িঘড়ি এখন রঙ বদল হচ্ছে। সে ম্যাচ-করা বোঝে, কোমর-ভাঙা চলন বোঝে, এমনকি স্যাম্পু করাও।
আগে থেকে ফর্সা হয়েছে ফুলি, গায়ে গতরের চেক নাই বেড়েছে, জৌলুষ। বোঝে পার্কে রাস্তায় লোকের স্থির নজর দেখে, পাড়ার ছেলেদের বৌদি ডাকার বহরে।
ফুলির নজর চড়ছে।
বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তিনু এল। ফুলির বরের পাড়ায় দাপট দেখে ত ওরা থ।
ঘর খুঁজতে অসুবিধে হয়েছে ?

তিনু বলার আগেই বুড়ো বললে, নাম বলতেই সবাই দেখিয়ে দিলে।
ফুলি মনে মনে বললে, তাহলেই বোঝ।
জামাই দাদার পাড়ায় খুব নাম-ডাক।
ফুলি হাসল।
তোকে কত কি দিয়েছে।
ফুলি তিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে রেডিওটা চালিয়ে দিলে।
যদি! তিনু লাফিয়ে রেডিওর কাছে গেল।
অত কাছে না, যদি পড়ে যায়। ফুলি সতর্ক করল তিনুকে।
অ-ফুলি, জামাই তোকে গয়না-টয়না গড়িয়ে দিয়েছে ত?
ফুলি ঘাড় নাড়ল। দেখাল কানের, হাতের, গলার।
বাবা বললে, সব দিক গুছিয়ে সংসার করবি। টাকা লক্ষ্মী মা।
সে ফুলি জানে।
দুদিনেই বুড়োবুড়ি হাঁপিয়ে উঠল। তিন দিনের দিন বললে, এই ঘরে কি আমাদের মন বসে। বসে বসে কোমরে বাত ধরে গেল যে। আমরা যাচ্ছি, জামাইকে বলিস্ তিনুর জন্যে কিছু করতে। ওর যদি একটা হিল্লে হয়।
তোমার জমি-জমা, চাষ-আবাদ?
সে ত আমি আমি আছি গো। যদ্দিন আছি ভাবনা কি! গাঁ-ঘরে পরে থাকলে ওর জীবনটা—
ঠিক আছে, ঠিক আছে।
তিনু আরও দিন দুই থেকে গেল। ইচ্ছে ছিল একেবারে থেকে যাবার, ফুলিই ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে, জুৎ মতো কাজ পেলে তোর জামাই দাদা খবর দেবে।
ঠিক তো?
মিথ্যে বলছি!
বার বার মনে করিয়ে দিয়ে তিনু কালোমুখে ফিরে গেছে।

আন্না বমি করছে। সারাক্ষণ নাকি গা গুলোচ্ছে।
কি রে? কি হল তোর? বাড়ীউলির গলা।
শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে।
শুয়ে থাক।
প্রথমে আন্নাও ভেবেছিল জ্বর-জ্বর কিছু বুঝিবা। হঠাৎ ভয় পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিলে। এ গা-গুলনো আন্নার বড় চেনা। ওর বাবা মরার আগের বছরও ওর মার গা গুলিয়েছে। তারো আগের বছর বছর। বাবা কোথায় নিয়ে গিয়ে এক বেলায় মার গা গুলোনো থামিয়ে আনত।
আন্না ভয়ে ভয়ে এক ফাঁকে ছুটে এসে ফুলির পা ধরে বসল।
বউদি, কি হবে?
ওমা! আমি তার কি জানি?

কালী দা ? তুমি কালী দাকে বলো।
দূর ! ও ওসব জানবে কেন ?
আন্না চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেছে, ওরা বেটা ছেলে। কালীদা না জানুক ওর বন্ধুরা জানে।
ঠিক আছে, বলে দেখব।
ফুলি কালীকে বলেছে। কালী শুনে থ !
এত তাড়াতাড়ি !
কি হবে গো ?
তার আমি কি জানি। নষ্ট মেয়ের বিষ মরুক।
বলছিল, নইলে গলায় দাড়ি দিতে হবে।
দেখি।
কালী ওসব জানে না। দীপু পল্টুদের জিজ্ঞেস করে দেখবে। তবে ও বড় হুজ্জোতি ব্যাপার। ও ওতে নেই।
কালী দীপুদের বলতেই এক পায়ে খাড়া। ওই মওকা। টাকা দুশ' লাগবে। যেতে হবে দূরে। আসতে যেতে তিনদিন। সেভাবে কথা বলতে বলিস্।
টাকা জোগাড় হতেই ফুলি খবর দিল।
তুমি যাবে ?
না গেলে যদি হয়—
না না, দীপুদের হাতে একটি মেয়েকে—
ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস্ !
আন্না মামার বাড়ী যাবার নামে, কালী নীলাম ডাকার অছিলায় বেরিয়ে গেল। তিন দিনের দিন বিকালে ফিরল আন্না, রাত্তিরে কালী।
খালাস হয়েছে ত ?
কালী ঘাড় নাড়ে।
বাঁচিয়ে দিলে মেয়েটাকে। নইলে—
তোর জন্যে।

o

আন্না এখন কালীর ভীষণ ন্যাওটা। দাদা বলতে অজ্ঞান। ফুলি কার্তিকের শেষাশেষি ঠাকুমার অসুখ জেনে বাপের বাড়ী গেলে আন্না সব করল। রান্না-বান্না, গুছনো-টুছনো।
তুমি কালী দা খুব বুদ্ধি রাখো মাইরী। শয়তানও।
তা বটে ! বাচিয়ে দিয়েছি ত !
মজাও কম লোটনি।
তোর খারাপ লেগেছে ?
আন্না মুখ চেপে ধরেছে কালীর। শুধিয়েছে, বৌদিকে একা পাঠাল কেন ?
তোর জন্যে।
সত্যি ?

কালী জড়িয়ে নিয়েছে আমাকে।
আবার যদি গা গুলোয় ?
দূর পাগলী, দেখছিস্ না তোর বৌদির কোলে নেই
উফ্ তাই ত! আমা ঢলে পড়ে কালীর গায়ে।
o
ফুলি গাঁয়ে পোঁছতেই ঠাক্মা উঠে বসল।
তোমার না অসুখ ?
তোর বাপ-ভাই বলছে বটে।
হয়েছিল কি ?
কি হয়েছিল বুড়িও ঠিক ঠিক জানে না। বলছে ত দ্দিন জ্ঞান ছিল না।
কেন গো ?
বুড়ি বললে, নিঘ্যাত ভর করেছিল, নইলে অত ঘুম পাবে কেন ?
কে ভর করেছিল গো এ বয়সে ?
আবার কে? ওই মিনসে্।
ব্যাপারটা ঠিক ঠিক কেউ ধরতে পারে নি। তবে দুদিন মরার মত পড়েছিল এ ঠিক।
তার জন্যে ফুলিকে খবর দেয়া। হৈ চৈ।
o
ফুলির গাঁ-ঘরে এ ক'দিন ভালই কেটেছে। গাঁ উপচে পড়েছে ওকে দেখতে। কদ্দিনেই চলন-বলন কত না বদল হয়েছে।
ঠাক্মা বললে, মেয়েমানুষ হল কিনা জলের পারা, যে-পাত্তরে রাখবি সে পাত্তরের রঙ ধরবে, এতে চোখ উল্টোনোর আছে কি ?
সত্যিই পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো।
তা নাতনী উঁকি-টুঁকি উঠল ?
হাসল ফুলি। এরই মধ্যি ? এত্ত বছর হল নাই ত এ ক'দ্দিনে ?
আদর-টাদর করে ত ?
বাহ্, গায়ে গা লাগিয়েই ত আছি।
আমারে একবার শহর দেখাবি লো!
সঙ্গে চলো।
ফুলি ঠাক্মাকে সঙ্গে নিয়ে শহরে এল।

o
শহর বলতে কত্তটুকু বুড়ি জানে না। এই চৌহদ্দী যদি শহর, বুড়ির মন খারাপ হয়ে গেল। ঘরে-বাইরে বসে থেকে ছানি পড়ো পড়ো চোখে যেটুকু নজর এল, তাতেই বললে, অ-ফুলি, নাতজামাই যে উড়ছে!
কোথায় ?
আরো দিন দুই গেলে, ছেলে-ছোকরাদের আনাগোনা, রঙ-ঢঙ্ দেখে বললে, অ-নাতনী, তুই যে উড়লি বলে।

কোথায় ?

কালী-ফুলি দুজনেরই মনে হল, ঠাক্‌মা গোঁয়ে মানুষ, বয়স হয়েছে, ঠিকমত ঠাওর করতে পারে না, তাই।

পড়শীদেরও একই কথা। সেকেলে মানুষ, ওদের দোষ কি।

ঠাকুমা আরো দিন কয় জুবুথুবু বসে থেকে এদিক-সেদিক দেখে, বললে, নাতজামাই, আমারে রেখে এস।

কেন গো, থাক না কিছুদিন।

এখেনে ? না ভাই, মন কাঁদছে, জ্বলছে।

যাবার কালে ফুলিকে ডেকে কানে কানে বললে, অতি বাড় বাড়িসনে লো, ঝড়ে উড়িয়ে নেবে।

কি বললি ঠাক্‌মা ? যাবার কালে অমন অলুক্ষণে কথা ?

লক্ষণ সুবিধে নয় ভাই। খুটি উপড়াল বলে।

কে ? তোর নাত জামাই ? ফুলি অবিশ্বাসী চোখে তাকায়, হাসে। দূর, তোর দেখার ভুল।

o

বলা নেই কওয়া নেই ঠাক্‌মাকে দিয়ে এসে সেই যে বেরোলো, তারপরে তিন দিন তিন রাত্তির ডুব। ফুলির ঘর-বার, ঘর-বার। বলেছিল বটে যদি সময়ে-অসময়ে না ফিরি, যদি কোথাও আটকা পড়ি, দেখিস্ পাড়া মাথায় করিস্ নে। খারাপ কিছু হলে নিশ্চয়ই খবর পাবি। তবু মন বলে কথা, মনের উদ্বেগ বলে কথা। দুদিন কোনমতে মনকে বুঝিয়েছে, কিন্তু তিন দিনের দিন একেবারে ভেঙে পড়েছে ফুলি। ঠাকুর-দেবতার মানত অবলীলায় উচ্চারণ করছে সামর্থ্যের হিসাব না করেই। এছাড়া ঘরে পাতা লক্ষ্মীর আসনে মাথা কোটা ত আছেই।

আসলে ফুলি এখানের কিছুই তেমন করে চেনেনি, না রাস্তা, না ঘাট। মানুষগুলোর যে কজনার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছে তাদের মুখাবয়ব মনে ধরে রাখার কারণও তার ঘটেনি। কারণ কাউকে একবার দেখেছে, কাউকে বার দুই। কালীর ব্যবসায়ের ভাগীদারদের বাড়ীতে গেছে বটে, কিন্তু কোন দিক দিয়ে কিভাবে নিয়ে গেছে ফুলি জানে না। তিন রাত্তির পোহাতেই কালী ঘরে ফিরল। মাথা কুটতে ইচ্ছে হচ্ছিল ফুলির, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

একি! কাঁদছিস্ যে ? এ আবার কি ঢঙ!

ফুলি জলে ভেজা চোখ তুলে বলেছে, আমার ভাবনা হয় না বুঝি ?

হবার কথা হয়েছে, আমি কি উবে গেছি ?

গিয়েছিলে ত!

এই মা, কাজে-কামে মানুষ আটকা পড়ে না ?

তা বলে এদ্দিন ? একা আমার কাটে কি করে ? যদি—

রাখ তোর যদি-টদি। এট্টু দেরি হয়েছে বটে, কিন্তু কামাইটা দেখ।

দুভাগে ফুলিকে অনেকগুলো টাকা ধরিয়ে দিলে। বড় বাণ্ডিল কামাইয়ের, ছোট ভিটে বেচার।

কি-ই ? বেচে দিয়েছ ? একবার শুধলেও না ?
হঠাৎ হয়ে গেল। তাছাড়া ফেলে রেখে লাভ ? ফিরে ত যাচ্ছি না।
ছিল, থাকত, বাপ-পিতামোর—তাছাড়া তোমার ত টানা-টানি ছিল না গো।
টান ছিল ত একটা, কাটিয়ে দিলাম। পিছটান ঠিক না।
ইতিমধ্যে শহুরে তাপে-সুখে ফুলিও ভুলে গিয়েছিল। তেমন মনে পড়ছিল না ইদানীং। তবু ফুলির মন খুঁত খুঁত করল। মনে হল, এমন উপড়ে ফেলা কি ঠিক হল ? যদি কোনদিন—আবার মনে হল, এক দিকে ভালই হল। দু' নৌকায় পা রাখা ঠিক না। তাছাড়া ওরা ত আর ওখানে যাবে না। তাহলে ?
তবু ফুলির চকিতে মনে পড়ল হিজলতলী পথের কথা, শ্রীদামের আম বাগানের কথা, রায়দের পুকুর, বেনেদের ঝিল, বাজার, মাঠ, আকাশ, ভিটে, ঘর, ফলন্ত গাছ-লতার কথা।
আহারে, নিঘ্যাত এদ্দিনে খাঁ খাঁ করছে, কাঠবেড়ালী ঘুরছে ডালে ডালে, পাড়ার লোকেরা হামলে পড়েছে ভিটের উপর।
কে নিলে গো ?
কি ?
ও মা, ভিটে-বাড়ী ?
আর কে ? নিতু পাল।
সেই ওর হাতেই গেল।
আমাদের টাকা পাওয়া নিয়ে কথা।
সে ত বটেই। ফুলির মন ভার হল।
আর কি ওখানে যাওয়া যাবে ?
কালী একথার কোন জবাব দিল না। ফুলির একবার ইচ্ছে হয়েছিল শুধোয় খালেক-মালেক-ফরিদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা ? সনাতন ঠাকুর পো, বীরুর মা, সুধার দাদু, পারু, চারুর মারা কেমন আছে ? ফুলির আরো অনেকের কথা মনে হচ্ছিল, কিছুই জগ্যেস করা হল না। কি যেন এক দুঃখু বুক জুড়ছিল, চোখ ঝাপটাচ্ছিল, ফুলি তড়ি-ঘড়ি উঠে উনুনে আঁচ দিতে গেল। যেন ধুঁয়ার ছলনায় কাঁদার ছল খুঁজতে।

০

এ যেন ঘটনার মাস।
রাস্তার কলে জল ধরতে গিয়ে বালতি নালায় ফেলে দেয়ার জন্যে থানা-পুলিশ হল সজল-মিনতিদের। ভুমেনের বোন স্বপ্নার বিয়ে হয়ে গেল। শ্যামলীর বর ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরে পড়ে সাসপেণ্ড হল। কম্পাউণ্ডারের মেজ ছেলে শান্ত কোন অজাত-কুজাতের মেয়েকে সিঁদুর পরিয়ে ঘরে তোলার জন্যে অশান্তির চূড়ান্ত হল। নীরজার বোনঝি শবরী না করবী কোন সাইকেল ওয়ালার ছেলের সঙ্গে গায়েব হয়ে গেছে। আগুনে পুড়েছিল যে বউটা শোনা যাচ্ছে তার বর অনেক আগেই সে মেয়েটাকে রেজিস্টি বিয়ে করেছিল। স্বরূপের দাদা বাড়ীর মধ্যে হোমিওপ্যাথি ওষুধের কারবার খুলেছে। বিজয়রা চলে যাচ্ছে শহরতলীর কোন পাড়ায়। অনুপের দাদার প্রমোশান

হয়েছে। আম্নার মা ভাড়ার জন্য মামলা করেছে নরেন-ভবেনের বিরুদ্ধে। হাজরাদের ছোট ভাইয়ের বউ নাকি তার বিয়ের আগের ভালোবাসার লোকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। মারা গেছে তপনের বাবা। রেশনের দোকানের মাল পাচারের দায়ে ধরা পড়েছে মিলন। ঘটনা অনন্ত। তবু কালীর কোন গা নেই। ভাবটা এমন যেন ওসব ঘটে, ঘটছে, ঘটবে। তুই সাঁদ্য সাঁদ্য, তাই গায়ে লগেছে।

তুমিই বা কদ্দিনের বুড়ো ?

হেরে গেলি। হেরে গেলি। ফুলিরে, পুরুষ মানুষের হিসেব কি দিনে-মাসে হয়।

কালীকে অবাক করে ফুলিও বললে, মেয়েমানুষের হিসেবও বছর দিয়ে হয় না গো। দেখবে পলকে পাল্টে যাব ;

তা তুই যাচ্ছিস্।

বাহ্, কার বউ দেখতে হবে না !

সাব্বাস ! হাত মেলা।

O

হাত মেলানোর পরের দিন কালী আরেকবার প্রমাণ করে দিল সে যে-সে নয়।

কালী পুজার চাঁদা তোলা নিয়ে তকরার, তা থেকে ঝগড়া, তার পিছু পিছু হামলা, বোমাবাজী।

দলবল নিয়ে মাছের বাজারের দশহাতী কালী পুজোর জন্যে যেমনটি মন চাইল তেমনটি আদায় করল। এক তরফা নিতেই পাড়ার উঠতিদের দাদা হয়ে গেল কালী। আগে আওয়াজ ছিল, রঙ ছিল, এখন এ্যাকশান।

ফুলি বলেছিল, ওসব উটকো ঝামেলায় আমাদের কাজ কি ?

কালী বলেছে, বড় কাজে ওচাঁ, আসলে ছুটকোতেই নাম-ডাক। এ কি আর গাঁ-গঞ্জ ? এ শহর। এসব না হলে এখানে আমাদের মতো চুনোপুটিদের তিষ্টুতে দেবে ভেবেছিস্ ? তুলোধুনো করে ছাড়বে না ?

তা বলে তুমি ? বিপদ-আপদ হলে—

কিচ্ছু হবে না ! ভোক্তা গেরস্থদের দুদিনেই জান-পয়চান হয়ে গেছে।

ও কি বললে গো ?

ও তুই বুঝবি নে, চুপ যা।

O

দুর্ভাবনায় যতই অস্থির হোক, ফুলির সুখও কম না। কালীর হম্বিতম্বির দৌলতে পাড়ার বৌ-ঝিরা ফুলিকেও খাতির করে। মান্যিতা। এমনকি বুড়ো-বুড়িরাও।

এ সুখ ফুলির অচেনা ছিল, কালী চিনিয়ে দিয়েছে। দিনে দিনে দিচ্ছে। এ জন্য একটু খরচ বেড়েছে কালীর। ঠিকা ঝির বন্দোবস্ত করেছে কালী। আসে সকাল-সন্ধ্যে। ফুলিও ইদানীং হুকুম, হম্বিতম্বী করে। এ ঠিক হয় নি, ওটা কি করলে বলে রেগে যায়।

O

এই যে, বাড়ীতে কেউ আছেন কি ?

কে ডাকছে ? যাই-ই।

১০

এ কী অসভ্যতা! বৌদি না মায়ের মতো।
ধ্যুৎ, বৌদি আবার মায়ের মতো হতে যাবে কেন?
দেখ ঠাকুর পো, তোমাকে আমি আমার ছোট ভাই তিনুর মতো জানি। তোমার এ কী বিশ্রী ব্যভার? এরকম যদি আর কর তাহলে তোমার দাদাকে—
আর দাদা। তুমি গেঁয়ো তাই। দেখগে, কর্তা তোমার কত ঘাটে—
ভাল হবে না বলছি।
মাইরি, তুমি না—
দেখ, ব্যবসার খেরু ঘরে নয়। বেরও।
কি বল্লে?
বেরও বলছি, নইলে—
ওরে শালার সতী-সাবিত্রী। বেরোতে বেরোতে বিড়বিড় করছিল পল্টু, কালীর পার্টনার। দেখি, সতীপনা কদ্দিন থাকে। আমি যদি পল্টু দাস তো—
ফুলি অবাক শুনছিল পল্টুর কথা। সে ভস্ম ভস্ম যাচ্ছিল। এ কী ব্যভার গো মানুষের? এ কোথায় এলাম গো? বয়সের বাছ-বিচার নাই, সম্পর্কের হিসাব নাই, বেহায়া, বেশরম, ইল্লুতে। রাতে কালীকে বলতেই খেপে গেল। কাল শুয়োরের বাচ্চার টেংরী ছিঁড়ব আমি।
বলেও বিপদ। মিনতি করল ফুলি, ও করে কাজ নাই গো। সব্বাই আমায় দুষবে।
শালাকে যদি টিট না করি ত—
দোহাই তোমার, আমার দিব্যি, তুমি কিছু বল না গো, আমি ঠিক সামলে নেব।
কালীর তবু গজরানীর অন্ত নেই। অনেকক্ষণ বিড় বিড় করে থামল। আসলে পল্টুকে লাই দিয়েছে কালীই। কাজ ওঠাতে হাত ধরেছিল, এখন সে পুরোপুরি ওর হাতে। অবশ্যি দীপু আছে। পল্টু ভয় করে দীপুকে। তাতেও যদি টিট্ না হয় আছেন

বিনুবাবু। ওর কাছে ট্যাঁ-ফুঁটি চলবে না। সব্বার টিকি বাঁধা, হ্যাঁ।

রাগ পড়ে আসতেই শুধোল, কি করেছিল ?

ফুলি ঢোঁক গিলে বলল, তেমন কিছু না, এটু বাড়াবাড়ি—

হাতে না কথায় ?

ওই আর কি, ফুলি পাশ কাটাল।

ঠিক আছে শালা, তোর বোনটাকে যদি হাবুলের হাতায় তুলে না দিই তো আমার নাম কেলো বিশ্বাস নয়।

o

মাসটা অঘ্রান সে খেয়াল ফুলির ছিল না। গাঁ-ঘরে হলে মাঠের দিকে তাকালেই ধরা পড়ত। কুয়াশা-হিমে ছাওয়া, দুধ ভরা ধান-শীষ তখন ভরাভর্তি, ডগাগুলো মাটি মুখো। তাছাড়া শীত। তাছাড়া গাছের পাতার রঙ বদল।

এখানে এখনো শীত নেই। টুপটাপ হিম ঝরে বটে কাঁঠাল পাতার গা বেয়ে, কিন্তু কুয়াশার চিহ্ন মাত্র নেই! ফুলি চোখ তুলল কাঁঠাল গাছের দিকে। দু'চারটে পাতার রঙ বদল হচ্ছে, অশ্বিনী নিমপাতা ঝড়ছে অল্প-স্বল্প। ঝামেলা বাড়বে আর দিন কয় পরে। ঘরের সুমুখের চাতাল ও কুয়োতলা জুড়বে ঝরাপাতায়। নিত্যি সকাল-বিকেল ঝাঁট দেয়ার ঝামেলা বাড়বে। ঠিকে ঝিটা নিশ্চয়ই ও নিয়ে মুখ করবে। বলবে, এত ত কথা ছিলনি।

নিত্যিদিন সময়ে-অসময়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেশ কুঁড়ে হয়ে পড়েছে ফুলি। গতর খাটিয়ে কিছু করতে এখন আর মন চায় না।

আম্মা বলছিল, বৌদি, আরাম হারাম হ্যায়।

তোর মাথা হ্যায়। যা। যা।

আসলে আরাম ফুলিকে খেয়েছে। তাছাড়া কালীর সম্মান। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝাঁটা হাতে নেবে—আশ-পাশের বউ-ঝি গুলো দুয়ো দেবে না ? বলবে না, অমন পাড়া-দাপানো মানুষের বউ কি করছে দেখো!

বলবে, কি গো! ঝি ছাড়িয়ে দিলে নাকি ? বলি, অত খাবে কে ? যদি—

কি বলবে ফুলি জানে। অর্থাৎ মনে করিয়ে দেয়া, ছেলে-পুলে নেই, ঝাড়া হাত-পা, —মানে বাঁজা মেয়েমানুষের অত হিসেবী চলা কেন ?

অতএব ফুলির ইচ্ছে থাকা সত্বেও সে কুটোটি নাড়ে না। ঝি আসুক।

o

মানদাকে ঝি বললে রেগে যায়।

কপাল মন্দ, আতান্তরে পড়েছি, তোমরাও যা নয় তাই বলো। ঠেকায় পড়ে বাসন মাজছি বলে—

কর্তা কি করে ?

করত অনেক কিছু. এখন ঘরে বসা।

ছেলেপুলে ?

পাঁচটি।

চলে কি করে ?

এই করে—জোরে জোরে বাসন মাজে।
মানদা মুখরা বটে, কিন্তু কাজের শ্রী আছে। মন ভাল থাকলে ত কথাই নেই। তাছাড়া পাঁচ ছেলেমেয়ের মা, খাটেও এত, তবু শরীর তেমন টাল খায়নি।
খাবে কেন? ফূর্তি থাকলে শরীর টোল খায় না। বলেছিল মনিহারী দোকানের মালিকের বউ হিমানী। ছ্যাঃ ছ্যাঃ
ব্যাপার কি ভাই?
তিন তিনটে সোয়ামীর ঘরের ছানাপোনা পাঁচটি। তার ওপরে নজর বড় বদ। আমার ঘরে কাজ করত ত। শেষে ছাড়িয়ে দিলুম। ঠিক তক্কে তক্কে থাকত। যেই আমি হেঁসেলে যেতুম মাগী অমনি ঢুকে পড়ত কর্তার ঘর মুছতে। সেই সকাল বেলাতেই সাজের বহর কি! ফুলেল তেল, মাথায় টান টান বিনুনী বাঁধা খোঁপা।
বলে যে ভদ্র ঘরের।
হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে বনেদী। বলেনি, শ্বশুরের জমিদারী-টমিদারী ছিল।
না, তা বলেনি।
বলে যদি শুধিও, সেটা কোন পক্ষের? কৃষ্ণ, শুক্ল, না নচ্ছার।
মাইরি এ শহরের সব্বারই সব ছিল, কপাল দোষে সবাই এখানে এসে ঠেকেছে।
সে-বৈঠকেই ফুলকে কানে কানে বললে, রেশান অফিসে কাজ করে যে সেই সুন্দরপানা ছেলেটা, রাজপুত্তুরের মতো দেখতে, যার বউটাকে দেখলে বেটাছেলেগুলো চোখ নামাতে ভোলে, শুনি ওদের মায়েরা নাকি বেশ্যা।
ওমা, সে কী!
হ্যাঁ গো, মা-মাগী দুটো এখনো আছে।
তা বেশ দেখতে ভাই। মিলেছেও ভাল। যেন ভাই-বোন। ব্যবহারও বড্ড ভাল।
হবে না! ভয় নেই?
এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফুলি শুধোয়, কাকে?
ফুলির কথাটা যেন কানে যায়নি, তেমনি কথা ঘুরিয়েছিল হিমানী। ফুলির ইচ্ছে ছিল শুধোয়, এ শহরে কারা থাকে? গাঁ ঘরের সব্বারই প্রায় ঠিকানা আছে। পুরুষ পুরুষ ধরেই বাস। কিন্তু এ শহরে কোথা থেকে কে আসছে, কে কোথায় যাচ্ছে তার দিশা কি? বলে ত সবাই হেন-তেন কত? ফুলির ইচ্ছে মনেই থাকে।
ফুলি শুধোয় না। হিমানীও কি সব জানে?
গাঁ ঘরে ভরার ঘর বলে একটা কথা ছিল, এখানেও কি?
ফুলি নিজেদের কথা অকপটে বলেছে। গাঁ-ঘরে ও কিষেণ ছিল, তারপরে মজুর, তারপরে ব্যাপারী। সত্যি অভাব ছিল, শহর ওদের কপাল ফিরিয়েছে। জেতেও ওরা আহামরি কিছু নয়।
O
পড়শীদের সঙ্গে বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি কালীর অপছন্দ। শহর ওকে আড়াল করতে শিখিয়েছে। ফুলির শোনা কথা অনর্গল বলা, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কথা অকপটে জানিয়ে দেয়ার সংবাদে কালীর পাগল হবার দাখিল। কোথায় খেটেখুটে এসে গা এলাবে তা না—

তোকে না বারণ করেছি অত কথায় না থাকতে।
ওমা, ওরা গায়ে পড়ে বলে যে।
ন্যাকা! তুই দোর দিয়ে থাকতে পারিস নে?
সে কি পারা যায়? বলে কিনা, এত দেমাক কিসের গো! নয় তোমার সোয়ামী কাঁচা পয়সা হাতে পায়, ত বলে অতো! আমাদেরও দাপট ছিল, কপাল দোষে এই হাল, নইলে—
কালী বাসা বদলের কথা ভাবে।
এ শালার আধা বস্তী। এখানেও সেই একই ঢপের কের্তন, এট্টু রাখ-ঢাক, একটু আড়াল, ওই যা। লুকোচুরির কেচ্ছা সমান-ই। ধুস্ শালা, এখানে মানুষ থাকে? স্বস্তি কোথায়? ঐ চার ছ' তলা খুপরীগুলোতে?
কালী ভাবে, সেখানেও ত এই মানুষ। বস্তীতে মন বসেনি সে এটুকু এসেছিল; এখানে যা দেখছে যদি ওখানেও তাই হয়?
দীপু বলেছে, ওখানে অন্য। ইচ্ছে না করলে এ-ঘরে ও-ঘরে মুখ দেখা হবে না।
বিপদে-আপদে?
হেসে বলেছে, বল বল বাহুবল। তোর জোর তোর।
মনে মনে বলেছে, এ কিছু মন্দ না। কিন্তু ফুলিকে কি ওখানে মানাবে?
o
শহর মানে আগুনে গোলা। শহর মানে তাতানো কড়াই। কি থেকে যে কি হয়, হতে পারে, আন্দাজ করা ভগবানেরও অসাধ্যি। কি থেকে কি হল কালী ধরতেই পারেনি। গতকালও যে-পাড়ায় সে সন্ধ্যে কাটিয়েছে ইয়াসীনদের সঙ্গে, আজ সে মুখো পা বাড়াতেই দীপু হাত ধরল। এই শালা গেঁয়ো, বলি খবর-টবর রাখিস্নে?
কিসের?
বলি শহর রাগে ফুঁসছে। রায়ট বাধল বলে।
রায়ট কি?
এই পল্টু, হুদো শালাকে বোঝা ত রায়ট কি?
পল্টু কালীকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয়। কালী দিশে পায় না। সে কী!
কে কার আল ভেঙেছে? জমি দখল করেছে? ফসল লুঠ করেছে?
এ তারও বাড়া।
মানে?
পল্টুর কম্ম নয় কালীকে মানে বোঝানো। রাজনীতির কচকচি ইদানীং ওর ধাতে সয় না। এক কালে, সেই স্কুলের দিনে, কলেজে ঢোকার পরে, সেও মেতেছিল আদর্শ-ফাদর্শ নিয়ে। এখন অর্থহীন। সে সাদা ভাষায় বললে, এ একটা মওকাও বটে!
কিসের?
হাতিয়ে নেবার।
কি হাতিয়ে নেবে?
এই দীপু, এ শালাকে থামা তো। বড় ভ্যানতাড়াচ্ছে।
দীপু পল্টু তাদের আর আর সব সাঙ্গ-পাঙ্গরা হাওয়ার দিশে পেতে মশগুল থাকে। শুরু

হয় এদিকে বন্দে মাতরম্ ত, ওদিকে আল্লাহু আকবর। এদিকে বজরঙবলী ত, ওদিকে নারায়ে তকবীর।
রক্তের বদলে রক্ত, খুনের বদলে খুন শুরু হয়ে গেল। লুঠপাট।
ওদিকে আগুন দিয়েছে, মানুষের আর্ত চীৎকার।
এদিকে আগুন দিয়েছে, মানুষের মরীয়া আর্তনাদ।
তুই শালা হাত গুটিয়ে আছিস্ যে? এ্যাই, মোছরমান নস ত?
সন্দেহ যদি, দেখ দেখ।
দীপুটা নাঙ্গা করলে কালীকে। সেন্টপার্সেন্ট খাঁটি মাল। এই কেলো, রগড় করলুম মাইরী।
আচমকা কালীর মুখ ফুটল। এই-ই দেখবি যদি এমনিই দেখিয়ে দিতুম। অত করতে গেলি কেন?
মজাটা মারা যেত। ফুট কাটল পল্টু।
ওদের সন্দেহ ঘুচেছে। কিন্তু কালীর সন্দেহ কাটেনি। এনায়েৎ চাচার দলিল ঢুঁড়ে সম্পর্ক বের করার পরেও ও সত্যিই বোঝে না ও কি? যদি সন্দেহ না থাকবে ও পল্টুদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না কেন? কেন ওর মন সায় দিচ্ছে না?
সে মনমরা অনেক রাত্তির পর্যন্ত কালভার্টের ওপর বসেছিল। হঠাৎ শুনল একটা লোক চেঁচাচ্ছে, কে হিন্দু? কে মুসলমান? ওরে শালারা, সব ত ওপর থেকে চাপানো। পোষাক কি কখনো শরীর হয়? খুলে ফেললে যার চিহ্নটি থাকে না, তা নিয়ে হচ্ছেটা কি? বলি তোরা এ কী করছিস্?
পানের দোকানের ওদিকে কিছু চ্যাংড়া দাঁড়িয়েছিল। একজনা বললে, দেখছিস্ শালা বাওড়া কি আওয়াজ দিচ্ছে?

o

কালী ঘরে বসেছিল সাত সাতটা দিন।
কারা যেন দেশটাকে তাতিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, মানুষ মারছে মানুষকে। ওরা বলছে, মরেছে মুসলমান। এরা বলছে, মরেছে হিন্দু। এদিকে কালীর কাজ-কাম বন্ধ। পল্টুদের সঙ্গে ভিড়তে পারেনি। কোথায় যেন দ্বিধা ছিল। কালীর এ ক'দিনে মনে পড়েছে খালেক, মালেক, ফরিদ, আনোয়ারাদের কথা। সনাতন, হরি, অনন্ত, পান্নু, সুধাদের কথা। ওখানেও কি রক্ত খেলা সুরু হয়েছে? ওরা বেঁচে আছে ত? তিনু, ফুলির বাবা, মা, ঠাক্মা?
একদিন বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে খবর নিয়েছে কালী। গাঁ-গঞ্জে হাওয়া উঠেছিল বটে। শহর যে ধাওয়া করেছে গাঁকে। কিন্তু সে সামান্য। কেউ-ই গ্রাহ্য করেনি।

o

বেশ ছিলাম গো গাঁ-ঘরে। এ কোথায় এনে তুললে?
সেকথা কালীরও মনে হয়নি, মনে পড়ে না, তা নয়। কিন্তু—এমন হাত বাড়ালে পয়সা, এমন হাত পাতালে সুখ, এত রঙ-ঢঙ, এত উলুক-সুলুক, এত পাতে গরম ফুর্তি কোথায় পাবে ফুলি, কালী। এদ্দিনের বয়ে যাওয়া জীবনে এমনটি কি ভোগে এসেছে কখনো?

আহা ! শহর যেন তাতা শরীর মিষ্টিমুখো মাগী, সেজে-গুঁজে গালে-ঠোঁটে রঙ লাগিয়ে, ঝোলাবুক টানটান করে ধরা দেবার জন্যে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবটি এই, হাত বাড়ালেই বুকে পাবে। আর গাঁ-ঘর ? যেন এক হাত লম্বা ঘোমটা দেয়া গেরস্থ বউ, অনেক সাধ্য-সাধনা, কাকুতি-মিনতিতে যদিবা গলে সে পলকের জন্যে, ঝলক দেয়া চোখটি দেখা যাবে, কি ঠোঁট মাতানো হাসিটি। ব্যস্ !

গাঁ-ঘরে কামাইতে বড় কস্ট গো !

তবু।

রাখ তোর গাঁ-ঘর। নিত্যি দিন ত তুই পেটে বালিশ বেঁধে থাকতিস্, আর আমার গতরের ত দিশে ছিল না। আর এখেনে ? শালা, তোর—বলে তেড়ে উঠলেই হাতে মাল।

এ কি ভাল ?

মন্দ কি ? বল তুই, আমাদের কি ছিল, এখন আছে কত ?

অত দিয়ে কি হবে ? মোনরা ত দু'জনা।

লাও ঠেলা। সুরু হল নাকী কের্তন। রাখ্ রাখ্।

তা'লে নায়েবকে দুষতে কেন ? বটকে ? সুদখোর শেতল দাস, নীতু পালকে ?

কালী আচমকা মুখ তোলে ফুলির দিকে। বিস্ময় ! বিস্ময় ! তুই এখনো মনে করে রেখেছিস্ ?

রাখব না ? এ ক'দিনেই ভুলে যাব ?

ওরে ফুলি, শহরের এক দিন, গাঁয়ের এক মাস। ও সব মনে রাখিস নে।

রাখব না ?

না।

কালী ওসব গেঁয়ো ভাল-মন্দের বোধ খুইয়েছে শহরে পা দেবার দিন কয় পরেই। এখন ওসবে কোন কাজ দেয় না। কালীকে শহর নতুন ভাল-মন্দ শিখিয়েছে। ওতেই সে করে খাচ্ছে। ফুলির তক্ষুনি ঠাক্মার যাবার কালে কাণে কাণে আওড়ানো অলুক্ষুণে শোলোকের কথা মনে পড়ে। সে বলে ওঠে, ধম্মাধম্ম নাই ?

না।

পাপ-পুণ্যি ?

কালীর এক জবাব, না।

আসলে কালী এ সংসারের ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য কোনদিন তেমন করে বোঝেনি। পুরুষানুক্রমিক লোকযাত্রার ন্যায়ান্যায়ের স্থূল বোধ মাত্র তার হাত ধরা। দিনবদল, স্থানবদলের সঙ্গে সঙ্গে তারও বদল হয়েছে। পাওয়াটাই যেখানে বড় কথা, সেখানে কিভাবে পাওয়া, কোন পথে পাওয়া, সে ভেবে কাজ কি ?

কালী তড়ি-ঘড়ি উঠে পড়েছে। তার অনেক কাজ।

শহর মরীয়া ছুটছে, কালীও।

o

দিন চারেক পরের কথা। বেলা হতেই জানাজানি হয়ে গেল, আন্না পালিয়েছে।

কার সাথে ? বিমল ?

না না, বিমল ত ইদানীং আসেই না।
তাহলে ?
কালীর সঙ্গে রগড়া-রগড়ী ছিল।
সে উপর উপর।
হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে খনা। গুণে গেঁথে বলছে।
সব্বাই তোর মতো দেখিয়ে দেখিয়ে ডুব দেবে ? তোর না হয় হায়াটায়া নেই।
যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা বলো না বলছি। মুখ ছুটলে—
এই দেখো, কি থেকে কি।
O
আগের রাতে কালী ঘরে ফেরেনি। বেরিয়েছে বেলায়। বলেছিল অবশ্যি নাও ফিরতে পারে। দূরে কোথায় যেন নীলাম ডাকতে যেতে পারে।
বেলা বাড়তেই পাড়া তোলপাড়। ছিঃ ছিঃ, ছ্যা ছ্যা।
কেউ বুদ্ধি দিলে, থানায় যেতে।
কেউ বললে, হাসপাতালে খবর নিতে।
কেউ শুধলে, কাল কোথায় গিয়েছিল নাকি ? রাতে বাড়ী ছিল ?
শোন কথা, ঘরের মেয়ে কি বাইরে থাকবে ?
তাহলে গতকাল কার সঙ্গে কথা বলেছে ? কোথায় কোথায় গেছে ?
এই দেখো, মেয়েকে কি আঁচলে গেরো দিয়ে রেখেছি ? নিশ্চয়ই এবাড়ী-ওবাড়ী গেছে।
কার বাড়ী ?
কেউ জানে না। কেউ তেমন করে খেয়াল করেনি।
ফুলি নীরজাকে বললে, তা দিদি, এ হতই। বয়সকালে বিয়ে না হলে—
তোর সঙ্গে ত খুব ঘেঁষাঘেঁষি ছিল গো ?
ছিল, সে প্রথম প্রথম। এখন না।
কেটে গেল কেন ?
ঐ যে বড় গায়েপড়া স্বভাব।
ফুলি সরে এল। বাব্বা কি থেকে কি বলে বসে। থাক্।
O
কালী ফেরেনি। দুদিন পার।
আমার কি হবে ?
তোমার আবার হল কি ?
ঘরের লোকের যে দেখা নেই।
কাজের মানুষ, দেখ গে কোথায় ফিকিড়-ফ্যাকড়ায় আটকে আছে।
বলেছিল বটে, দেরী হতে পারে।
তাহলে ?
তবু ফুলির দুশ্চিন্তার অবধি নেই। মাথায় উঠেছে রান্না-বাড়া, ঘর-গেরস্থালী।
কালী ফিরল পাঁচদিন পরে।
কোথায় ছিলে গো ?

জাহান্নামে।
কথার রকম কি। নিঘ্যাত খারাপ কিছু ঘটেছে। কোথায় ঘটল? কিভাবে ঘটল? মেজাজ যা, শুধতে ভয় লাগছে।
ফুলি রান্না সারে। মনটা বার বার কু গাইছে। ইচ্ছে হচ্ছে শুধোর, পারে না, পারে না। ভয় যেন চোখ পাকিয়ে ধমক দিচ্ছে।
শুনছ, আন্না পালিয়েছে।
কি-ই?
হ্যাঁ, গো, তুমি যে বিকেলে গেল, তার পরের ভোরে।
খোঁজ করেছে?
করছে না? ফুলি খেতে খেতে বলে, আপন ইচ্ছেয় গেছে, খুঁজলে কি দিশা মিলবে?
তাও ত বটে! কালী ওপাশ হয়ে শুয়েছিল, এপাশ ফিরল।
মাগীর হা-টা কত বড়! এখনো এক গাদা গেলার অভ্যেস গেল না! আবার পাশ ফিরল।
o
কালী নানান কাজে মাঝে মাঝেই ডুব দিচ্ছে। ফুলিরও গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন আর ঘন ঘন মানত করে না, ঠাকুরবাড়ী ছোটে না। তবে ভয় রয়েছে, থাকে। রাত্তিরে ভয়ের মাত্রা বাড়ে।
কালী ফেরে। কখনো আগে, কখনো পরে। কখনো স্বাভাবিক, কখনো টলে টলে।
পুরুষ মানুষ। খাটা-খাটনী কত! এটুু যদি ইদিক-সিদিক হয় মানতে হবে বৈ কি! আসলে ওর আর আছে কে ফুলি ছাড়া? ফুলির জন্যেই ত ওর যত পরিশ্রম। ফুলির সুখের জন্যে, ফুলির আনন্দের জন্যে, ফুলিকে পাইয়ে দেবার জন্যে। যে লোকটা অত করছে তার টাল-মাটাল এটুু সইতে হবে। এ হল সুখের পাচন-বাড়ীর ঘা। এ সুখের জন্যে সইতেই হয়। ফুলি সইছে। সে মুখ বুজে সইবে।
আসল ভয় রাস্তাঘাটের, অপঘাতের। অন্য দোষ তেমন ত কিছু নেই, ঐ এটুু টেনে-ফেনে আসে। তা মাত্রা ছাড়ালে—
ভয় থাকে, আছে। শহরে-বন্দরে এটুু বেশিই আছে। ফুলি এখন বোঝে, এ শহরে ভয়টা গাঁ-ঘরের সতীনের মতো, একই ঘরে, পায়ে পায়ে, কুঁদুলি।
o
বেশ রাত্তিরে কালী ফিরল। ঘুমিয়ে পড়েছিল ফুলি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছে। জোরে নয়, আলতো।
কে এল?
এই ফুলি, দরজা খোল।
ওমা, অত আস্তে বলছে কেন? পড়শীদের ঘুম ভাঙবে বলে?
ফুলি দরজা খুলল, সদর।
হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল কালী।
এত রাত্তে?
চুপ। কালী বগলের তলায় রাখা পুটলী তক্তপোষের নীচে ঠেলে দিল।

দোর দে।

দোর দিয়েও ফুলির বিস্ময় কাটে না। কি আছে পুটলীতে?

কালী জবাব এড়িয়ে শুধল, ভাত আছে?

আছে।

ফুলি ভাত দিল। ঠাণ্ডা ভাত। তাই-ই গিলছে। মুখে রা নেই।

ওমা, রকম-সকম অমন কেন? কেমন যেন ভয় পাওয়া।

কি হয়েছে?

কিচ্ছু না।

সারা রাত্তির ফুলি মরার মতো পড়ে ছিল। অন্ধকার আরো অন্ধকারে কালো হতে হতে একসময়ে ভোরের পাখী ডাকো ডাকো, কাঁঠাল গাছে নড়াচড়া সুরু হতেই, কালি ফুলির মুখের ওপর ঝুঁকে দেখল, জেগে না ঘুমে। নেমে পুটলী নিল, সুটকেশ খুলল,—নিঘ্যাত টাকা নিয়েছে। উঠে দাঁড়াতেই ফুলি পাশ ফিরল? কোথায় যাচ্ছ গো? মালটা পেঁৗছে দিয়ে আসি। তড়িঘড়ি পা বাড়াল। বললে, হয়ত ফিরতে দিনকয় দেরী হবে, ভাবিস নে। বড্ড ঝামেলার কাজে জড়িয়েছি রে।

কেন জড়ালে?

এখন তোকে বোঝাই! কালী যেতে যেতে বললে, দোর দে।

o

দিদি একটা চিঠি লিখে দেবে?

কাকে?

আমার ভাই তিনুকে।

কি লিখতে হবে বল?

পত্রপাঠ যেন চলে আসে।

এত জরুরী যে! বাপের বাড়ি যাবি বুঝি?

না গো, ওর একটা কাজ ঠিক হয়েছে।

কোথায়?

বলছিল কোথায় যেন। দেখো, ওসব আবার লিখে বসো না।

চিঠি ডাকে দিয়েও ভয় ঘুচল না ফুলির। তিনু এলে ওকে কি বলবে ফুলি? কি জন্যে এত জরুরী ডাক?

ফুলি সত্যি জানে না কি বলবে। কেন আসতে লিখেছে তিনুকে। তিনু কি বুদ্ধি দেবে? কি সাহায্য করবে? তিনু ত শহরের কিচ্ছু চেনে না, জানে না, বোঝে না। তবু তিনুর আসা পথ চেয়ে বসে রইল। ঐ বুঝি তিনু এল, ঐ বুঝি আসে। তবু পাশে ত একজন থাকবে। আহা, ওর সঙ্গে বাবাকেও যদি আসতে লিখত, তাহলে ফুলি বাপকে তার ভয়ের কথা বলতে পারত, উদ্বেগের কথা, যন্ত্রণা ও দুঃখের কথা তিনুকে কি ওসব বলা যায়? তিনু কি খোঁজ আনতে পারবে কালীর?

o

কে? কে?

এই যে, যাই—

১১

বেলা হলে আগে কুয়োতলায় রোদ্দুর পড়ত। এখন সূর্য হেলেছে দক্ষিণে। রোদ্দুর কাঁঠাল গাছের মাঝ বরাবর নিজের মাথা ছুঁয়ে চলে যায়। মাসটা পৌষ। বাতাসে কামড় আছে, জলেও।

তিনু এসে ফিরে গেছে। কোন কাজে আসেনি। আসত যদি দু-দশদিন থাকতে পারত। কিন্তু ধান ঝাড়ার সময়। এবারের চাষ এমন কিছু ভারী নয়, তবু বাপ বুড়ো মানুষ, সামলাতে যদি না পারে। তাছাড়া মাঠ-পাহারার ধকল আছে। তাছাড়া চাষার পৌষ মাস বলে কথা। বলে গেছে, ধান তুলে দিয়েই ফিরে আসবে। যদি পারে বাপকেও নিয়ে আসবে।

যদি সব্বাই জড়িয়ে যাই।

দূর তেমন কি আর হবে? মাঝে মাঝে ত আটকা পড়েই।

তা পড়ে। কিন্তু বল্ল যে এবারের কাজ।

কি কাজ বলত দিদি? আন্দাজ আসে?

সেটাই ত টের পেলাম নাই তিনু। কি ছিল ওই পুটলীতে?

দূর, দূর, বৃথা ভাবছিস্।

আহা ঠাকুর, যেন তাই হয়। কিন্তু তুইও চললি। বড্ড বেদিশে লাগছে রে।

অত ভাবিস না দিদি। শহরে-বন্দরে কত কি ঘটে! তা বলে মানুষ ত আর ফুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে না! এখানে বলে সব্বোক্ষণ পাহারা। শত দিকে শত চক্ষু। এ কি গাঁ-ঘর যে আইন করতে ছাব্বিশ মাসে বচ্ছর ধরবে, নড়তে-চড়তে আঠারো ঘণ্টা।

কথাগুলো সাহস জোগান দিচ্ছে বটে। তাছাড়া কালীর যা বন্দোবস্ত ঠিক ফুঁয়ে উড়ে যাবার মত নয়। কিন্তু সন্দ লাগছে হাবে-ভাবে, মন বড় কু গাইছে। ভয় কুট্‌কুট্ করে কুড়ে খাচ্ছে ফুলির হাড়-মাস, রক্ত-মাংস, ঘুম-সুখ।

O

কে দরজা ধাক্কাচ্ছ?

আমি?

আমি কে?

পল্টু।

পল্টু ঠাকুরপো! সব জানা থাকা সত্ত্বেও ফুলি যেন এ মুহূর্তে হাতে আকাশ পেল। সে এত উদ্বেগ সত্ত্বেও সাহস করেনি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মনে হয়েছে, ঘর ছেড়ে গেলেই ওর সর্বনাশ। পল্টুর আসা তাই মেঘ না চাইতে জল। যদি পল্টুর কাছে কোন খবর থাকে? যদি পল্টু জানে কালী কোথায় গেছে?

ফুলি তাড়বাড়ি দরজা খোলে।

এদ্দিন কোথায় ছিলে?

কদিন বাইরে ছিলাম বৌদি। কালীদার খবর কি?

তাইতো আমিও শুধোচ্ছি।

সে কী ?
কেন তোমরা কিছু জানো না ?
মাইরি, কি যে হচ্ছে না !
দীপুদা কি বললে ?
ও ত বললে, কালীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ঘুচেছে। কেন শুধতে—রেগে-মেগে খুব গাল দিলে, বললে, ওর সন্দেহ কালী হাবুলদের দলে ভিড়েছে। দেখো, ক'দিন বোনের বাড়ী গিয়েছি, এরই মধ্যে এতো কাণ্ড। এজন্যে বলে না, কেঁচোকে বড় চোখ দিতে নেই।
কার কথা বলছ ?
আর কার ? কালীদার ! ধরাকে সরা দেখছে।
কি করেছে ও ? তাছাড়া হাবুল কে ? ওরা কি করে ?
সে শুনে তোমার কাজ নেই। শেষে কিনা ওদের সঙ্গে হাত মেলালে। আমাকে একবার শুধলে না পর্যন্ত।
তোমাদের কাজ কি ঠাকুরপো ?
আমাদের ? থতমত খেয়ে সামলে নিল। ওই নীলাম-টীলাম ডাকা, লাটে মাল কিনা —এই আর কি !
ওতে কি ভয় আছে ?
অনেক কষ্টে হাসল পল্টু। বলল, ভয় আর কি, লোকসানের ভয়, টাকা মারা যাবার ভয়।
পল্টু উঠে দাঁড়াল। আচ্ছা, এর মধ্যে কালীদা একবারও আসেনি ?
এ প্রশ্নে ফুলি আঁতকে উঠল মনে মনে। বলল, এলে তিনুকে দীপুদার কাছে খবর করতে পাঠাই ?
সে ও ত বটে ! থেমে কি যেন ভাবলে। বললে, আজ যাই, খবর পেলে নানুকে দিয়ে খবর দিও।
নানু বস্তীর মুখে পানদোকানীর ছেলে।
শোন ঠাকুরপো, হাবুলের কাছে একবার খবর নিলে হয় না ?
দেখি।
০
কোথায় যেন বড় রকমের কিছু ঘটছে। সর্বনাশা কিছু। অথচ কথা ছিল গেল মাসের শেষাশেষি বাসা বদলের। বলছিল কোথায় ভাল এলাকায় ঘর খুঁজছে। কথায় কথায় বলেছিল আরো, এমন হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে কাজ আর নয়, থিতু হয়ে বসবে কোথাও। সে আর হয়েছে ! লোকটার ঠিক সময়ে নাওয়া-খাওয়া-শোয়া পর্যন্ত ঘুচেছে।
কী করেছে লোকটা ? আগে ত এমন ছিল না। এ কদ্দিনে এত বদল ! আচ্ছা, সেদিন অত রাতে পুটলী হাতে কোত্থেকে এল ? পুটলীতে কি ছিল ? কী ? চোরাই কিছু ? হাবুলরা কি চোরাই দল ? হাবুল কি পল্টু-দীপুদের মতো নয় ? কিন্তু ওদের সাথে নিঘ্যাত পরিচয় আছে। যদি খারাপই হবে পল্টু-দীপুরা চিনবে কি করে ? পল্টু-দীপুরা ভদ্র ঘরের ছেলে, লেখাপড়া জানা। নিশ্চয়ই হাবুলও তাই। অন্য দোষ যাই-ই থাক, চোর-ছেঁ্যাচোর নিশ্চয়ই নয় ? তাই যদি—পল্টু হাবুল সম্বন্ধে অমন

করে কথা বলল কেন ? কেন বলল, ও ধরাকে সরা দেখছে ? ওরা কি—

o

ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙে পড়ো পড়ো, এক দুপুরে নানুকে নিয়ে দীপুদের বাড়ীতে গেল। ঘরে পেল দীপুকে। ফুলিকে দেখেই তেড়ে উঠল দীপু।

তুমি এখানে এসেছ কেন ? কে আসতে বলেছে ?

ও কি ? তুমি অমন করছ কেন দীপুদা। আমি কি করেছি ?

অত কথায় কাজ নেই, তুমি বেরিয়ে যাও।

ফুলি দরজায় স্থির দাঁড়িয়ে।

বেরোও, বেরোও।

সে কি ! এক সঙ্গে কাজ করতে, কি হয়েছে বলবে ত ?

ন্যাকা, তুমি বলতে চাও পল্টু তোমাকে কিছু বলেনি ?

কে এক হাবুলের কথা বলছিল। তার আমি কি জানি ?

জানবে, জানবে। খানকীর বাচ্চাকে একবার বাগে পেলেই জানবে। যখন ছাল ছাড়িয়ে রোদ্দুরে শুকোব।

এসব কি বলছ ? সে কি করেছে ? ফুলি ভেঙে পড়ে। তোমার পায়ে পড়ি দীপুদা।

বেড়াল বাঘ হয়েছে, এখন আমাকে বলছে, হালুম।

কিন্তু লোকটা কোথায় ?

জানব যদি জ্যান্ত রাখি। নিঘ্যাত গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু শালা আমার হাতের বেড় ছাড়িয়ে যাবে কোথায় ?

দোহাই দীপুদা, বুঝতে পারছি না তোমাদের মধ্যে কি হল ? আমার আর কেউ নাই। সব কেড়ে নাও, প্রাণে মেরো না।

আরে হাতে পেলে ত ! এখন ভাবছি, কখন আমাদের টানে।

তোমাদের কাজ কি গো ?

সে অনেক, তুমি বুঝবে না, তুমি ঘরে যাও। যাও বলছি—

ফুলি ভয়ে ভয়ে চলে এসেছে। গেছে পল্টুর বাড়ী। পল্টু নেই। নানুকে শুধলে হাবুল বলে কাউকে চিনিস্ ?

নোনা পুকুরের হাবুল দা ?

হবে।

চিনি না আবার !

প্রায় ছুটতে ছুটতে হাবুলের বাড়ী গেল। হাবুল বাড়ী নেই। বাড়ীর বউ-মেয়ে কেউ কালীকে চেনে না।

ফুলি কোথায় যাবে এখন ? কার কাছে ? এখন কি করবে ?

o

দিন যদি যায় দুর্ভাবনায় তো রাত্তির দুঃস্বপ্নে। ফুলির সুখ গেছে। কি এমন দুঃখে ছিল ফুলি, কি এমন সুখের মধ্যে এনে ফেলেছে কালী। কে চেয়েছিল এসব ? কে বলেছিল রাজরাণী করতে ? কে চেয়েছিল রাজরাণী হতে ?

যত নষ্টের গোড়া ওই মাগী। সোনা বেচা টাকা ধরিয়ে দিয়ে তোমার-আমার সব্বোনাশ

ডেকে এনেছে গো। তোমাকে ঠেলে দিয়েছে নষ্টামীতে। বাঁধা গরু এখন খুঁটি উপড়ে ছুটছে। আমিও কি ঘরে থাকতে পারব ? কে আমাকে বাঁচাবে ? আচ্ছা, এ-সব সড় নয় তো ? কে জানে, তুমি এখন কোথায় ?

হে ভগবান, হে মা কালী, হে বাবা তারকনাথ, হে শনি ঠাকুর, তোমরা ওকে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরিয়ে আনো, আমি চলে যাব। এমন ভয় জড়ানো সুখ আমার চাইনে, চাইনে, চাইনে। এই নাকে খত, জিভে খত। এই নাকে মললাম, এই কান মললাম, এই এলোচুল মানত রইল, এই বুকের রক্ত মানত রইল, চাই কি, যদি তেমন তেমন চাও এই পরাণটাও।

মানুষটা বড্ড ভাল ছিল গো। জোয়ান কালে এট্টু-আধটু রগচটা সব্বাই হয়। সে ত একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। অন্যে না জানুক আমি ত জানি, সে কারো কাঁচা আলে পা দেয়নি, কারো পাকা ধানে মই। যেটুকু গতর খাটিয়ে আনত তা দিয়ে আঁজলা ভরা সুখ পায়নি ঠিকই, এত দুঃখুও পায়নি। সে ত কোনদিন ভয় খায়নি। যে-সুখ ভয় ধরে আনে সে-সুখের মুখে ঝাঁটা, মুখে ঝাঁটা। কে চায় সে সুখ! তাছাড়া আমিও কি দুঃখু দিয়েছি ? বলেছি কখনো, আরো চাই, আরো দাও ? জুটেছে খেয়েছি, না জুটেছে তবু বলিনি, এই যদি মুরোদ, কে বলেছিল পরের মেয়েকে ঘরে আনতে ? না গো, তেমন কথা মুখে দূরে থাক, মনেও আনি নি। এক দুঃখু ছিল, ছেলে-পুলে ছিল না। তাতে আমাদের হাত কি ? সে ত ভগবান। দিল না, দিল না। আমার বাছুর ছিল, গাছ-গাছালি, ফুল-ফল, ভিটে-বাড়ী। আর ছিল সে। ছেলে বল ছেলে, বাপ বল বাপ, জন্ম-জন্মান্তরের সোয়ামী বল সোয়ামী। ও যদি যায়—হে ঠাকুর হে মা কালী, হে বাবা তারকনাথ—ভিটে-বাড়ী ও বেচে দিয়েছে দিক, হাঁস-বাছুর গাছ-গাছালি গেছে যাক্, আমি পথে দাঁড়াব তাও সই, কিন্তু ও গেলে—

মা গো! রক্ত চাইলে রক্ত দেব, পরাণ চাইলে পরাণ। যদি বল এ-শরীর শেয়ালে-শকুনে খাবে, কুকুরে চাটবে, তাই সই। তবু—

O

খুব চাউর হয়েছে। এদ্দিন কালী ঘরে ফেরেনি সন্দেহ দানা বাঁধছে চাদ্দিকে। পাশা-পাশির বউ-ঝিদের জিজ্ঞাসাবাদের অন্ত নেই। ফুলি কখনো নিরুত্তাপ জবাব দিয়েছে, কখনো কপালে করাঘাত করে দুঃখ করেছে।

ঝগড়া হয়েছিল বুঝি ?

না, গো না।

কিছু আনতে বলেছিলে, আনেনি ?

কি আনতে বলব ? না চাইতেই ত সব হাতে তুলে দিয়েছে।

তোমার চলন-বলনে কি অসন্তুষ্ট ছিল ?

তা কেন ? ওর কথার বাইরে ত পা রাখিনি।

ওমা, তাহলে গেল কোথায় ?

কি করে বলি!

থানা-পুলিশে খবর নিয়েছ ?

থানা-পুলিশ কেন ?

ও মা, অমন মেজাজী লোক, থানা-পুলিশ হতে বাধা কোথায় ?

হাসপাতালে খবর নিয়েছ ?

হাসপাতাল কেন ? কিছু অঘটন ঘটেছে বলছ ?

ঘটতেও ত পারে। রাস্তা-ঘাটে অঘটনের কি অন্ত আছে।

কোথাও কোন খবর নেই। নিঘ্যাত গা ঢাকা দিয়েছে। নিঘ্যাত খারাপ কিছু করেছে। কিন্তু কত খারাপ ?

o

পৌষ মাস ফুলির সর্বনাশ ডাকছে। এদিকে কালী বেপাত্তা ত ওদিকে ফুলির ঠাকুমা মারা গেছে। তিনুনা ডাকে খবর দিয়েছে। আসার উপায় নেই। আসতে বলবেও বা কোন মুখে। তার উপরে ধান চুরি হয়েছে তিন বিঘের। ফুলি ঠাকুমার জন্যে কাঁদতে বসার আগেই পুলিশ এল। ঘর সার্চ হবে।

কেন ?

সে কথার সময় নেই। দরজা ছাড়ো।

আগল ছিল দরজা, ওরা ঠেলে ঘরে ঢুকল। মালপত্তর তছনছ করল, বিছানাপত্তর ওলট-পালট। কালীর একটা সুটকেশ ছিল আসনের পাশে, যেটাতে টাকা রাখত, সেটা নিয়ে ও। বেরিয়ে এল। ফুলি রা কাড়বার আগেই ওরা ঝটিতি চলে গেল। ও চেঁচিয়ে বলছে, ওসব ওর হকের, কামাইয়ের। কা-কস্য পরিবেদনা। চলে যেতেই কলরব উঠল। কি ব্যাপার ? মাল নিল, লিখে নিল না ? কোথায় সাক্ষী-সাবুদ ? জিজ্ঞাসাবাদ ? নিঘ্যাত অন্য কিছু।

কি হতে পারে ?

সাজানো কিছু নয় তো ?

সাজানো হোক, সত্যি হোক, এ ঘর, ঘরের জিনিস, টাকা-পয়সা কিছুতে আর ফুলির মমতা নেই। গেছে যাক্। নিক্, সব নিক্। কিন্তু লোকটা ?

নানু খবর দিয়েছে পল্টুকে। পল্টু ছুটে এসেছে।

কি ব্যাপার ? কিসের খানাতল্লাসী ? ঠিক আছে, আমি থানায় যাচ্ছি। তুমি ভয় পেও না।

পল্টু থানায় গেছে। থানা ওর নখদর্পণে। বড়, মেজ, ছোট, সিপাই, আর্দালী সব চেনা। থানা আবার বিনুবাবুর হাতধরা, বিনুবাবু পল্টুদের। বলা যায়, ওরা বিনুবাবুর পোষা।

থানা থেকে কালীর বাড়ীতে কোন তল্লাসীর পরোয়ানা ছিল না। দেখগে, কারা ভুজুং-ভাজুং দিয়েছে। নিশ্চই তোদের কেউ। বড়বাবু জানাল।

তাহলে ?

পল্টু ছুটল দীপুর বাড়ী। না, দীপু নেই।

সকালে ছিল ত !

তুমি যাবার পরেই বেরিয়ে গেছে। বলেছে, আজ নাও ফিরতে পারে।

বটে ! বটে ! শালা দীপু, শেষ পর্যন্ত আমাকে না জানিয়ে এ খেলা ! কিন্তু ভাগের ভাগ ? আমি বাবা পল্টু দাস, খালি হাতে ফিরব সে বান্দা নই। গুরু, তুমি ত

আমাকে চেন। আমি আসছি।

o

দীপুর সঙ্গে দেখা হয়েছে পল্টুর। ঠিক আছে, ঠিক আছে।

কিন্তু আমাকে যে একবার যেতে হবে।

যা. দেখিস্ বাড়া-বাড়ি করিস্ নে।

পল্টু হাসল।

o

গুছিয়ে তোলার ইচ্ছে ফুলির নেই। সে এলোচুলে বসে আছে, আঁচল খসে পড়েছে মেঝেয়।

বাড়ীউলি এসেছিল, পড়শী বউ-ঝিরা। সান্ত্বনাবাণী মুখে কেউ কেউ উচ্চারণ করেছে বটে সে যে মনের কথা নয় মুখে চোখ না রেখেও ফুলি বুঝেছে। বুঝেও কি করবে সে? কে আছে তার? তাছাড়া এটুকু এ সময়ে মুখেও না বলে কে?

দূর কারা যেন খারাপ খারাপ কিছু বলছিল। কানে আসছিল দু'চার টুকরো ফুলির।

ফুলির মাথা নীচু থেকে নীচু হয়েছে। বলুক। সে ত বলবেই। কারো মুখ বন্ধ করার সাধ্যি কি তার আছে? তাকে মুখ বুজে শুনতেই হবে। সে শুনবে।

তোমরা আরো বলো। যে কথাগুলো এদ্দিন লোকটার ভয়ে চেপে ছিলে তাও বলো। বলো, ও চাল-ছিনতাই করত, ডাকাতি. ওয়াগন লুঠ। তোমরা সবাই সব জানতে, সব কিছু, হাঃ হাঃ হাঃ।

হায় ঈশ্বর! এতই যদি তোমরা জানতে তা'লে আগে আমাকে বলনি কেন, কেন চেপে-ছিলে? আমি ওকে বারণ করতাম. হাতে পায়ে ধরে মিনতি করতাম, সর্বনাশের পথ থেকে ফেরাতাম। বলতাম, কার জন্যে তুমি হন্যে হয়ে ছুটছ গো? আমার জন্যি? আমি কে তোমার? সাত পাকে বাঁধা বউ নই ত না! বউয়ের জন্যি কেউ অত করে? কেন করবে? তুমি ম'লে আমি কি সঙ্গে যাব? আমি ম'লে তুমি? এই যে সব নিয়ে গেল, কে পেল? কে খেল? কেন তুমি একটি পরের মেয়েকে উটকো সুখ দেয়ার জন্যি এমন সব্বোনাশে মাতলে? যদি হাতকড়ি দেয়, তোমাকে দেবে; যদি চামড়া খুলে নেয়, তোমার নেবে; মান যাবে ত তোমার যাবে; যদি জেল ফাঁসি হয়. তোমার হবে। তাহলে? কেন করলে, কেন? ফুলির বুকের মধ্যে গুমরে ওঠা ব্যথা চোখের জলের ধারা হয়ে ছোটে।

হ্যাঁ গো, এ পোড়া সংসারে মানুষ বউ-ছেলের জন্যি করে, নিজের জন্যিও করে। কিন্তু যে কাজ করলে মান যায়, পরাণ যায়, সুখ-শান্তি-স্বস্তি যায়, ভয় ঝাপটে ধরে, তেমন গর্হিত কাজ মানুষে কারুর জন্যি করবে কেন? গাঁ-ঘরে ত এমনটি উতলা হওনি, এমনটি করনি? তাহলে?

হ্যাঁ গা, তুমি সত্যি কুকাজ করেছ? মন বলছে, সত্যি নয়। তাই ওদের বলেছি, ও তোমার হকের টাকা; তোমার কামাইয়ের। সত্যি বলিনি? আমার বিশ্বাস জানো, ওরা তোমায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

o

পল্টু দীপুর কাছ থেকে ফিরেই এসেছিল। চুল উস্কোখুস্কো, চোখ রাঙা। বলেছে,

থানা থেকে তোমার ঘর তল্লাসী হয়নি।
ফুলি নিরুত্তাপ মুখ তুলেছে।
দীপুর দল তোমাকে ঠকিয়ে নিয়েছে বৌদি।
ফুলি চোখ নামায়নি।
তুমি থানায় চলো, শুয়োরের বাচ্চাদের আমি দেখে নেব।
ফুলি তবুও নিশ্চুপ।
কালীদার টাকা যারা নিয়েছে তাদের তুমি ধরিয়ে দেবে না ?
ফুলি নিরুত্তাপ বলেছে, না।
পল্টু বুঝেছে খেলা জমল না। সে নিজের বাঁ হাত ডান হাতে মোচড়াতে মোচড়াতে বেরিয়ে এসেছে। যেতে যেতে উচ্চারণ করেছে, ইচ্ছে হলে খবর দিও। মনে মনে বলছে, দেখি কদ্দিন শেয়ানাগিরি করিস্। আমি শালা পল্টু দাস, খালিহাতে ফিরিনে।

O

ভয় ফুলির দরজায় কড়া নাড়ছে। ফুলি উৎকর্ণ।
সে ত সেই থেকে ঘুমোয়নি, সে ত সেই থেকেই জেগে বসে আছে। ফুলি জেনেছে, কতজন এখন কতভাবে কড়া নাড়বে। সে জানে, ওরা এখন কড়া ধরে টানবে, সদর দরজা ধাক্কাবে, ভেঙে ফেলতে চাইবে, এমনকি পাঁচিল টপকাবে। টপকাক, ভাঙুক, ধাক্কাক্, নাড়ুক, ফুলি ঘরের দরজা দিয়ে ঠায় জেগে বসে থাকবে। তাকে বসে থাকতে হবে, হবেই। কিছুতেই সে দরজা খুলবে না। দরজা খুললে, ভয় তাকে গিলবে, দাঁতে চিবিয়ে খাবে।
ফুলি বাতি জ্বালাল।
রাত বাড়ছে। বাড়ুক।
তন্দ্রা ফুলিকে জড়াতে চাইছে ; ফুলি বলছে, না।
ঘুম তাকে অবশ করতে চাইছে ; ফুলি বলছে, না।
সারা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে ; ঘুমাক।
মানুষজন কেউ জেগে নেই ; না থাক।
কোথাও কোন আলো জ্বলে নেই ; না জ্বলুক।
তবু তোর ঘরে আলো জ্বলবে ?
ও যদি ঘর ভুল করে ? ও যদি অন্ধকার দেখে ফিরে যায় ? ওর ডাক যদি আমি শুনতে না পাই ? যদি সে আমার ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে রাগ করে ? যদি বলে, আমি মানুষটা এদ্দিন ফিরিনি, তুই কোথায় দুর্ভাবনায় অস্থির হবি তা না, দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস্ ? ফুলিরে ! এই তুই ? অথচ তোর জন্যে আমি—
না গো না, আমি জেগে আছি। এই দেখো, চোখ মেলে আমি ক্ষণ গুনছি। আমি জানি, তুমি আসছ।

O

কে দরজায় আলতো কড়া নাড়ছে না ?
কে যেন ডাকছে না, এই ফুলি, ফুলি-ই—

১২

আমি যাচ্ছি গো যাচ্ছি। তুমি অমন করে ডাকছ, আমি কি না গিয়ে পারি। ঘরের মালপত্তর গুছোতে, আঁচল ঠিকমত গায়ে জড়াতে, দুই দরজার দুই খিল খুলতে যেটুকু দেরী ততক্ষণ তুমি দাঁড়াও গো। জানি, বাইরে মাঘের হাড় কাঁপানো শীত, তদুপরি কন্‌কনে বাতাস। জানি, তুমি চাদর নিয়ে যাওনি, নিষ্যাত শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছ ; তবু তোমাকে দাঁড়াতে হবে। এসব না গুছিয়ে আমি কি করে যাবো ? তার আগে একটি কথা, আমি ঠিক করেছি, আমরা আর এখানে থাকবো না। তোমার রাজরানী হতে আমার আর সাধ নাই, আমার শখ-সুখ সব মিটেছে গো। এবার আমরা চলে যাবো, নইলে শহর তোমাকে যেমন গিলে খেয়েছে, তেমনি আমাকেও খাবে। এ কদ্দিনের কড়া নাড়ার ধকল তুমি যদি জানতে। সবাই যেন ডাকছে, সবাই যেন বলছে, আয়। আচ্ছা, ওরা কোথায় নিয়ে যাবার জন্যে ডাকছিল ? দেখো, আমি যাইনি। হ্যাঁ গা, এতে দেরী করলে কেন ? কে এতো দেরী করিয়ে দিলে ? আমি একা। আমার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই জেনেও তুমি এত দেরী করতে পারলে ! আমার ভয় করে না ?

শোন, পল্টু বলছিল, দীপুর দলই নকল পুলিশ সেজে এসে ঘর তল্লাসীর নামে তোমার সব টাকা নিয়ে গেছে। কিচ্ছু রেখে যায়নি। তুমি নাকি পল্টু-দীপুকে না বলে হাবুলের দলে ভিড়েছ। ও জন্যে দীপুর কি রাগ। আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলে। অথচ হাবুলের মা-বউ তোমাকে চিনতেও পারলে না। পল্টু খুব দুঃখ পেয়েছে। শেষে দীপুদের চালাকীতে পল্টু খুব খেপে গেছে। দীপুদের ধরিয়ে দিতে পল্টু বলছিল থানায় যেতে। পল্টুর স্বভাব ত আমি জানি, আমি রাজী হই নি। তুমি নেই, আমি পরপুরুষের সাথে যাবো কেন ? তাছাড়া তুমি যদি রাগ করো। তাছাড়া তুমিই ত বলেছিলে, তুমি না ফিরলে, ফিরতে দেরী হলে, পাড়া মাথায় না করতে। বিশ্বাস কর গো, আমি পাড়া মাথায় করিনি। কি করে তবু সবাই জানতে পেরে গেছে। ঠিক সেই জানাজানির মধ্যে দীপুদের পুলিশ, সেই টাকা নিয়ে যাওয়া। বললুম, ওগুলো তোমার হকের টাকা, খাটুনীর কামাই,—ওদের কানের বালাই, ওরা গ্রাহ্যিই করলে না। ওদের

কি ক্ষতি তুমি করেছ গো ? ওদের সাথে তুমি কি কাজ করতে ? তাছাড়া তুমি বলে- ছিলে খারাপ কিছু হলে খবর পাবে। কৈ খবর ত কিছু দাওনি! দোষ নিও না গো, লোকে বলাবলি করছিল, তুমি নাকি চুরি-ডাকাতি কর, ছিনতাই। ছিঃ ছিঃ তুমি কিছুতে ওকাজ করতে পারো না। লোকে বলছে বলে আমি বিশ্বাস করেছি ? দূর! দূর! ওরা তোমাকে কতটুকু চেনে গো! এদ্দিন ঘর করলাম আমি, আমার চেয়ে ওরা তোমাকে বেশি চিনবে এ কদ্দিনে! ও কি হয় ? আসলে এখানের মানুষগুলোই কেমন কেমন! কেউ ঠেকায় পড়লে, বেকায়দায় ফাঁসলে, বিপদে পড়লে, মনে মনে খুব খুশি হয়। কেউ কাউকে সহ্য করতে চায় না। সবার মনে হিংসে কিনা! তুমি ভয় খেয়ো না গো, আমি ওদের কথায় এট্টুও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমার দিব্যি, আমার শাঁখা-সিঁদুরের দিব্যি, তোমার মরা মা-বাপের দিব্যি, তোমার ঠাকুরের দিব্যি, ঠিক করে বলো ত, এদ্দিন কোথায় ছিলে ?

সেদিন মনুর বউ বলছিল, দিদি, তুমি জান কিনা জানিনে, আন্নার সঙ্গে কালীদার সড় ছিল। তুমি যখন বাপের বাড়ী ছিলে—

জানো, কি ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার ? আমি থুথু ছিটিয়ে ওর মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। ভাবো ত সাহস কত্তো ? ইচ্ছে হচ্ছিল বছর বিয়োনী মাগীর চুলের মুঠি ধরে তলপেটে দুটো লাথি কষাই, পেটের পিত্তি বেরিয়ে যাক। তা অনেক কষ্টে সরে এসেছি। হতো গাঁ-ঘর, ঝেঁটিয়ে মাগীর বিষ ঝেড়ে দিতাম, জিভ খসিয়ে ছাড়তাম।

আচ্ছা, সত্যিই কি তুমি—

নইলে অতো আলতো কড়া নাড়ছো কেন ? কেন চোরের মত ফিস্‌ফিস্ করে ডাকছো ? কেন সেদিন চোরের মতো মাঝরাত্তিরে পুটলী হাতে এসে ভোররাত্তিরে বেরিয়ে গেলে ? কেন এদ্দিন তুমি লুকিয়ে আছো ?

এই যে, বাইরে কে ? কে ডাকছো ? কে ?

না, আগে ত কখনো এভাবে ডাকতে না। তুমি আসতে পাড়া জানান দিয়ে, সবার সামনে দিয়ে, আমার রাজার মতো। এখন—

আমি জানি এ তুমি নও। শুয়োরের বাচ্চারা আমাকে ফুসলে বাইরে নিতে চাইছে, অন্ধকারে। তুমি ঘরে নেই, ওরা জানে; আমি একা, ওরা জানে; আমার টাকা পয়সা সব নিয়ে গেছে, ওরা জানে;—

আমি অবলা মেয়ে মানুষ, তুমি আমাকে আতান্তরে ফেলে গেছো, আমি এখানের কিছু চিনিনে জানিনে। ওরা আমাকে একলা পেলে—

কে ? কে ডাকছো ?

আমি। আমি রে!

তুমি ? কে ? ভয় ? না, আমার সাত-পাকে বাঁধা সোয়ামী ?

না গো না, হাজার মিনতি করলেও শীতের এ মাঝরাত্তিরে আমি বাইরে যেতে পারবো না। অন্ধকারে আমার বড্ড ভয়। সত্যিই তুমি যদি, তা'লে ভোর তক্‌ দাঁড়াও। আলো ফুটুক।

সে কী!

হ্যাঁ গো, ভোরের আলোয় আমার গাঁ-ঘরে চেনা মানুষটার মুখের সঙ্গে তোমার মুখ

মিশিয়ে নেবো। যদি মনে বলে তুমি, যদি চোখ বলে তুমি, তা'হলে ঠাকুরের দিব্যি গো, কুরুশকাটায় বোনা আসনে তোমায় বসতে দেবো, দশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেবো, ফুল তোলা চাদর আর ফুলতোলা বালিশে শুতে দেবো, আদর করবো, যা চাইবে আমার কাছে, যা আমার আছে, সব তোমায় দেবো গো। তুমি ছাড়া কে আছে আমার? কাকে দেবো?

আবার ডাকছো? তুমি এত চঞ্চল কেন গো? এমন ত ছিলে না।

না গো না, মাঝরাত্তিরে আমায় দরজা খুলতে বলো না। চাদ্দিকের ভয় আমার উপর হামলে পড়বে, ছিঁড়বে, ফাঁড়বে, চিড়বে; ওরা আমার গায়ের মাংস খুবলে নেবে। তার চে' এট্টু দাঁড়াও, ওই ভোরের কাক ডাকল বলে, ঐ ত কলে জল আসল বলে, ঐ ত—

O

আহারে দিন এসো, শীতল পাটিতে বসো। হাতে দেব চুড়ি, খেতে দেব মুড়ি, বাটা-ভরা পান, হাঃ হাঃ হাঃ।

এই ভরা মাঘের ভোরে হাতকড়া পড়িয়ে ওরা কাকে নিয়ে যাচ্ছে গো? কে সে? কি করেছে?

চুরি? ডাকাতি? ছিনতাই? খুন?

ওগো শুনছো, ও ভালোমানুষেরা, তোমরা একবার শুধোও না, ও কে?

ও কি আমার সে? আহা, এট্টু দাঁড়াতে বলো ওদের, চাদরটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিই। আহারে পোড়াকপাল আমার! কে না কে ভেবে সারাটা রাত্তির আমি ওকে দোরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, নিঘ্যাত শীতে কেঁপেছে, শেষে অভিমানে—

অবশ্যি অনেক কষ্টের শরীর ওর। শহুরে শীত ওর কি করবে? সেই না গাঁ-ঘরে আমাদের এমন দিনও গেছে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে মাঘের শীতের ঝাপট সামলেছি। তখন জেনেছি গো, অমন বাঘডাকা শীতেও ওর শরীরের ওম কতো। জানি এখানের শীত ওকে পাছড়াতে পারবে না, তবু চাদর যখন রয়েছে, গায়ে দিতে দেবে না কেন? কেন ওরা ওকে ওভাবে নিয়ে যাবে? ও কি করেছে?

খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই—

কাকে খুন করেছে? ডাকাতি করেছে কোথায়? কার ছিনতাই করেছে? চুরি?

না গো না, ও ওসব পারে না। নিঘ্যাত ওকে কেউ ফাঁসিয়ে দিয়েছে, ওই দীপু, হাবলু, পল্টু—

এ শহর সব পারে গো। ভালো মানুষটাকে গিলে খেয়ে মন্দ মানুষটাকে উগড়ে দিতে পারে। এখানে—

কে বেলাবেলি কড়া নাড়ছো?

আমি পল্টু।

পল্টু! শুয়োরের বাচ্চা! ওকে ফাঁসিয়ে এখন আমাকে ফুসলাতে এসেছিস্, তবে রে—

ঠাকুর পো! আহা! আমার জন্মের জন্মের উপকারী গো, তুমি এসেছ! আমি যাই।

ফুলি ঘরের দরজা খুলল। সদর।

এসো! এসো! হায়রে সেই কবে থেকে তোমার আসা পথ চেয়ে বসে, এতক্ষণে মনে পড়ল! দূর! তুমি আমাকে এট্টুও—

ও কি অমন করছ কেন ?

করব না ? তুমি আমার শরীর চেয়েছিলে না ? পিরীতে ! এখন খালি ঘর, তুমি আর আমি, নাও খুবলে নাও, খাবলে নাও—

ফুলি আঁচল ফেলে দিয়েছে শরীর থেকে, টান মেরে ছিঁড়েছে ব্লাউজ, ছোট জামায় হাত দিতে যাবে—

করছ কি ? কি হয়েছে ?

বাহ্, বাহ্, যার জন্যে ওকে সরালে, ধরিয়ে দিলে, আতান্তরে ফেলে আমাকে—ছাড়ো, হাত ছাড়ো, আমাকে সব খুলতে দাও।

বৌদি, এ্যাই বৌদি, তোমার পায়ে পড়ি—

বৌদি ! আহা ! আমি তোমার মায়ের পেটের বড় ভাইয়ের বউ যেন ! অতো মান্যিতা ! এতো ভক্তি ! কি গো ঠাকুর পো, মিইয়ে গেলে যে ? এই মুরোদ ! বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল ফুলি। জানি গো জানি, আমি না দিলে এখানে আমাকে কেউ কিছু দেবে না।

শোনো, শোনো, পাগলামী রাখো। এক্ষুনি একবার তোমায় থানায় যেতে হবে।

আমি গেলে ওকে ছেড়ে দেবে ? দেবে যদি আমি যাবো। কিন্তু—

সে আমি দেখবো।

দেখবে ? তাহলে চলো।

এই কাপড়ে যাবে ?

বলছো, নতুন কাপড় পরবো ? পরছি গো পরছি। তোমার কথা কি ফেলতে পারি ! ফুলি আলনার দিকে এগিয়ে গিয়ে শুধলো, কোনটা তোমার পছন্দ গো ! এটা ? এটা ? এটা ? —তোমার সামনেই পাল্টাবো ত ?

পল্টু ত্বরিতে ঘুরে বসল।

পাউডার মাখবো ?

মাখো।

বড় করে সিঁদুরের টিপ দেবো ?

দাও।

একটু সেণ্ট ?

নিশ্চয়ই দেবে।

ওই যে কাঁধে ঝোলান ব্যাগটা রয়েছে, ওটা নেবো।

নাও।

কিন্তু ওতে কিচ্ছু নেই গো ! না টাকা, না পয়সা।

দরকার নেই, ও আমি দেখবো।

তাই ত ! তুমি ত আছ, না ? তাহলে—

ফুলি নিজেকে গুছিয়ে পল্টুর সামনে এসে দাঁড়াল।

কি ! তোমার পছন্দ ত ? এ্যাই—

পল্টু উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল। ফুলিও পা বাড়াল।

তালা দেবে না ?

কথা যেন ফুলির কানে যায় নি। এসো গো, দেরী হলে যদি—

০

পাড়া শুদ্ধ লোক দেখছে পল্টুর পিছু পিছু সেজেগুজে বেরিয়ে যাচ্ছে ফুলি।

বউ-ঝিরা শুধলো, কোথায় যাচ্ছো?

ফুলি হেসে বলেছে, ওর খবর পেয়েছি ভাই, ওকে আনতে যাচ্ছি। বলেছে, আমি গেলে ছেড়ে দেবে।

কোথায়?

সে পল্টুর দিকে তাকাল। বলল, ও জানে। ও ঠাকুর পো! বল না গো, আমরা কোথায় যাচ্ছি।

পল্টু পিছন ফিরে তাকাল। বলল, দেরী হয়ে যাচ্ছে, এসো।

ফুলি ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছে, বড় মুখ করে বলার মতো নয় গো, তাই—

বউ-ঝিরা আঁচল মুখে দিয়ে হেসেছে।

তোমরা হাসছো! ফুলিও হেসেছে।

০

পল্টু ফুলির ভীষণ গা ঘেঁষে হাঁটছে। ফুলির হাসি পেয়েছে।

বৌদি, রিক্সা নেবো?

নেবে? নাও। ফুলি হাসতে হাসতে রিক্সায় উঠেছে।

বাহ্, শিঁটিয়ে আছ কেন? ভালো হয়ে বসো। ফুলি হেসেই বলল। কতক্ষণ লাগবে গো?

এই তো।

এর-ই জন্যে রিক্সা! নামতে নামতে ফুলি আবার হাসল। তোমার ভালো লেগেছে ত?

০

পাহারাদার ইচ্ছে করে ফুলিকে একটা ধাক্কা দিয়েছে।

ফুলি হেসে শুধিয়েছে, ও ছাড়া পাবে ত?

জরুর! জরুর! ছোটাবাবুকা পাস চলিয়ে।

ছোটবাবুর ঘরের দরজায় গিয়ে পাহারাদার হেকেঁছে, আয়া হুজৌর।

আসুন, আসুন। পলকে আপাদমস্তক দেখে বলেছে, এখানে বসুন, এখানে। পাশে বসেছে ছোটবাবু। এবং ফুলিকে স্থির হবার অবকাশ না দিয়ে গাল টিপে দিয়েছে, আলতো হাতে উরুত, বুক।

ফুলি হেসে শুধিয়েছে, ও ছাড়া পাবে ত?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তার আগে একবার মেজবাবুর ঘরে—

০

আপনার স্বামী বুঝি?

ফুলি ঘাড় নেড়েছে।

আসল কথা কি জানেন, মেজবাবু কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফুলির মুখোমুখী। ও না আনাড়ীর মতো—বলতে বলতে আচমকা জড়িয়ে ধরেছে ফুলিকে, আদর করেছে প্রাণভরে।

ফ্লি হেসে শুধিয়েছে, ও ছাড়া পাবে ত ?
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তার আগে বড়বাবুর ঘরে একবার যেতে হবে যে।
চলুন। ওতে আর কি।
o
বড়বাবু কোয়ার্টারে। মেজবাবু দরজা পর্যন্ত পে'ৗছে দিয়ে বলেছেন, ঢুকে যান, ঢুকে যান।
ফ্লি অবলীলায় ঢুকে গেল।
ও আপনিই! আসুন, আসুন। এই ঘরে আসুন, এই ঘরে।
বড়বাবুর বউ বাপের বাড়ী গেছে। ছেলেরা স্কুলে। কোয়ার্টার খালি।
বড়বাবু বিছানায় ফেলে ফ্লির শরীর নিয়ে অনেকক্ষণ খেলা করেছে। ক্লান্ত হতেই ফ্লি হেসে শুধিয়েছে, ও ছাড়া পাবে ত ?
বলছেন কি, এত্তর পরেও ছাড়া পাবে না ? আমরা আছি কি করতে ? তবে—
কি ? ফ্লি বুঝতে পারল না, আর কি চাইতে পারে ? দেয়নি এমন আর কি তার আছে ?
একবার আপনাকে কোর্টে যেতে হবে যে।
কোর্টে ?
পল্টু ঠিকই নিয়ে যাবে। অ-পল্টু ; পল্টু—
o
পল্টুর সঙ্গে কোর্টে চলেছে ফ্লি।
কতক্ষণ লাগবে গো ?
এই তো, বেশী নয়। তবে কি, কোর্ট বসতে এখনো ঢের দেরী।
তাহলে ?
চলো কিছু খেয়ে নিই।
ফুলিকে হোটেলে নিয়ে তুলেছে পল্টু। ঘর নিয়েছে।
তুমি কি নাইবে ?
বল্যা ত—
ফুলি নেয়ে এলো। হেসে শুধলো, তোমার নোংরা ভাল্লো লাগে না, না ঠাকুর পো ?
পল্টু হেসেছে।
তা'লে খাবার দিতে বলো।
তার দেরী আছে। এখনো—
ফ্লি পল্টুর চোখ চোখ রেখে হাসল।
কি ?
ততক্ষণ—পল্টু কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। ফ্লি হাসল।
পল্টু ফুলিকে হাত ধরে বিছানায় নিয়ে গেল। কিছু মনে করছো না তো ?
আমি! ফ্লি হাসিতে ফেটে পড়েছে।
অমন করছো কেন ? এ্যাই—
ভয় করছে ? আবার সেই ঘর ফাটানো হাসি।

o

এখন চলো খেয়ে নিই।

এখনো খিদে? ফুলির কণ্ঠে ঝাঁজ। চেঁচিয়ে বলল, তার চেয়ে চলো কোথায় যেতে হবে।

পল্টু ফুলিকে পাঁড়মরি মুহুরীবাবুর কাছে নিয়ে এল।

মুহুরী পাশেই বসিয়েছে ফুলিকে। আরো ঘেঁষে আসুন।

ফুলি ঘেঁষেই বসল।

সামনে মুহুরীর বাক্স। দলিল-দস্তাবেজ, ফাইল।

মুহুরী আলতো ফুলির পাছায় চিমটি দিল। ফুলি হাসল। শুধলো, ও ছাড়া পাবে ত?

কোমড়ের মাংস টিপতে টিপতে বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তার আগে—

উকিলবাবুর কাছে যেতে হবে ত? নিয়ে চলুন।

আমি না, পল্টুবাবু।

o

অ পল্টুবাবু, নিয়ে চলো কোথায় তোমার উকিলবাবু।

পল্টু চেম্বারে পেঁাছে দিয়েই সরে গেল।

উকিল বয়সী। চুল সব সাদা, দাঁত দু পাটিই বাঁধানো।

ও তুমি বুঝি? আহা! এ বয়সে—উকিলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠেছেন।

তোমার বয়স কত?

আমার? সে ত জানি না।

তুমি আমার নাতনীর মতো। হাসছেন উকিলবাবু। চোখ চিক্ চিক্ করছে।

তাই নাকি!

হুবহু। এমনই গড়ন-পেটন।

বটে! বটে!

উকিলবাবু কাঁপছেন। কাপুনির জের সামলাতে আস্তে হাত রেখেছেন ফুলির কাঁধে। ফুলি হেসেছে।

নাতনী এখানে বসো। চেয়ার দেখিয়ে দিলে ফুলি হাসতে হাসতে বসল।

আবার কাঁধে হাত। হাত হাঁটছে। ফুলি হেসেছে।

ব্লাউজের ভেতরে শিরা ওঠা হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মরীয়া। ফুলি হেসেছে।

বাঁধানো দাঁত টেবিলে খুলে রেখে পাগলের মতো ফুলির গাল চেটেছেন। ফুলি খিল খিল হেসেছে।

হড়বড় করতে গিয়ে হঠাৎ সামনের চেয়ারে বসে পড়েছেন।

বয়স হয়েছে ত নাতনী। এ বয়সে—

ফুলি শুধিয়েছে, ও ছাড়া পাবে ত?

হাঁফাতে হাঁফাতে জবাব দিয়েছে, কোন শালা ঠেকাবে? আমি না—কিন্তু তার আগে যে নাতনী একবার সাহেবের ঘরে—

সাহেব! চমক লেগেছে ফুলির। সে কোথায়?

ভয় নেই।

ভ্রমর কথাতে ফুলি বেয়াড়া হেসে উঠেছ। সে কি অনর্গল হাসি।

কি হলো? অমন হাসছো যে? এ্যাই—

ফুলি রাস্তার মেয়ের মতো চোখ টিপে বলেছে, দাদু, নাতনী তোমার আর ভয় খায় না। এদ্দুর আসতে আসতে না ভয়কে গিলে খেয়েছি, কড়মড় কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছি, কামড়ে, ছিঁড়ে—

না, সাহেব লোক বড় ভালো গো!

কে বলেছে খারাপ? নিশ্চয়ই তোমার মতো ভালো! বড়-মেজ-সেজবাবুর মতো! নাকি পাহারাদার, পল্টু, মুহুরীর মতো! অনর্গল হাসিতে ভেঙে পড়েছে ফুলি। হাসতে হাসতে বলেছে, সাহেব নিঘ্যাত জানোয়ার নয়। জানো দাদু, একটি মেয়েমানুষ এক বেলায় কত জনকে—

এ্যাই চুপ্, চুপ্। ধমকে উঠলেন উকিলবাবু।

কি-ই? কি বললি?

চুপ্! চুপ্।

কেন রে শালা? ফুলি এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েছে। গা চাটলি, মুখ চাটলি, বুক টিপলি, তারপরও চুপ করব কেন?

এ্যাই! এ্যাই! এটা কোর্ট। এটা আদালত।

তাই নাকি! এখানে কি হয়?

চুপ করবি কিনা মাগী? একটি কথা বলেছিস্ কি কয়েদ করে ছেড়ে দেব।

ওরে বুড়ো শকুন, ভাগাড়ের মড়া, হাড় চোষা, এতক্ষণ কি করছিলি রে? এতক্ষণ কি ছাড়া ছিলাম? বলতে বলতে ফুলি ছুটে বেরিয়ে এসেছে চেম্বার থেকে। পিছনে পিছনে বৃদ্ধ উকিল।

উকিলবাবু চেঁচাচ্ছেন, এ্যাই মুহুরী! এ্যাই পল্টু! এই শালারা, এ কাকে নিয়ে এসেছিস্?

কে? কি হয়েছে?

খানকীর বাচ্চারা! হাড় বজ্জাতের ঝাড়েরা! তোদের মা-বোন নাই? ধম্মাধম্ম নাই? আমাকে তোরা—ফুলির দিক কাঁপানো বিকট চীৎকারে আদালতের মাথার 'পরের ভাঙা বেলার আলো হেলল।

গোটা আদালত ভেঙে পড়েছে ততক্ষণে।

কি হয়েছে? হয়েছে কি? উপর থেকে সাদা চুল সম্ভ্রান্ত স্বরে কে যেন শুধলেন।

সাহেব! গুঞ্জন উঠল জনকণ্ঠে।

ফুলি উত্তেজিত মুখ, রক্তাক্ত চোখ তুলল উপরে। ও তুমি!

একবুক ঘেন্নায় আরো উপরের দিকে চোখ তুলতেই বিস্তারিত অলৌকিক নীলাকাশ।

o

হা ঈশ্বর!!

(বারোমাস্যা সমাপ্ত)